পর্দার বিধান

আব্দুল হামীদ মাদানী

সূচীপত্র

অবতরণিকা ১
পর্দা ওয়াজেব হওয়ার দলীলসমূহ ৫
সুন্নাহ থেকে পর্দা ওয়াজেব হওয়ার দলীল ১৮
পর্দা ওয়াজেব হওয়ার ব্যাপারে সর্ববাদিসম্মতি ২৭
শরীয়তে পর্দার মান ২৭
পর্দার বিধান চিরন্তন ২৮
যুক্তির নিকষে পর্দা ৩০
এগানা-বেগানা ৩৩
পর্দার বিধান মানা-না মানার ফলাফল ৩৯
পর্দা পর্দানশীনের সিট-বেল্ট্ ৪১
পর্দা নারীর লালকেল্লা ৪২
পর্দা ঈমানের সাক্ষী ৪২
পর্দা হৃদয়ের পবিত্রতা ৪৩
পর্দা চক্ষু-দৃষ্টির পবিত্রতা ৪৩
প্রচলিত পর্দার প্রকারভেদ ৪৪
শরয়ী পর্দা করতে অপারগ হলে ৪৭
পর্দার পথে জিহাদ ৪৮
পর্দায় পরস্পর সহযোগিতা ৫১
পর্দা মানতে বাধা কিসের? ৫৬
পর্দার বিধান অমান্যকারীর বিধান ৫৭
শরয়ী পর্দার শর্তাবলী ৫৯
পর্দায় চেহারা ঢাকা জরুরী কেন? ৬২
চেহারা খোলা জায়েযের দলীল ও তার খন্ডন ৭১
পর্দা সম্বন্ধে নানা সন্দেহ ও তার নিরসন ৭৫
- পর্দা অন্ধানুকরণ নয়, ইবাদত
- পর্দা ও নারীর মর্যাদা ৭৬
- পর্দা নিজের কাছে ৭৭
- পর্দা পোশাকে নয়, মনে ৭৮
- পর্দার জন্য কি বোরকা জরুরী? ৭৯
- পর্দা ফলের খোসার মতো ৮০
- লোক ভাল হলে পর্দার দরকার নেই ৮০
- ‘বউ’ হলে পর্দা করব ৮০
- পর্দা করলে গরম লাগে ৮১
- বোরকা-ওয়ালীও চরিত্রহীনা ৮১
- এ যুগে আর পর্দা চলে না ৮২
- পর্দা মধ্যযুগীয় এক কুসংস্কার ৮২
- পর্দা কি প্রগতির অন্তরায়? ৮৪
- শরয়ী পর্দা মানা কি গোঁড়ামি? ৮৪

- বোরকার ভিতরে অপরাধীর আত্মগোপন ৮৪
- বোরকা জাতির মহিলাদের মাঝে বর্ণ-বৈষম্য সৃষ্টি করে ৮৫
- পর্দা মহিলার ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণ করে ৮৭
- দুনিয়ার অধিকাংশ মহিলারাই পর্দা করে না ৮৮
- পুরুষের উপর পর্দা ফরয নয় কেন? ৮৯
- আল্লাহ সৌন্দর্য পছন্দ করেন,
তাহলে তা গোপন করার নির্দেশ কেন? ৯০
- পর্দা না করেও সতী হলে ৯০
- সাদা-মাঠা পোশাক পরলেও কি পর্দা জরুরী? ৯১
- পাপী মহিলার পর্দায় কী লাভ? ৯১
- পর্দা করলে আপন পর হয়ে যায় ৯২

পর্দা কেবল নবী-পত্নীদের জন্য ৯৩
পাশ্চাত্যের মহিলাদের পর্দা ৯৬
পর-পুরুষের সাথে নির্জনবাস ১০২
অবাধ মেলামেশার কুফল ১০৫
অভিভাবকের কর্তব্য ১১০

নারীর দুর্গ

সিপাই যেন উঠছে ক্ষেপে
এবার তারা লড়বে,
দুর্গ ভেঙ্গে নতুন ঢঙে
নতুন বাসা গড়বে
এবার তারা লড়বে।
সেনাপতি সরলমতি
ভাবছে কিসে রুখবে,
অকারণে নেমে রণে
কষ্ট তারা ভুগবে
ভাবছে কিসে রুখবে।
চৌদিকেতে লৌহ-প্রাচীর
প্রাচীর তারা ভাঙ্গবে,
স্বাধীনতার খোঁজে এবার
রক্তে তারা রাঙবে
প্রাচীর তারা ভাঙ্গবে।
ইচ্ছা যত কর তুমি
সুখে তারা থাকবে,
কবর ছাড়া এমন দুর্গ
যেথায় তুমি রাখবে
না হলে সব ভাগবে
সুখে তারা থাকবে।

অবতরণিকা

ইসলাম আগমনের পূর্বে নারীর কোন মান-মর্যাদা ও কদর ছিল না। যেটুকু ছিল, সেটুকু শুধু যৌন-সুখের আশায় 'ওয়াইফ ইজ লাইফ' আকারে। কন্যা হিসাবে নারীর মান ছিল না। এই জন্য কোন দম্পতিই কন্যা-সন্তান পছন্দ করত না। কারো কন্যা-সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে শুনলেই তার চেহারা কালো হয়ে যেত। মহান আল্লাহ সেই জাহেলী যুগের মানুষদের অবস্থা বর্ণনা ক'রে বলেন,

[وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ] (١٧)

অর্থাৎ, ওরা পরম দয়াময় আল্লাহর প্রতি যে কন্যা-সন্তান আরোপ করে, ওদের কাউকেও সে কন্যা সন্তানের সংবাদ দেওয়া হলে তার মুখমন্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। *(যুখরুফঃ ১৭)*

[وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (٥٨) يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاء مَا يَحْكُمُونَ] (٥٩)

অর্থাৎ, তাদের কাউকে যখন কন্যা-সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখমন্ডল কাল হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়, তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে; সে চিন্তা করে যে, হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে। সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে, তা কতই না নিকৃষ্ট। *(নাহলঃ ৫৮-৫৯)*

বরং তারা মাটিতে জীবন্ত দাফন ক'রে দিত! মহান আল্লাহ সে কথাও বলেছেন এবং তাদের সে নির্মম পাপের জন্য জবাবদিহি করতে হবে, তাও জানিয়ে দিয়েছেন।

﴿وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَت * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ (التكوير ٨-٩)

অর্থাৎ, যখন জীবন্ত-প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোন্ অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল? *(তাকবীরঃ ৮-৯)*

যেমন বর্তমানেও যন্ত্রের মাধ্যমে কন্যা-ভ্রূণ চিহ্নিত ক'রে গর্ভেই তা হত্যা করা হচ্ছে।

সে যুগে কন্যা-সন্তানকে ন্যায্য অধিকার ও মীরাসের অংশ থেকে বঞ্চিত করা হত। বর্তমান জাহেলী যুগেও কন্যাকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। পণ ও যৌতুক প্রথার কারণে পিতা-মাতার কাছে কন্যা-সন্তান আদৌ বাঞ্ছিত নয়। বড় হয়ে অনেক কন্যা পিতা-মাতার মান-সম্মান

রাখে না বলেও কন্যা-সন্তানের প্রতি অনীহা আসে। পুত্র-সন্তানে মানহানিকর কিছু ঘটালে সমাজে ক্ষতিকর নয় বলেই সবাই পুত্র-সন্তান চায়। সমাজে সেই ছেলেকে পছন্দ করা হয়, যার ভবিষ্যৎ আছে। আর সেই মেয়েকে পছন্দ করা হয়, যার অতীত আছে। অতীত-হারানো মেয়ে পতিতার মতো বলেই তার কদর বিলুপ্ত হয়।

বর্তমান যুগের কন্যার অবস্থা সম্বন্ধে এক কবি বলেছেন,

‘কন্যা ঘরের আবর্জনা, পয়সা দিয়ে ফেলতে হয়,
রক্ষণীয়া পালনীয়া শিক্ষণীয়া আদৌ নয়।’

জাহেলী যুগে তার অবস্থা এর চাইতেও ঢের শোচনীয় ছিল।

কিন্তু ইসলাম এসে নারীকে মর্যাদা দিল। মুহাম্মাদ ﷺ যখন নবী হয়ে প্রেরিত হলেন, তখন তিনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখালেন। অজ্ঞতার সিন্ধু থেকে তুলে জ্ঞানের সৈকত দেখালেন। ভ্রষ্টতার কদর্যতা থেকে উদ্ধার ক’রে সৎপথের সুন্দর পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত করলেন। নারীকে তার যথার্থ মর্যাদা দিলেন। তার প্রাপ্য অধিকার তাকে প্রদান করলেন। মা, স্ত্রী, কন্যা ও বোনরূপে যথাযথ সম্মান দান করলেন। তিনি বললেন,

“হে আল্লাহ! আমি দুই দুর্বল; এতীম ও নারীর অধিকার লংঘনে পাপের কথা ঘোষণা করছি।” *(আহমাদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সিলসিলাহ সহীহাহ ১০১৫নং)*

“যে ব্যক্তি একাধিক কন্যা নিয়ে সঙ্কটাপন্ন হবে, অতঃপর সে তাদের প্রতি যথার্থ সদ্ব্যবহার করবে, সেই ব্যক্তির জন্য ঐ কন্যারা জাহান্নাম থেকে অন্তরাল (পর্দা) স্বরূপ হবে।” *(বুখারী ১৪১৮ নং, মুসলিম ২৬২৯ নং)*

বর্তমান জাহেলী যুগেও বহু মানুষের কাছে নারীর মর্যাদা নেই। তাদের সমাজে নারী বিকিকিনি হয়। যৌন-বিলাসের জন্য ভোগ্য-পণ্যের মতো নারীর সস্তা বাজার রমরমা। বৃদ্ধা হয়ে গেলে নারীর স্থান হয় বৃদ্ধ-খোঁয়াড়ে।

এ হল পাশ্চাত্যের অবস্থা এবং তার পা-চাঁটা গোলামদের সমাজ-ব্যবস্থা। ‘নারী-স্বাধীনতা’র নামে তারা ‘যৌন-স্বাধীনতা’ দিয়ে নারীকে নিজেদের যৌন-খোঁয়াড়ে বন্দী করেছে। তবুও তাদের গর্ব কত, তারা দিয়েছে, নারীর মর্যাদা!

সেই গর্বে শরীক হয়েছে মুসলিম নামধারী বহু মুনাফিক মানুষ। যারা পাশ্চাত্যের সেই যৌন-স্বাধীনতা নিজেদের সমাজ ও পরিবেশে দেখতে চায়। সুতরাং তারা প্রচার-মাধ্যমে তা প্রচার করে, পত্র-পত্রিকায় লেখালিখি করে, অনেকে আবার এ ব্যাপারে পৃথক বই-পুস্তকও লেখে। অনেকে পাশ্চাত্যের নুন খেয়ে তাদের ভালমতো গুণ গায়। ফলে সেই যৌন-স্বাধীনতার চিন্তাধারা

মুসলিম উম্মাহর মাঝে দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে, যেমন শুষ্ক কাশ-ফুলে আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

এই আগুনের লেলিহান শিখার মুখে পড়েও অনেক মুসলিমের অবস্থা ‘পিপু-ফিশু’র মতো ঃ পিঠ পুড়ে গেল। ফিরে শোও। কত রবি জ্বলে? কেবা আঁখি মেলে?

আর অনেকের অবস্থা সেই বরাঙ্গীর মতো, যাকে বলা হল, ‘বরাঙ্গী লো বরাঙ্গী! তোর ঘর পুড়ছে যে!’ সে বলল, ‘পুড়ুকগে, আমার বরাং তো পুড়েনি!’

অনেকে বলে, ‘অত কি মানা যায়?’

অনেকে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি করে!

অনেকের চিরাগ তলে অন্ধকার!

অনেকে মাথার টুপি ঠিক রেখে চলে, কিন্তু বউয়ের মাথায় কাপড়ের কথা খেয়াল করে না!

বিদেশী আগ্রাসনের পর থেকে পাশ্চাত্যের পরশ পর্দার পরিবেশকে ‘কদর্য’ পরিগণিত করেছে। পুরুষ-মহলে চাকরির লোভ মহিলাদেরকে পর্দা অবজ্ঞা করতে বাধ্য করছে। যৌথ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উদ্ভিন্ন-যৌবনারা পর্দার পর্দাকে মন থেকে ছিন্ন ক’রে ফেলছে। নারীবাদী লেখক-লেখিকারা নারী-স্বাধীনতার নামে জরায়ু-স্বাধীনতার প্রচার ও প্রসারে পর্দার নিন্দা ক’রে চলেছেন। কবি-সাহিত্যিকরাও পাশ্চাত্যের তথাকথিত সভ্যতায় প্রভাবান্বিত হয়ে সেই একই বিষ উদ্গার ক’রে চলেছেন। নারীকে সমানাধিকার প্রদান করতে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, চাকরি-স্থল ও হাটে-বাজারে উপস্থিত করছেন দেশের নেতা-নেত্রীরা।

মুসলিম দেশগুলিতে পর্দা অবমানিত শুরু হয়। ১৯২০ সালে মুসলিম নামধারী নাস্তিক আতান তুর্ক কামাল পাশা তুর্কিস্তানে পর্দা নিষিদ্ধ ক’রে আইন প্রণয়ন করে। ১৯২৬ সালে রাফেযী রিযা পাহলবী ইরানে পর্দা নিষিদ্ধ হওয়ার আইন পাশ করে। আফগানিস্তানে মুহাম্মাদ আমান পর্দা উচ্ছেদ করার কানুন চালু করে। আলবানিয়ায় আহমাদ যোগোয়া পর্দার রেওয়াজ তুলে দেয়। তিউনিসিয়ায় ১৪২১ হিজরী সনে কুখ্যাত নেতা বুরুক্বাইবা আইন ক’রে পর্দা নিষিদ্ধ করে।

আজও বহু দেশে পর্দা নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। উপমহাদেশে তারই অনুকরণ করার চেষ্টা চলছে। কোথাও পর্দার বিরুদ্ধে পুরুষেরা সোচ্চার হচ্ছে!

‘মাছ মরেছে বিড়াল কাঁদে শান্ত করল বকে,
ব্যাঙের শোকে সাঁতার পানি দেখি সাপের চোখে!’

কোথাও পর্দার বিরুদ্ধে মিটিং-মিছিল হচ্ছে। কোথাও বোরকা জ্বালানো হচ্ছে।

যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না, তাদের কথাই আলাদা। তাদের সাথে যুক্তি-তর্কে পেরে ওঠা যাবে না। যেহেতু তাদের মধ্যে আসল শর্ত (ঈমান বিল্লাহ)টাই নেই। এ পুস্তিকা তাদের জন্য নয়, কুরআনও তাদের জন্য হিদায়াত নয়। মহান আল্লাহ সেই শিক্ষা-গর্বিত অহংকারীদেরকে পথ দেখাবেন না। তিনি বলেছেন,

[سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ] (١٤٦) سورة الأعراف

অর্থাৎ, পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে গর্ব করে বেড়ায় তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী হতে ফিরিয়ে দেব; তারা আমার প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখলেও ওতে বিশ্বাস করবে না। তারা সৎপথ দেখলেও ওকে পথ বলে গ্রহণ করবে না, কিন্তু তারা ভ্রান্ত পথ দেখলে তাকেই পথ হিসাবে গ্রহণ করবে। এটি এ কারণে যে, তারা আমার আয়াত (নিদর্শন)সমূহকে মিথ্যা মনে করেছে এবং সে সম্বন্ধে তারা উদাসীন ছিল। *(আ'রাফঃ ১৪৬)*

পক্ষান্তরে যাদের বুকে এখনও ঈমানের পিদিম জ্বলছে, তাদের সতর্কতার জন্য হিজাবের বহু বই মন্থন ক'রে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। মহান আল্লাহ বলেন,

[وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ] (٥٥) سورة الذاريات

অর্থাৎ, তুমি উপদেশ দিতে থাক, কারণ উপদেশ বিশ্বাসীদের উপকারে আসবে। *(যারিয়াতঃ ৫৫)*

তাঁর কাছেই আমার আশা, তিনি যেন পাঠক-পাঠিকার মন থেকে মুনাফিক্বী, সন্দেহ, গাফিলতি, উন্নাসিকতা ও অবহেলার পর্দা সরিয়ে দিয়ে তাঁদের পরিবারে পর্দার বিধান প্রতিষ্ঠা ক'রে দেন। আমীন।

বিনীত----

আব্দুল হামীদ মাদানী

আল-মাজমাআহ

সঊদী আরব

তাং ৩০/৫/১১

পর্দা ওয়াজেব হওয়ার দলীলসমূহ

ইসলামে পর্দার বিধান একটি ফরয জিনিস। এ বিধানদাতা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা। যিনি নারীকে যে প্রকৃতি ও দেহ-সৌষ্ঠব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, সে দেহ পুরুষের প্রকৃতি ও মনে কেমন প্রভাব বিস্তার করবে, তা তিনি জানেন। যেহেতু সে প্রভাব তিনিই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তিনি লেবাস-পোশাকের বিধান দিয়ে বলেন,

[يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ] (٢٦) سورة الأعراف

অর্থাৎ, হে বনী আদম! (হে মানবজাতি) তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও বেশভূষার উদ্দেশ্যে আমি তোমাদের জন্য পরিচ্ছদ অবতীর্ণ করেছি। আর সংযমশীলতার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট। এ হল আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম; যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। *(আ'রাফঃ ২৬)*

'লজ্জাস্থান' হল শরীরের সেই অংশগুলো, যা ঢেকে রাখা জরুরী। আর বেশভূষা হল সেই পোশাক, যা সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য পরিধান করা হয়। অর্থাৎ, পোশাকের প্রথম প্রকার হল প্রয়োজনীয় বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত এবং তার দ্বিতীয় প্রকার হল পরিপূরক ও বাড়তি। মহান আল্লাহ উভয় প্রকার পোশাকের জন্য সরঞ্জাম ও উপাদান সৃষ্টি করেছেন।

পক্ষান্তরে আরো একটি পোশাক আছে, যা পরিধান না করলে মানুষ উলঙ্গই থাকে। সুন্দর থেকে সুন্দরতম পোশাক পরলেও সে অসুন্দর থাকে। আর তা হল 'তাক্বওয়া' ও সংযমশীলতার পোশাক। এমন পোশাক, যা পরিধান ক'রে মানুষ প্রয়োজনীয় অঙ্গ আবৃত করে, অহংকার করার পরিবর্তে আল্লাহকে ভয় করে এবং ঈমান ও নেক আমলের দাবীসমূহ পূরণ করার প্রতি যত্ন নেয়। নচেৎ যে মানুষের মনের অভ্যন্তরে লজ্জাশীলতা নেই, সে মানুষ যতই সুন্দর ও অভিজাত পরিচ্ছদ পরিধান ক'রে থাকুক না কেন, তাকে অন্য মানুষে নগ্নই দেখতে পাবে।

'সংযমশীলতার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট' কথা থেকে এ অর্থও ফুটে ওঠে যে, সৌন্দর্য ও সাজ-সজ্জার জন্য যদিও পোশাক পরা বৈধ, তবুও পোশাকের ব্যাপারে এমন সাদামাঠা হওয়া বেশী উত্তম, যাতে পরহেযগারী ও আল্লাহভীরুতা প্রকাশ পায়।

আরবী কবি বলেছেন,

إذا المرء لم يلبس ثياباً من التقى ... تقلب عرياناً وإن كان كاسياً

وخير لباس المرء طاعة ربه ... ولا خير فيمن كان لله عاصياً

অর্থাৎ, মানুষ যদি তাক্বওয়ার লেবাস না পরে, তাহলে সে উলঙ্গই, যদিও সে কাপড় পরে থাকে।

মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ লেবাস হল নিজ প্রতিপালকের আনুগত্য করা। আর তার মধ্যে কোন মঙ্গল নেই, যে নিজ প্রতিপালকের অবাধ্য।

মুসলিম মহিলার ভিতরে যেহেতু ঈমান আছে, সেহেতু তার মনে-মগজে তাক্বওয়াও থাকে। তাই তো সে নিজ প্রতিপালকের আদেশ পালন ক'রে 'তাক্বওয়ার লেবাস' পরিধান করে।

মুসলিম মহিলা হয় নিজ পরিচ্ছন্নতায় ফুলের চাইতে সুন্দর, নিজ চরিত্রে হয় কস্তুরী অপেক্ষা সৌরভময়, বিনয়ে হয় পূর্ণিমার চাঁদ অপেক্ষা স্নিগ্ধময়, স্নেহ-ভালবাসায় হয় বৃষ্টি অপেক্ষা সর্বব্যাপী। তাই তো সে ঈমান দ্বারা নিজ সৌন্দর্যের রক্ষণাবেক্ষণ করে, অল্পে তুষ্ট থেকে সুখের বেহেশ্ত লাভ করে, পর্দার অন্তরালে থেকে নিজের পবিত্রতা রক্ষা করে, লজ্জাশীলতার অলংকার দ্বারা নিজ সৌন্দর্য বর্ধন করে।

ঈমানহীন নারী দেহে পোশাক না রেখে নগ্নতার প্রতিযোগিতায় বিশ্ব-সুন্দরী হয়, কিন্তু ঈমানদার নারী সারা দেহে পর্দা রেখে সর্ব-সুন্দরী হয়।

মুসলিম মহিলারা কেন পর্দা করে? পর্দার যে সকল যৌক্তিকতা আছে, তা অনেকের নিকট গ্রাহ্য না হলেও প্রধান একটি কারণে মহিলাকে পর্দার বিধান মানতে হয়। আর তা হল তার প্রতিপালকের আদেশ।

মুসলিম পুরুষরা দাড়ি কেন রাখে? যেহেতু প্রতিপালকের আদেশ। যেমন পুরুষ সে আদেশ পালন করতে কারণ খুঁজবে না, তেমনি মহিলা পর্দার আদেশ পালন করতে যুক্তি খুঁজবে না। যদিও যুক্তি তাকে পর্দার বিধান থেকে মুক্তি দিতে পারবে না।

সুতরাং চলুন এবারে লক্ষ্য করি মহান প্রতিপালকের বিধান ও আদেশ কী?

পর্দার প্রথম দলীল

[وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا] (٣١) سورة النـور

অর্থাৎ, বিশ্বাসী নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থান রক্ষা করে। তারা যা সাধারণতঃ প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য যেন প্রদর্শন না করে। *(নূরঃ ৩১)*

লক্ষণীয় যে, মহান আল্লাহ উক্ত আয়াতে মু'মিন নারীদেরকে তাদের সকল প্রকার সৌন্দর্য গোপন করতে আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং তাদের সৃষ্টিগত দৈহিক সৌন্দর্য যেমন চেহারার লাবণ্য, চোখের মোহনীয়তা, ঠোঁটের কমনীয়তা, গালের সুডৌলতা, চুলের সুশ্রীকতা, কানের পল্লব-শ্রী, জুলফির মনোহারিত্ব ইত্যাদি দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্যকে আবৃত করতে আদেশ করা হয়েছে। অনুরূপ এও আদেশ করা হয়েছে যে, তারা যেন তাদের প্রসাধনগত অতিরিক্ত স্বকৃত সৌন্দর্যও গোপন করে। যেমন যাবতীয় অলংকার, আঙ্গুলের আংটি, হাতের চুড়ি, মেহেন্দির উলকি, চোখের কাজল, ঠোঁটের ঠোঁটপালিশ, কানের দুল, গলার হার, পরিহিত পরিচ্ছদ ইত্যাদি নারীর সৌন্দর্যবর্ধক সকল প্রকার জিনিসকে ঢেকে রাখতে আদেশ করা হয়েছে।

আয়াতে সকল প্রকার সৌন্দর্যকে গোপন করতে আদেশ ক'রে কেবল এক প্রকার সৌন্দর্যকে ব্যতিক্রান্ত করা হয়েছে। আর তা হল 'যা সাধারণতঃ প্রকাশ থাকে'। কোন্ সৌন্দর্য সাধারণতঃ প্রকাশ থাকে? আয়াতে তা অস্পষ্ট রাখা হয়েছে। কুরআনের অন্য আয়াত অথবা কোন হাদীসে সে অস্পষ্টতার কথা স্পষ্ট করা হয়নি। অবশ্য এ বিষয়ে সাহাবা ও তাবেঈন কর্তৃক বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত হয়েছে। তা সহীহ হলে অবশ্যই অস্পষ্টতা দূরীভূত হত। কিন্তু সে সব উক্তি সহীহ নয়, বরং পরস্পর-বিরোধী। অতএব সে সব উক্তির দিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে আমরা ঐ সৌন্দর্যের কথা অস্পষ্টই রাখব, যেহেতু আয়াতে তা অস্পষ্ট রাখা হয়েছে। আর মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ﴾ (النساء:٥٩)

অর্থাৎ, যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। *(নিসাঃ ৫৯)*

আমাদের উচিত, উক্ত আয়াতের নিগূঢ় অর্থ অন্যান্য আয়াত ও হাদীসের আলোকে এবং আরবী সাহিত্য-শৈলির ভিত্তিতে উদ্ধার করা। যাতে সন্দিহান মনের আকাশে কোন সন্দেহের মেঘ জমে না থাকে।

লক্ষণীয় যে, মহান আল্লাহ যখন সৌন্দর্য গোপন করতে বললেন, তখন সে ক্রিয়ার সাথে কর্তা বানালেন মহিলাদেরকে। কিন্তু যখন 'যা সাধারণতঃ প্রকাশ থাকে' কথাটি বলার সময় ক্রিয়ার কর্তা বানালেন খোদ সৌন্দর্যকে। মহিলাদেরকে ক্রিয়ার কর্তা বানিয়ে বলেননি যে, 'যা সাধারণতঃ তারা প্রকাশ করে।' আর তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, মহান আল্লাহ মহিলাকে তার সকল প্রকার সৌন্দর্য গোপন করতে আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং সে তাই

করবে। অবশ্য যা আপনা-আপনি প্রকাশ হয়ে পড়ে, যা প্রকাশ হয়ে পড়াতে তার নিজস্ব কোন এখতিয়ার থাকে না, যা প্রকাশ করতে সে বাধ্য হয়, যা গোপন করা আদৌ সম্ভব নয়, যা ইচ্ছা করলেও গোপন করা যায় না, তা অনিচ্ছাকৃত প্রকাশ হয়ে পড়লে তার কোন অপরাধ হবে না।

আরো স্পষ্ট করার জন্য বলতে হয় যে, মহিলার সৌন্দর্য দুই প্রকার ঃ-

প্রথম প্রকার সৌন্দর্য ঃ যা সে গোপন করতে আদিষ্ট হয়েছে, চাহে তা দৈহিক সৌন্দর্য হোক অথবা আলংকারিক সৌন্দর্য হোক। সে যদি তা গোপন করতে ত্রুটি করে অথবা ইচ্ছা ক'রে প্রকাশ করে, তাহলে সে গোনাহগার হবে।

দ্বিতীয় প্রকার সৌন্দর্য ঃ যা গোপন করা সম্ভব নয় অথবা গোপন করা সম্ভব, কিন্তু অনিচ্ছাকৃত তা প্রকাশ হয়ে যায় অথবা মনের অজান্তেই তা প্রকাশ হয়ে পড়ে অথবা মহিলা প্রয়োজনে তা প্রকাশ করতে বাধ্য হয়, মহিলা নিজে তা প্রকাশ করে না, বরং সৌন্দর্য আপনা-আপনিই প্রকাশ হয়ে পড়ে অথবা প্রয়োজন তাকে খুলতে বাধ্য করে, তাহলে সে ক্ষেত্রে সে গোনাহগার হবে না। এই শ্রেণীর সৌন্দর্যের কথাই মহান আল্লাহ 'যা সাধারণতঃ প্রকাশ থাকে' বলে ব্যক্ত করেছেন। যেহেতু তিনি অন্যত্র বলেছেন,

[لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا] (٢٨٦) سورة البقرة

অর্থাৎ, আল্লাহ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন না। *(বাক্বারাহ ঃ ২৮৬)*

এই প্রয়োজন বা অক্ষমতার কথা যেহেতু কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন হতে পারে, সেহেতু আয়াতে তা অস্পষ্টই রাখা হয়েছে। আর তাতেই রয়েছে উম্মাহর জন্য সহজতা ও প্রশস্ততা।

বলা বাহুল্য, মহিলা যে কাপড় দিয়ে নিজেকে গোপন করবে, তাতে যদি কোন অনিচ্ছাকৃত সৌন্দর্য থাকে অথবা হাওয়া ইত্যাদির কারণে দেহের কোন অংশ থেকে বাহ্যিক আবরণ সরে যায় অথবা বিবাহের পূর্বে বর কনেকে এক নজর দেখে নিতে চায় অথবা চিকিৎসককে কোন অঙ্গ দেখানো প্রয়োজন হয় অথবা শনাক্ত ও পরিচয় তাকীদ করার জন্য কারো নিকট চেহারা দেখাতে হয়, তাহলে সে সকল ক্ষেত্রে মহিলার কোন গোনাহ হবে না।

সুতরাং স্পষ্ট হল যে, 'যা সাধারণতঃ প্রকাশ থাকে' তার অর্থ 'চেহারা ও হাত' অথবা 'আংটি, চুড়ি, সুর্মা, কলপ' ইত্যাদি নির্দিষ্ট করা শুদ্ধ নয়। বিধায় অপ্রয়োজনে তা ইচ্ছাকৃত বের ক'রে রাখা মহিলার জন্য বৈধ নয়।

দ্বিতীয় দলীল

মহান আল্লাহ বলেছেন,

[وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ]

অর্থাৎ, তোমরা তাদের নিকট হতে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল হতে চাও। এ বিধান তোমাদের এবং তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র। *(আহযাব ঃ ৫৩)*

লক্ষণীয় যে, 'কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল হতে চাও।' তার মানে বিনা পর্দায় তাদের কাছে কিছু চেয়ো না। নেপথ্য থেকে তাদের কথা শোনো। আর তার মানেই হল চেহারা দেখানোও বৈধ নয়। কারণ, তা হলে তো 'পর্দার অন্তরাল হতে চাও' এ কথার কোন অর্থ অবশিষ্ট থাকে না। চেহারা যদি অপরকে দেখানোই যাবে, তাহলে আবার অন্তরাল বা আড়াল কীসের থাকবে?

আর পর্দার এই বিধান পুরুষ-মহিলা সকলের মনের জন্য অধিকতর পবিত্র। যেহেতু বেপর্দায় দেখা-সাক্ষাতে মনের মাঝে নানা কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে মনে নোংরা চিন্তা স্থানলাভ করে। আর তার ফলে মন অপবিত্র হয়ে যেতে পারে। মানুষের মন হাল্‌কা তুলোর মতো, কখন কোন্ দিকে হাওয়া লেগে উড়ে যায় কেউ জানে না। মানুষের মন কচুর পাতার উপর এক বিন্দু পানির মতো, হাওয়ার দোলাতে কখন কোন্ দিকে গড়িয়ে যায় কেউ বলতে পারে না। মানুষের মন বড় মন্দপ্রবণ। কেউ নিজের মনকে পবিত্র ভাবতে পারে না।

এই জন্য কোন ফিরিশ্‌তা মনের পুরুষ হলেও তাকে পর্দা করতে হবে। সাহাবারা ছিলেন সবচেয়ে বেশি পবিত্র মনের অধিকারী, তাদেরকেই যদি পর্দার বিধান মান্য করতে বলা হয়, তাহলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষদের ক্ষেত্রে সে বিধান মেনে চলা কত বড় জরুরী, তা অনুমেয়।

তৃতীয় দলীল

মহান আল্লাহ বলেন,

[وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ] (٣١) سورة النور

অর্থাৎ, তারা তাদের বক্ষঃস্থল যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত রাখে।

তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগিনী পুত্র, তাদের নারীগণ, নিজ অধিকারভুক্ত দাস, যৌনকামনা-রহিত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারও নিকট তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন এমন সজোরে পদক্ষেপ না করে, যাতে তাদের গোপন আভরণ প্রকাশ পেয়ে যায়। হে মু'মিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। *(নূরঃ ৩১)*

লক্ষণীয় যে, মহান আল্লাহ মহিলাদেরকে আদেশ করেছেন, তারা যেন তাদের মাথার উপর থেকে ওড়নাকে নিজেদের বক্ষঃস্থলে নামিয়ে নেয়। 'খুমুর' বা 'খিমার' মানে মাথা ঢাকার কাপড়। অর্থাৎ, যে কাপড় দিয়ে মাথা ঢাকবে, সেই কাপড়ের কিছু অংশ যেন বুককেও ঢেকে নেয়। এর মানে অবশ্যই এই নয় যে, মাথায় ওড়না বা কাপড় না রেখে কেবল ভাঁজ ক'রে বুকের ওপর চাপিয়ে নেয়, যেমন বর্তমানের আধুনিকারা কুরআনের আদেশ-বিরোধী আচরণ প্রদর্শন ক'রে নিজেদের মাথার ওড়নাকে কেবল বুকের ওপর সরু বা চিকন ক'রে চাপিয়ে রাখে!

সুতরাং মাথার উপর থেকে যখন বুকের উপর ওড়না রাখতে হবে, তখন চেহারা কি বাদ যাবে? কক্ষনই না।

যদি বলেন, 'আল্লাহ তো বুকের উপর ওড়না রাখতে বলেছেন, মুখের উপরে নয়। সুতরাং চেহারা ঢাকা জরুরী নয়।'

কিন্তু তাহলে আল্লাহ তো ঘাড়, বাজু ইত্যাদি ঢাকার কথাও বলেননি, তা বলে কি তা বের ক'রে রাখা বৈধ মহিলার জন্য? কক্ষনই না।

মহান আল্লাহ যখন মহিলাকে গলার নিচের অংশ ঢাকতে আদেশ করলেন, তখন সেই ঢাকাতে চেহারা বাদ যাবে কেন? চেহারাই তো রূপের মাপকাঠি। কেউ সুন্দরী হলে চেহারা দিয়েই হয়। চেহারাই সৌন্দর্যের আধার। রূপ বিচারের সময় চেহারাই দর্শনীয়। সুতরাং তা হিজাবের বাইরে যাবে কেন?

লক্ষণীয় যে, মহান আল্লাহ উক্ত আয়াতের শেষে বলেছেন,

[وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ] (٣١) سورة النـور

অর্থাৎ, হে মু'মিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন (তওবা) কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। *(নূরঃ ৩১)*

সুতরাং সেই যুবতীরা তওবা কর, যারা এখনো আল্লাহর অবাধ্যতায় দিবারাত্রি অতিবাহিত ক'রে চলেছ।

সেই মহিলারা তওবা কর, যারা এখনো অপরের বোরকা পরা দেখে

নিজেদের দেহে গরম লাগা অনুভব কর।

সেই পুরুষ ও মহিলা তওবা কর, যারা এখনো পর্দা ও বোরকা নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কর।

সেই তরুণীরা তওবা কর, যারা এখনো বিনা পর্দায় নিজেদের রূপ-সৌন্দর্য প্রদর্শন ক'রে বেড়াও।

আরে তোমার রূপ আর কত দিনকার? ফোটা ফুলের মতো তোমার রূপের বাহার কত দিনকার? একদিন আসবে, যেদিন তোমার রূপ ফুলের মতোই ঝলসে যাবে। সুতরাং সেই রূপ, সেই যৌবনের বাহার কেবল তোমার স্বামীকে উপহার দাও। স্বামী না থাকলে বেহেশ্তী স্বামীর জন্য গোপন রাখ। তুমি কি বেহেশ্তী নারী হতে চাও না? তুমি কি চাও না বেহেশ্তে তোমার চির সুখের বাসা হোক? এ দুনিয়া আর কয় দিনকার? এ দুনিয়াকে প্রাধান্য দেবে কেন? মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿ فَأَمَّا مَنْ طَغَى (٣٧) وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (٣٨) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى (٣٩) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (٤٠) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ﴾ (٤١)

অর্থাৎ, সুতরাং যে সীমালংঘন করেছে এবং পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে, জাহীম (জাহান্নাম)ই হবে তার আশ্রয়স্থল। পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রেখেছে এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রেখেছে, জান্নাতই হবে তার আশ্রয়স্থল। *(নাযিআত ঃ ৩৭-৪১)*

চতুর্থ দলীল

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللاَّتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (النور: ٦٠).

অর্থাৎ, বৃদ্ধ নারী; যারা বিবাহের আশা রাখে না, তাদের জন্য অপরাধ নেই; যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না ক'রে তাদের বহির্বাস খুলে রাখে। তবে এ থেকে তাদের বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। *(নূরঃ ৬০)*

লক্ষণীয় যে, যে মহিলারা বিবাহের আশা রাখে না, অর্থাৎ তাদের এই কামনা নেই যে, তারা স্বামী গ্রহণ করবে অথবা পুরুষরা তাদেরকে দেখে এ কামনা করে না যে, তারা তাদেরকে স্ত্রী বানাবে, কিংবা বৃদ্ধা হয়ে যাওয়ার ফলে যে মহিলাদের মনে যৌন অনুভূতি লুপ্ত হয়ে গেছে, তারা যদি বহির্বাস (বোরকা-চাদর) খুলে রাখে, তাহলে দোষ বা গোনাহ হবে না।

আর তার মানেই হল, যাদের মনে অনুরূপ আশা আছে অথবা যাদের

ব্যাপারে অনুরূপ আশা করা যায়, তারা তাদের বহির্বাস খুলে রাখলে দোষ বা গোনাহ আছে।

তবুও বৃদ্ধার ক্ষেত্রে শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করবে না। চাদর বা বোরকা পরা ওয়াজেব নয় বলে বৃদ্ধা চোখে কাজল, ঠোঁটে ঠোঁট-পালিশ ইত্যাদি প্রসাধনী লাগিয়ে প্রসাধিকা সাজতে পারে না। ব্রা দিয়ে বক্ষঃস্থল উঁচু ক'রে প্রদর্শন করতে পারে না। অথবা এমন লেবাস পরতে পারে না, যাতে পুরুষের চোখে আকর্ষণীয়। বলা বাহুল্য বৃদ্ধার ক্ষেত্রে যদি এমন শর্ত হয়, তাহলে যুবতীর ক্ষেত্রে তার কতটা গুরুত্ব থাকতে পারে, যাকে বহির্বাস পরিধান করতে আদেশ করা হয়েছে?

পঞ্চম দলীল

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنْ النِّسَاءِ إِنْ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً * وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى﴾ (الأحزاب:٣٢-٣٣)

অর্থাৎ, হে নবী-পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়। আর তোমরা সদালাপ কর। (স্বাভাবিকভাবে কথা বল।) তোমরা স্বগৃহে অবস্থান কর এবং (প্রাক-ইসলামী) জাহেলী যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন ক'রে বেড়িয়ো না। *(আহযাব ঃ ৩২-৩৩)*

লক্ষণীয় যে, আল্লাহ তাআলা যেরূপভাবে নারী জাতির দেহ-বৈচিত্রে পুরুষের জন্য যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন (যা থেকে হেফাযতের বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে নারী পুরুষের জন্য ফিতনার কারণ না হয়ে পড়ে।) অনুরূপভাবে তিনি নারীদের কণ্ঠস্বরেও প্রকৃতিগতভাবে মন কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা, কোমলতা ও মধুরতা রেখেছেন, যা পুরুষকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে থাকে। সুতরাং সেই কণ্ঠস্বর ব্যবহার করার ব্যাপারেও এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, পরপুরুষের সাথে বাক্যালাপের সময় মহিলা ইচ্ছাপূর্বক এমন কণ্ঠ ব্যবহার করবে, যাতে কোমলতা ও মধুরতার পরিবর্তে সামান্য শক্ত ও কঠোরতা থাকে। যাতে ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরবিশিষ্ট লোক কণ্ঠের কোমলতার কারণে তাদের দিকে আকৃষ্ট না হয়ে পড়ে এবং তাদের মনে কুবাসনার সঞ্চার না হয়।

'যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর' বলে আল্লাহ তাআলা ইঙ্গিত করেছেন

যে, এই কথা এবং অন্যান্য নির্দেশাবলী যা বর্ণনা করা হয়েছে, তা মুত্তাক্বী নারীদের জন্য (যারা আল্লাহকে ভয় করে)। কারণ তাদেরই আশঙ্কা থাকে যে, যাতে তাদের আখেরাত বরবাদ না হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যাদের হৃদয় আল্লাহর ভয়শূন্য, তাদের সাথে এই নির্দেশাবলীর কোন সম্পর্ক নেই। তারা কখনোও এর পরোয়া করবে না।

'তোমরা স্বগৃহে অবস্থান কর' এবং প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বাইরে যেও না। এতে পরিষ্কার ক'রে দেওয়া হয়েছে যে, নারীদের কর্ম রাজনীতি, দুনিয়া পরিচালনা ও পরিশ্রম-উপার্জন করা নয়। বরং তাদের প্রধান কাজ হল, ঘরের চার দেওয়ালের মাঝে সুরক্ষিত থেকে গৃহকর্ম দেখাশোনা করা।

'(প্রাক-ইসলামী) জাহেলী যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন ক'রে বেড়িয়ো না' বলে নারীদের ঘর থেকে বের হওয়ার আদব বর্ণনা করা হয়েছে যে, যদি প্রয়োজনে বাড়ি থেকে বের হতে হয়, তবে তারা যেন সাজসজ্জা ক'রে বাইরে না যায়, কিংবা এমনভাবে বের না হয়, যাতে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। যেমন বেপর্দা হয়ে যেন এমনভাবে বের না হয়, যাতে তাদের মাথা, চেহারা, ঘাড় ও বুক ইত্যাদি পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বরং সুগন্ধি ব্যবহার না ক'রে সাধারণ পোশাকে আবৃত হয়ে পর্দার সাথে যেন বের হয়। 'তাবার্রুজ'এর অর্থ হল বেপর্দা হওয়া, সৌন্দর্য প্রকাশ ও প্রদর্শন করা। ক্বুরআন এ কথা স্পষ্ট ক'রে দিয়েছে যে, 'তাবার্রুজ' (পর্দাহীনতা) হল জাহেলী যুগের প্রথা; যা ইসলামের পূর্বে ছিল এবং ভবিষ্যতে যখন তা বেছে নেওয়া হবে, তখন তা জাহেলী প্রথাই গণ্য হবে। তার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই, তাতে তার নাম যতই সুন্দর ও মনলোভা (নারী-স্বাধীনতা, নারী-প্রগতি, সভ্যতা ইত্যাদি) রাখা হোক না কেন। *(আহসানুল বায়ান)*

'তাবার্রুজ' মানে বেপর্দা, নগ্নতা, যদিও আধুনিক যুগের নগ্নতা দেখে জাহেলী যুগের মহিলারা লজ্জা পাবে। যেহেতু বর্তমান যুগের দৃষ্টি-আকর্ষক ও চিত্তাকর্ষী ফ্যাশান, নানা মোডেল ও 'সেক্সী' লেবাস জাহেলী যুগে ছিল না।

'তাবার্রুজ' ঃ নারীর দৈহিক সৌন্দর্য, যেমন চেহারা, ঘাড়, চুল, স্তন বা তার কিছু অংশ, গলার নিচের অংশ, পিঠ বা তার কিয়দংশ, পেট ও নাভির নিচের অংশ, জাং ও পায়ের রলা বা তার কিছু অংশ বের ক'রে রেখে পরপুরুষকে প্রদর্শন করা।

'তাবার্রুজ' ঃ চলার ভঙ্গিমাতে পরপুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। যৌনাবেদনময়ী ও লাস্যময়ীর ভঙ্গিতে চলাফেরা করা।

'তাবার্রুজ' ঃ সেন্ট ব্যবহার ক'রে, বাজনাদার অলংকার পরে বাইরে যাওয়া।

'তাবার্‌রুজ' ঃ পাতলা, খাটো বা টাইটফিট লেবাস পরে বাইরে যাওয়া।

'তাবার্‌রুজ' ঃ নানা প্রসাধন ও রঙে রঞ্জিত হয়ে দৃষ্টি-আকর্ষক পোশাক পরে বাইরে যাওয়া। বেলেল্লাপনা, বেহায়াপনা, অসংযত ও বেসামাল পোশাক পরে বাইরে যাওয়া।

জ্ঞাতব্য যে, উক্ত আয়াত উম্মুল মু'মিনীনদের ব্যাপারে হলেও উম্মাহর সকল মহিলাই উদ্দিষ্ট। সর্বশ্রেষ্ঠ অসাধারণ মহিলাদেরকে যদি এই আদেশ দেওয়া হয়, তাহলে সাধারণ মহিলাদেরকে এ আদেশ অবশ্যই করা হয়েছে। কারণ তাদের মধ্যেই হৃদয়ের ঈমান, তাক্বওয়া ও পবিত্রতা কম। যেমন উক্ত আয়াতে তাঁদেরকে নামায কায়েম করতে, যাকাত দিতে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে, যে আদেশ সকল মহিলার জন্য ব্যাপক। তাছাড়া মহান আল্লাহ বলেন,

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا﴾ (٢١) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর (চরিত্রের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। *(আহযাব ঃ ২১)*

সুতরাং প্রত্যেক মু'মিন ও মু'মিনার জন্য আল্লাহর রসূল ﷺ ও তাঁর পত্নীগণ একমাত্র আদর্শ। মুসলিম মহিলারা পর্দা ও পরহেযগারীতে তাঁদেরই অনুসরণ করবে।

তাছাড়া পরবর্তী দলীলে সকলের জন্য আম আদেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে কারো কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

ষষ্ঠ দলীল

মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً﴾ (الأحزاب:٥٩).

অর্থাৎ, হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মু'মিনদের রমনীগণকে বল, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের (মুখমন্ডলের) উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে; ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। *(আহযাব ঃ ৫৯)*

লক্ষণীয় যে, উক্ত আয়াতে পর্দার কারণ ও যৌক্তিকতা বর্ণনা করা হয়েছে যে, "এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে; ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা

হবে না।"

যেহেতু জাহেলী যুগের লম্পটরা সাধারণতঃ দাসীদের সাথে 'ইভটিজিং' করত। তাই মহান আল্লাহ স্বাধীন মহিলাদেরকে পর্দার নির্দেশ দিলেন। যাতে তাদের সাথেও ইভটিজাররা অনুরূপ আচরণ না করতে পারে।

বলা বাহুল্য, পর্দা হল ভদ্র মহিলার চিহ্ন, দাসীর চিহ্ন নয়। সুতরাং কবির নিম্নের কথা কুরআন-বিরোধী ঃ-

'আপনারে আজ প্রকাশের তব নাই সেই ব্যাকুলতা,
আজ তুমি ভীরু আড়ালে থাকিয়া নেপথ্যে কও কথা!
চোখে চোখে আজি চাহিতে পার না; হাতে রুলি, পায়ে মল,
মাথার ঘোমটা, ছিঁড়ে ফেল নারী, ভেঙ্গে ফেল ও শিকল!
যে ঘোমটা তোমা' করিয়াছে ভীরু ওড়াও সে আবরণ!
দূর ক'রে দাও দাসীর চিহ্ন আছে যত আভরণ!'

মুসলিম মহিলার উচিত, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুসরণ করা, কোন কবির অনুসরণ করা তাদের মোটেই উচিত নয়। যেহেতু এই শ্রেণীর কবিতার কবিদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ একটি বাস্তব কথা বলেছেন,

﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ (٢٢١) تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (٢٢٢) يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ (٢٢٣) وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (٢٢٤) أَلَمْ تَرَى أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (٢٢٥) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ﴾ (٢٢٦) الشعراء

অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে জানাব কি, কার নিকট শয়তান অবতীর্ণ হয়? ওরা তো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেকটি ঘোর মিথ্যাবাদী পাপিষ্ঠের নিকট। ওরা কান পেতে থাকে এবং ওদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী। আর কবিদের অনুসরণ করে বিভ্রান্ত লোকেরা। তুমি কি দেখ না, ওরা লক্ষ্যহীনভাবে সকল বিষয়ে কল্পনাবিহার ক'রে থাকে? এবং তা বলে, যা করে না। *(সূরা শুআরা ২২১-২২৬ আয়াত)*

অবশ্য কবির কথার উপর আমল ক'রে 'স্মার্ট' হওয়া যাবে, 'প্রগতিশীলা' (আসলে দুর্গতিশীলা) হওয়া যাবে, 'আলোকপ্রাপ্তা' (আসলে নেংটা) হওয়া যাবে। আর ধর্মনিরপেক্ষ (ধর্মহীন)দের নিকট থেকে প্রচুর প্রশংসা কুড়ানো যাবে, চাকরি ও সুখের ঘর পাওয়া যাবে। অবশ্য আল্লাহর কাছে পাওয়া যাবে 'লাল-ঘর'। সুতরাং যারা পরকালের তোয়াক্কা করে না, তাদের পর্দা মেনে কী লাভ?

উক্ত আয়াত পর্দার অন্যান্য আয়াতের ব্যাখ্যা দান করে। যেহেতু ইতিপূর্বে মু'মিন নারীদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, "তোমরা স্বগৃহে অবস্থান কর।" পুরুষদেরকে বলা হয়েছে যে, "হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের অনুমতি না

দেওয়া হলে নবী-গৃহে প্রবেশ করো না।” “তোমরা তার পত্নীদের নিকট হতে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল হতে চাও।” অর্থাৎ দেওয়াল, দরজা বা ঝাঁপের আড়াল থেকে চাও। আর এ সকল নির্দেশ বাড়ির ভিতরকার। এখন প্রশ্ন হবে, তাহলে মহিলারা বাড়ির বাইরে গেলে কী করবে? এই প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া হয়েছে উক্ত আয়াতে। বলা হয়েছে, তারা তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের (মুখমন্ডলের) উপর টেনে দেবে। আর এর ফলে ঘরে-বাইরে উভয় ক্ষেত্রে পর্দার বিধান বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়েছে।

উক্ত আয়াতে ভাববার বিষয় রয়েছে যে, মহান আল্লাহ ‘তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের (মুখমন্ডলের) উপর টেনে দেয়।’ এ কথা বলেননি যে, তারা যেন ‘জিলবাব, হিজাব, বোরকা বা চাদর’ পরে। কারণ পরার চাইতে আরো অতিরিক্ত কর্ম হল, জিলবাব বা চাদরের কিয়দংশ (চেহারার উপর) টেনে নেওয়া।

আবীদাহ সালমানী ‘টেনে নেওয়া’র ব্যাখ্যায় বলেছেন, ‘মাথার উপর থেকে চেহারার দিকে টেনে নেবে, যাতে (একটা) চোখ ছাড়া আর কিছু দেখা না যায়।’

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেছেন, ‘আল্লাহ মুমিন মহিলাদেরকে এই আদেশ দিয়েছেন যে, তারা যখন কোন প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে যাবে, তখন তাদের মাথার উপর থেকে চাদর ফেলে মুখমন্ডলকে ঢেকে নেবে এবং কেবল একটি চোখ বের ক’রে রাখবে।’ *(ত্বাবারী, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মার্দাওয়াইহ)*

সপ্তম দলীল

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللهَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً﴾ (الأحزاب:٥٥)

অর্থাৎ, তাদের জন্য তাদের পিতৃগণ, পুত্রগণ, ভ্রাতৃগণ, ভ্রাতুষ্পুত্রগণ, ভগিনীপুত্রগণ, (বিশ্বাসী) নারীগণ এবং তাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীগণের ব্যাপারে এ (পর্দা) পালন না করা অপরাধ নয়। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত কিছু প্রত্যক্ষ করেন। *(আহযাব ঃ ৫৫)*

লক্ষণীয় যে, মহান আল্লাহ উল্লিখিত আত্মীয়গণের ক্ষেত্রে ‘পর্দা পালন না করা অপরাধ নয়’ বলেছেন। আর তার মানেই হল, উল্লিখিত লোকদের ছাড়া অন্য লোকেদের ক্ষেত্রে পর্দা পালন না করা অপরাধ।

যেমন সূরা নূরেও মহান আল্লাহ পর্দার বিধানে ব্যতিক্রম কিছু মানুষের

কথা উল্লেখ ক’রে বলেছেন, “তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগিনী-পুত্র, তাদের নারীগণ, নিজ অধিকারভুক্ত দাস, যৌনকামনা-রহিত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারও নিকট তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।”

সুতরাং কোন মু’মিন নারীর জন্য উক্ত পুরুষগণ ছাড়া অন্যের সামনে বেপর্দা হওয়া বৈধ নয়।

আয়াতের শেষাংশে নারীদেরকে আল্লাহভীতির আদেশ দিয়ে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, যদি তোমাদের অন্তরে আল্লাহভীতি থাকে, তবে পর্দার যে আসল উদ্দেশ্য, (অন্তর ও চক্ষুর পবিত্রতা এবং ইজ্জতের হিফাযত) তা অবশ্যই সাধন হবে। এ ছাড়া শুধু বাহ্যিক পর্দা (যেমন লোক প্রদর্শনী পর্দা, সুনাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে, কাউকে ভয় বা লজ্জা ক’রে, ফ্যাশন মনে ক’রে, পরিবেশ ও পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়ে পর্দা) তোমাদেরকে পাপে লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচাতে পারবে না। যেহেতু “সংযমশীলতার লেবাসই সর্বোৎকৃষ্ট।” *(আ’রাফ ২৬ আয়াত)*

অষ্টম দলীল

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً﴾ (الإسراء: ٣٢)

অর্থাৎ, তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না, নিশ্চয় তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। *(বানী ইস্রাঈল ঃ ৩২)*

লক্ষণীয় যে, মহান আল্লাহ ব্যভিচারের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ, ব্যভিচারের যত রকম ভূমিকা ও সূত্রপাত আছে, সকল থেকে দূরে থাকতে হবে। আর যে মহিলা বেপর্দা থাকে, সে আসলে নিজের লজ্জাস্থান খুলে রাখে। সে আসলে ব্যভিচারের ভূমিকায় নিজের দেহের কিছু অংশকে লম্পট পুরুষের দৃষ্টির সামনে পেশ করে। বলা বাহুল্য, মহিলার বেপর্দার মাঝে রয়েছে ব্যভিচারের ছিদ্রপথ। আর তা বন্ধ করা দ্বীনদার মহিলার কর্তব্য। যাতে সে নিজে ব্যভিচার ও ধর্ষণের শিকারে পরিণত না হয়।

সুন্নাহ থেকে পর্দা ওয়াজেব হওয়ার দলীল

মহিলাদেরকে পর্দা করতে হবে, পর্দায় থাকতে হবে, বেপর্দা হওয়া যাবে না, সে ব্যাপারে সুন্নাহতে প্রায় চল্লিশটি দলীল আছে। তার কিছু নিম্নে উদ্ধৃত হল।

১। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ.

অর্থাৎ, ইহরাম-বাঁধা মহিলা মুখে নিকাব বাঁধবে না এবং হাতে দস্তানাও পরবে না। *(আহমাদ, বুখারী ১৮৩৮নং)*

লক্ষণীয় যে, হজ্জ-উমরাহ করতে গেলে মহিলা যখন ইহরাম বাঁধবে, তখন সে যে কোন কাপড়েই বাঁধতে পারে। কিন্তু মুখে পর্দার কাপড় বাঁধতে এবং হাতে দস্তানা পরতে পারবে না।

আর তার মানে হল, সে কালের মহিলারা পর্দার জন্য মুখে নিকাব ও হাতে দস্তানা ব্যবহার করত। অর্থাৎ, পর-পুরুষকে মুখ-হাত না দেখানোর রেওয়াজ নবী ﷺ-এর যুগে ছিল। তাই ইহরামের সময় তা নিষিদ্ধ হয়ে গেল।

তা বলে তার মানে এই নয় যে, ইহরাম অবস্থায় পর্দা নেই। বরং পর-পুরুষ সামনে এলে সে সময়েও মুখে পর্দা ফেলে নেবে মহিলারা; হয় ওড়না দিয়ে, না হয় মুখ-মাথা গোপন করার ডবল-নেট-ওয়ালা কাপড় দিয়ে।

যেমন পুরুষদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, তারা ইহরাম অবস্থায় পায়জামা পরবে না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তারা নেংটা হয়ে ইহরাম বাঁধবে। বরং তারা লুঙ্গি বা চাদর পরবে।

২। মা আয়েশা বলেন,

كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا إِلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ.

অর্থাৎ, 'কাফেলা আমাদের সামনে বেয়ে পার হত, তখন আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে ইহরাম অবস্থায় থাকতাম। তারা যখন আমাদের সামনাসামনি হত, তখন আমাদের প্রত্যেকে তার চাদরকে মাথার উপর থেকে চেহারায় টেনে নিত। তারপর তারা পার হয়ে গেলে আমরা চেহারা খুলে নিতাম।' *(আহমাদ ৬/৩০, আবূ দাউদ ১৮৩৩, বাইহাক্বী ৫/৪৮, ইবনে খুযাইমাহ ৪/২০৪)*

৩। ফাত্বিমাহ বিন্তিল মুনযির বলেন,

كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ.

অর্থাৎ, আসমা বিন্তে আবী বাক্র সিদ্দীকের সাথে ইহরাম অবস্থায় আমরা আমাদের চেহারা ঢাকতাম। *(মুঅত্ত্বা মালেক ২/৩২৮, ইবনে খুযাইমাহ ৪/২০৪, হাকেম ১/৪৫৪)*

৪। মহানবী ﷺ বলেন,

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَإِنَّهَا أَقْرَبُ مَا يَكُونُ إِلَى اللهِ وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا.

অর্থাৎ, মেয়ে মানুষের সবটাই লজ্জাস্থান (গোপনীয়)। আর সে যখন বের হয়, তখন শয়তান তাকে পুরুষের দৃষ্টিতে সুশোভন ক'রে তোলে। সে আল্লাহর বেশি নিকটবর্তী থাকে, যখন সে নিজ বাড়ির ভিতরে থাকে।" *(তিরমিযী ১১৭৩, ইবনে খুযাইমাহ ৩/৯৩, ইবনে হিব্বান ৫৫৯৯, বায্যার ২০৬১, মিশকাত ৩১০৯ নং)*

লক্ষণীয় যে, মহিলার সারা দেহটাই লজ্জাস্থান। তার সারা দেহটাই মোহনীয়, তাই সে মোহিনী, তার সারা দেহটাই কমনীয়, তাই সে কামিনী, তার সারা দেহটাই রমণীয়, তাই সে রমণী। তাকে দেখে পুরুষ লালায়িত হয়, তাই সে ললনা। যখন সে সামনের দিকে আসে, তখন পুরুষ তার চেহারা ও বক্ষঃস্থলের প্রতি সকাম দৃকপাত করে, আর যখন পেছন ফিরে যায়, তখন তার নিতম্বের প্রতি সকাম দৃষ্টি রাখে।

তাই 'ইস্তাশরাফাহাশ শাইত্বান' মানে হল, (জ্বিন) শয়তান তাকে পুরুষের চোখে শোভনীয়া ক'রে তোলে এবং তার সম্বন্ধে পুরুষের মনে নানা কামনা ও বাসনা জাগ্রত করে।

অথবা (মনুষ্য) শয়তান তার প্রতি সকাম গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তার দেহ নিয়ে কল্পনা জগতে পাড়ি দেয়। কখনো বাস্তব জগতে ফিরে এসে 'ইভটিজিং' করে। কেউ তাকে পেতে কামনা করে। কেউ বলে, 'বেল পাকলে কাকের কী?'

স্বামীর সঙ্গে যেতে দেখে বলে, 'দেখছ কী ভ্যালভ্যাল, যার সরষে তার তেল!' আর সুন্দরীকে অসুন্দর স্বামীর সাথে যেতে দেখে বলে, 'কাকের ঠোঁটে আঙ্গুর! পাকা আম দাঁড়কাকে খায়!'

তাই নারীর জন্য সৃষ্টিকর্তার বিধান এল পর্দার। আর পুরুষের প্রতি নির্দেশ এল,

[قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ] (٣٠) سورة النور

অর্থাৎ, মু'মিনদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের যৌন অঙ্গকে সাবধানে সংযত রাখে; এটিই তাদের জন্য অধিকতর

পবিত্র। ওরা যা করে, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। *(নূর ঃ ৩০)*

মহানবী ﷺ বলেছেন, "একবার নজর পড়ে গেলে আর দ্বিতীয়বার তাকিয়ে দেখো না। প্রথমবারের (অনিচ্ছাকৃত) নজর তোমার জন্য বৈধ। কিন্তু দ্বিতীয়বারের নজর বৈধ নয়। *(আহমাদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, হাকেম, সহীহুল জামে' ৭৯৫৩ নং)*

পূর্বোক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, মহিলার পুরো দেহটাই ইজ্জত, শরমগাহ, লজ্জাস্থান বা গোপনীয় জায়গা। পর-পুরুষের দৃষ্টি হতে তা গোপন করা ফরয। অবশ্য নামাযে হাত ও মুখমন্ডল (মতান্তরে পায়ের পাতা) বের ক'রে রাখা জায়েয। এ ছাড়া যদি অন্য কোন অঙ্গ নামাযের মধ্যে বের হয়ে যায়, তাহলে নামায বাতিল গণ্য হয়।

ইবনুল কাইয়েম (রঃ) বলেন, '(মহিলার) গোপনাঙ্গ দুই রকমের; এক নামাযের গোপনাঙ্গ, দুই দৃষ্টির গোপনাঙ্গ। সুতরাং স্বাধীন মহিলার জন্য দুই হাত ও মুখমন্ডল খোলা রেখে নামায পড়া বৈধ। কিন্তু বাজার বা লোকালয়ে অনুরূপ যাওয়া বৈধ নয়।' *(ই'লামুল মুঅক্কিঈন ২/৮০)*

অর্থাৎ, পর-পুরুষের দৃষ্টিতে মহিলার সারা দেহ গোপনাঙ্গ। নামাযে তা নয়। যেমন মাহারেম (যাদের সাথে পর্দা নেই তাদের) দৃষ্টিতেও তার সারা দেহটাই গোপনাঙ্গ নয়।

৫। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন,

يَرْحَمُ اللهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلَ لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ شَقَقْنَ أَكْنَفَ - أو أَكْثَفَ - مُرُوطِهِنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا.

অর্থাৎ, পূর্বের মুহাজির মহিলাদের প্রতি আল্লাহ রহম করেন। (সূরা নূরের ৩১নং) আয়াত অবতীর্ণ হলে তারা তাদের পরিধেয় কাপড়সমূহের মধ্যে সবচেয়ে মোটা কাপড়টিকে ছিঁড়ে মাথার ওড়না বানিয়ে মাথা (ঘাড়-গলা-বুক-মুখ) ঢেকেছিল। *(আবূ দাঊদ ৪১০২নং)*

৬। উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন,

لَمَّا نَزَلَتْ ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ﴾ خَرَجَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانُ مِنَ الأَكْسِيَةِ.

অর্থাৎ, (সূরা আহযাবের ৫৯নং) আয়াত অবতীর্ণ হলে (মদীনার) আনসারদের মহিলারা যখন বের হল, তখন তাদের মাথায় (কালো) চাদর (বা মোটা ওড়না) দেখে মনে হচ্ছিল, যেন ওদের মাথায় কালো কাকের ঝাঁক বসে আছে! *(আবূ দাঊদ ৪১০১ নং)*

সে যুগে বর্তমানের বোরকা প্রচলিত না থাকলেও ওড়না বা চাদর মাথায়

রেখে মহিলারা নিজেদের মুখ ও বুক ঢেকে রাখত। মুখে এমনভাবে ঘোমটা টেনে নিত, যাতে একটি চোখ ছাড়া অন্য কিছু দেখা যেত না।

৭। মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর চরিত্রে কলঙ্ক দেওয়ার ঘটনা বর্ণনা ক'রে বলেন,

....وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي وَ وَاللهِ مَا تَكَلَّمْنَا بِكَلِمَةٍ وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ.....

অর্থাৎ, ...সাফওয়ান বিন মুআত্ত্বাল সুলামী অতঃপর যাকওয়ানী সেনাদলের শেষ অংশে ছিলেন। (তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন অথবা পশ্চাতে পড়ে থাকা বস্তুর খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য সেনাবাহিনীর পিছনে থাকার কাজে নিয়োজিত ছিলেন।) সকালে তিনি আমার অবস্থান-ক্ষেত্রে এসে কোন ঘুমন্ত মানুষের কালো আকৃতি দেখতে পেলেন। তিনি আমাকে দেখামাত্র চিনে ফেললেন। কারণ, পর্দার নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। অতঃপর আমাকে চিনতে পারার ফলে তাঁর 'ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রা-জিঊন' পাঠ করার শব্দে আমি জেগে গেলাম। সাথে সাথে আমি আমার চাদর দিয়ে নিজ চেহারা ঢেকে নিলাম। আল্লাহর কসম! আমরা একটি কথাও বলিনি। আর আমি তাঁর নিকট থেকে 'ইন্না লিল্লাহ......' পাঠ ছাড়া অন্য কিছু শুনিনি.......। *(বুখারী ৪১৪১নং)*

৮। মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন,

خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَمَا ضُرِبَ الْحِجَابُ لِحَاجَتِهَا وَكَانَتْ امْرَأَةً جَسِيمَةً لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَا سَوْدَةُ أَمَا وَاللهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا، فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ، قَالَتْ: فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِي وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ، فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي، فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا، قَالَتْ: فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ.

অর্থাৎ, পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর এক রাত্রে সাওদা নিজের প্রয়োজনে বাইরে গেলেন। তিনি দীর্ঘকায় মহিলা ছিলেন, যে তাঁকে চিনত, তার কাছে (তাঁর পরিচয়) গোপন থাকত না। তখন উমার বিন খাত্ত্বাব তাঁকে দেখলেন এবং বললেন, 'হে সাওদা! আল্লাহর কসম! তোমার

পরিচয় আমাদের অজানা নয়। সুতরাং তুমি ভেবে দেখ, তুমি কীভাবে বের হচ্ছ?' (আয়েশা বলেন,) সুতরাং তিনি ফিরে গেলেন। আল্লাহর রসূল ﷺ আমার ঘরে ছিলেন। তিনি রাতের খাবার খাচ্ছিলেন। তাঁর হাতে ছিল এক টুকরা (গোশ্ত-ওয়ালা) হাড্ডি। তিনি প্রবেশ ক'রে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার কিছু (জরুরী) প্রয়োজনে বের হয়েছিলাম। কিন্তু উমার আমাকে এই এই কথা বললেন।'(আয়েশা বলেন,) সুতরাং আল্লাহ তাঁর প্রতি অহী অবতীর্ণ করলেন। অতঃপর অহীর অবস্থা দূরীভূত হল। তখনও হাড্ডি তাঁর হাতেই ধরা ছিল, রেখে দেননি। অতঃপর তিনি বললেন, "তোমাদের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা তোমাদের প্রয়োজনে বের হবে।" *(বুখারী ৪৭৯৫নং)*

লক্ষণীয় যে, উমার ﷺ সাওদা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে তাঁর লম্বা দেহ দেখে চিনতে পেরেছিলেন, তাঁর চেহারা দেখে নয়। যেহেতু পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর তখনকার মহিলারা চেহারা ঢেকেই নিজেদের প্রয়োজনে বাইরে বের হতেন।

৯। উম্মে আতিয়্যাহ বলেন,

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِى الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاَةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِحْدَانَا لاَ يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ « لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا ».

'আমাদেরকে আল্লাহর রসূল ﷺ আদেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন কিশোরী, ঋতুমতী ও পর্দানশীন কুমারী মহিলাদেরকে ঈদুল ফিত্বর ও আযহাতে (ঘর থেকে ঈদগাহে) বের করি। তবে ঋতুমতী মহিলা নামাযের স্থান থেকে দূরে থাকবে। তারা অন্যান্য মঙ্গল ও মুসলিমদের দুআর জন্য উপস্থিত হবে।'

তিনি বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কারো কারো চাদর না থাকলে?' উত্তরে তিনি বললেন, "তার কোন বোন তাকে নিজ (অতিরিক্ত অথবা পরিহিত বড়) চাদর পরতে দেবে।" *(বুখারী ৩২৪, ৯৭৪, মুসলিম ৮৯০নং)*

জিলবাব বা চাদর কীভাবে পরতে হয়, তা আবীদাহ সালমানী বলেছেন, 'মাথার উপর থেকে (চেহারায় ঘোমটা) টেনে নেবে, যাতে চোখ ছাড়া কিছু দেখা না যায়।'

লক্ষণীয় যে, সে চাদর পরার নির্দেশ পর্দা করার জন্য ছিল, নামাযের জন্য নয়। যেহেতু ঋতুমতীও চাদর পরে ঈদগাহে বের হত; অথচ তার নামায ছিল না।

৯। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

« خَيْرُ نِسَائِكُمُ الْوَدُودُ الْوَلُودُ الْمُوَاتِيَةُ الْمُوَاسِيَةُ إِذَا اتَّقَيْنَ اللهَ وَشَرُّ نِسَائِكُمُ الْمُتَبَرِّجَاتُ الْمُتَخَيِّلاَتُ وَهُنَّ الْمُنَافِقَاتُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْهُنَّ إِلاَّ مِثْلُ الْغُرَابِ الأَعْصَمِ ».

অর্থাৎ, তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ স্ত্রী সে, যে প্রেমময়ী, অধিক সন্তানদাত্রী, যে (স্বামীর) সহমত অবলম্বন করে, (স্বামীকে বিপদে-শোকে) সান্ত্বনা দেয় এবং সেই সাথে আল্লাহর ভয় রাখে। আর তোমাদের সবচেয়ে খারাপ মেয়ে তারা, যারা বেপর্দা, অহংকারী, তারা কপট নারী, তাদের মধ্যে লাল রঙের ঠোঁট ও পা-বিশিষ্ট কাকের মত (বিরল) সংখ্যক বেহেশ্তে যাবে। *(বাইহাক্বী ৭/৮২, সিঃ সহীহাহ ১৮৪৯নং)*

লক্ষণীয় যে, বেপর্দা অহংকারী মেয়েকে সবচেয়ে খারাপ মেয়ে বলা হয়েছে। যারা বেপর্দায় থাকে তারা মুসলিম মহিলা হলেও তাদের মধ্যে মুনাফিক্বী গুণ রয়েছে। যেহেতু সাধারণতঃ মুনাফিক্ব বা কপট মেয়েরাই পর্দায় থাকতে চায় না। খাঁচায় যেমন পাখি থাকতে চায় না, বের হয়ে উড়ে যেতে চায়, মুনাফিক্ব যেমন মসজিদে থাকতে চায় না, বের হওয়ার জন্য ছটফট করে, মাছ যেমন পাড়ে থাকতে চায় না, পানিতে পড়ার জন্য তড়পাতে থাকে, মুনাফিক্ব মেয়েও তেমনি পর্দায় থাকতে চায় না। প্রশস্ত বাড়ি হলেও তার চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে তার দম বন্ধ হয়ে আসে। বোরকা বা চাদর পরলে গরমে ছট্ফট্ করে। পর্দাকে প্রগতির অন্তরায় ভাবে, সভ্যতার পরিপন্থী ধারণা করে। এমন মেয়েরা জান্নাতে যাবে না। অবশ্য তওহীদ ও অন্যান্য নেক আমলের গুণে কেউ গেলেও যেতে পারে, তবে তার সংখ্যা নেহাতই নগণ্য।

১০। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

« صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا ».

অর্থাৎ, দুই শ্রেণীর মানুষ জাহান্নামবাসী হবে যাদেরকে এখনো আমি দেখিনি। তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণী হল সেই লোক, যাদের সঙ্গে থাকবে গরুর লেজের মতো চাবুক; যার দ্বারা তারা লোকেদেরকে প্রহার করবে। আর দ্বিতীয় শ্রেণী হল সেই মহিলাদল, যারা কাপড় পরা সত্ত্বেও যেন উলঙ্গ থাকবে, এরা (পর পুরুষকে নিজের প্রতি) আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও (তার প্রতি) আকৃষ্ট হবে; তাদের মাথা হবে হিলে যাওয়া উটের কুঁজের মত। তারা জান্নাত প্রবেশ করবে না এবং তার সুগন্ধও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধ এত-এত দূরবর্তী স্থান হতে পাওয়া যাবে। *(মুসলিম ২১২৮নং)*

লক্ষণীয় যে, উক্ত হাদীসে এক শ্রেণীর বেপর্দা বেহায়া জাহান্নামী মহিলার কথা বলা হয়েছে। যাদের চরিত্র হবে ঃ-

(ক) তারা কাপড় পরা সত্ত্বেও যেন উলঙ্গ থাকবে, অর্থাৎ, তারা পাতলা অথবা (উপর দিক থেকে বা নিচের দিক থেকে) খোলা লেবাস পরিধান করবে। যার ফলে তাদের দেহের অনেকাংশ দেখা যাবে। যেমন বারো হাত শাড়ীতেও অনেক মহিলা নেংটা থাকে। পাতলা হওয়ার কারণে তাদের অন্তর্বাস ও দেহের অনেক কিছু দেখা যায়। অনেকের মাথা খোলা থাকে। অনেকের পেট-পিঠ, বরং নাভির নিচের অনেকাংশ উদম থাকে!

(খ) তারা (পর পুরুষকে নিজের প্রতি) আকৃষ্ট করে এবং নিজেরাও (তার প্রতি) আকৃষ্ট হয়। আকর্ষণকারী হাবভাবে, চালচলনে, ভঙ্গিতে-ইশারাতে, হাসি ও চাহনিতে, মোহনীয় কথা, গান, গজল ও কুরআন পাঠে (!) পর-পুরুষকে আকর্ষণ করে। তারা পর-পুরুষের সামান্য ইঙ্গিতে নিজেকে সঁপে দিতে চায়। যৌনাবেদনময়ী আচরণ প্রদর্শন করে।

উক্ত হাদীসে 'মাইলাত' (আকৃষ্টা)র ব্যাখ্যায় অনেকে বলেছেন, যারা মাথার একপাশে বাঁকা সিঁথি কাটে। যা সাধারণতঃ বেশ্যাদের অভ্যাস। *(শারহুন নওবী দ্রঃ)*

অনেকে বলেছেন, তার মানে তারা সৌন্দর্য-গর্ব ও প্রগল্‌ভতার সাথে হিলে-দুলে চলাফেরা করে।

কিছু মহিলা আছে, তারা পর্দায় থেকেও পর-পুরুষ আকর্ষণ করে। বাড়ির ছাদে, বারান্দায়, দরজায় বা জানালায় উঁকি-ঝুঁকি মেরে অথবা চেহারার ঘোমটা বা পর্দায় আধা পর্দা ক'রে অথবা জ্বলজ্বলে নেকাব পরে আজবভাবে আকর্ষণ করে। উর্দু কবি বলেন,

'সাফ দেখতী ভী নেহী, সামনে আতী ভী নেহী,
এহ ক্যায়সা পর্দা হ্যায় কে চিলমন সে লগে বয়ঠী হ্যায়।'

এরা মোহনীয় দৃষ্টিতে আড়-চোখে চোরা-চাহনিতে তাকিয়ে পুরুষকে আকর্ষণ করে। অথচ কাম-নজরে পর-পুরুষ দেখা নারীর জন্যও বৈধ নয়।

(গ) তাদের মাথা হয় হিলে যাওয়া উঁটের কুঁজের মতো। তারা মাথার উপরে খোঁপা বাঁধে। যাতে চুলের পরিমাণ বুঝিয়ে পর-পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। নিজের চুল কম থাকলে পরচুলা বেঁধেও খোঁপা মোটা দেখায়!

এর পরিণামে তারা পরকালে জাহান্নামী হবে। আর ইহকালে তারা অভিশপ্তা। প্রত্যেক মু'মিন তাদেরকে অভিশাপ দেয়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আমার শেষ যামানার উম্মতের মধ্যে কিছু এমন লোক হবে যারা ঘরের মত জিন্ (মোটর গাড়ি)তে সওয়ার হয়ে

মসজিদের দরজায় দরজায় নামবে। (গাড়ি করে নামায পড়তে আসবে।) আর তাদের মহিলারা হবে অর্ধনগ্না; যাদের মাথা কৃশ উটের কুঁজের মত (খোঁপা) হবে। তোমরা তাদেরকে অভিশাপ করো। কারণ, তারা অভিশপ্তা!---" *(আহমাদ, ২/২২৩, ইবনে হিব্বান, ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৬৮৩নং)*

১১। মহানবী ﷺ সেই মহিলাকে দেখার অনুমতি দিয়েছেন, যাকে বিবাহের পয়গাম দেওয়া হয়।

মুগীরা বিন শু'বাহ رضي الله عنه বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে এসে এক মহিলার কথা উল্লেখ করলাম, যাকে আমি বিবাহের প্রস্তাব দেব। তিনি বললেন, 'যাও, তুমি তাকে দেখে নাও। কারণ তা তোমাদের মাঝে প্রীতি সৃষ্টির বেশি অনুকূল।' সুতরাং আমি আনসারদের একটি মেয়ের ব্যাপারে তার বাপ-মাকে বিবাহের প্রস্তাব জানালাম এবং (দেখার ব্যাপারে) নবী ﷺ-এর কথা জানিয়ে দিলাম। কিন্তু তারা যেন দেখার ব্যাপারটা অপছন্দ করল। মেয়েটি (ভিতর থেকে) এ কথা শুনে বলল, 'যদি আল্লাহর রসূল ﷺ আপনাকে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন, তাহলে ঠিক আছে। তা না হলে আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি (আপনি আমাকে দেখতে চাইবেন না)। সুতরাং (অনুমতি হলে) আমি তাকে দেখলাম এবং বিবাহ করলাম। *(আহমাদ ৪/২৪৪, আঃ রায্যাক ১০৩৩৫, ইবনে আবী শাইবাহ ৪/৩৫৫, বাইহাক্বী ৭/৮৪, দারাকুত্বনী ৩১নং)*

জাবের رضي الله عنه বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহের পয়গাম দেয়, সে যদি তার এমন জিনিস দেখতে সক্ষম হয়, যা তাকে বিবাহ করতে উৎসাহিত করে, তাহলে সে যেন তা করে।"

সুতরাং আমি বানী সালেমার একটি মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে আমি তাকে দেখার জন্য খেজুর গাছের গুঁড়ির আড়ালে লুকিয়ে থাকতাম। অতঃপর এক সময় তার এমন কিছু দেখলাম, যা আমাকে বিবাহ করতে উৎসাহিত করল এবং বিবাহ করলাম। *(আহমাদ ৩/৩৩৪, ইবনে আবী শাইবাহ ১৭৩৮৯নং)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যখন তোমাদের কেউ কোন রমণীকে বিবাহ প্রস্তাব দেয়, তখন যদি প্রস্তাবের জন্যই তাকে দেখে, তবে তা দূষণীয় নয়; যদিও ঐ রমণী তা জানতে না পারে।" *(সিঃ সহীহাহ ৯৭নং)*

উপরে উল্লিখিত হাদীসগুলি থেকে বুঝা যায় যে, সে যুগের মুসলিম মহিলারা পর্দায় থাকতেন। বিবাহের প্রয়োজনে তাদেরকে দেখানো হত অথবা দেখা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হত। পুরুষের সামনে পর্দায় থাকত বলেই লুকিয়ে দেখতে হত। তাদেরকে যদি চেহারা খোলা অবস্থায় 'টৌ-টৌ কোম্পানী' মেয়েদের মতো পথে-বাজারে দেখা যেত, তাহলে তো লুকিয়ে

দেখার প্রয়োজন হত না। অবশ্য এমন লুকিয়ে দেখা কেবল মহিলাকে বিবাহের পাকাপাকি নিয়তের পরই বৈধ। নচেৎ না।

১২। মহানবী ﷺ পর-পুরুষের নিকট কোন পর-নারীর দেহ-সৌন্দর্য বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন।

তিনি বলেছেন, “কোন মহিলা যেন কোন মহিলাকে (নগ্ন) আলিঙ্গন ক’রে অতঃপর সে তার স্বামীর নিকট তা বর্ণনা না করে। (যাতে তা শুনে তার স্বামী) যেন ঐ মহিলাকে (মনে) প্রত্যক্ষ দর্শন ক’রে থাকে।” *(বুখারী, মুসলিম ৩৩৮-নং)*

তিনি আরো বলেছেন “কোন পুরুষ অন্য পুরুষের গুপ্তাঙ্গের দিকে যেন না তাকায়। কোন নারী অন্য নারীর গুপ্তস্থানের দিকে যেন না তাকায়। কোন পুরুষ অন্য পুরুষের সঙ্গে একই কাপড়ে যেন (উলঙ্গ) শয়ন না করে। (অনুরূপভাবে) কোন নারী, অন্য নারীর সাথে একই কাপড়ে যেন (উলঙ্গ) শয়ন না করে। *(মুসলিম)*

লক্ষণীয় যে, মহিলারা বেপর্দা হলে তার সৌন্দর্য বর্ণনা করার প্রয়োজনই পড়ে না। পর্দা থাকে বলেই এক মহিলা অন্য মহিলার রূপ-সৌন্দর্য দেখে নিজ স্বামীকে বর্ণনা করে। আর তা নিষিদ্ধ।

অনুরূপ কোন পুরুষ যদি অপর পুরুষের গুপ্তাঙ্গের দিকে তাকাতে না পারে, তাহলে কোন মহিলার দিকে তো তাকাতেই পারে না। কারণ, পর-পুরুষের দৃষ্টিতে মহিলার সারা দেহটাই গুপ্তাঙ্গ---যেমন পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

১৩। পর্দা ওয়াজেব বলেই মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আফলাহ নামক তাঁর দুধ-সম্পর্কের এক চাচাকে তাঁর নিকট প্রবেশ-অনুমতি দেননি। তিনি পর্দা করলে আফলাহ বললেন, ‘তুমি আমাকে পর্দা করছ। অথচ আমি তোমার চাচা!’ আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, ‘ওকে অনুমতি দাও। ও তোমার চাচা।’ *(বুখারী ২৬৪৪, ৪৭৯৬নং)*

লক্ষণীয় যে, যে পুরুষ মহিলার মাহরাম (যার সাথে চিরতরে বিবাহ হারাম এমন) নয়, তার সাথে দেখা করা অথবা তাকে বাড়ি প্রবেশের অনুমতি দেওয়া বৈধ নয়। বরং তার সামনে পর্দা করা ওয়াজেব।

১৪। আস্বেম আহওয়াল বলেন, আমরা হাফসা বিন্তে সীরীনের নিকট যেতাম। (তখন তিনি বৃদ্ধ মহিলা। অথচ) চাদর দিয়ে চেহারা ঢেকে পর্দায় থাকতেন। একদা আমরা তাঁকে বললাম, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। আল্লাহ তো বলেছেন,

[وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ] (٦٠) سورة النـور

অর্থাৎ, বৃদ্ধ নারী; যারা বিবাহের আশা রাখে না, তাদের জন্য অপরাধ নেই; যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না ক’রে তাদের বহির্বাস খুলে রাখে।

কিন্তু তিনি বললেন, ‘তারপর কী আছে বল?’ আমরা বললাম,

[وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ] (٦٠) سورة النـور

অর্থাৎ, তবে এ থেকে তাদের বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। *(নূরঃ ৬০)*

তিনি বললেন, ‘তাহলে চাদর দিয়ে পর্দা করাই তো প্রমাণ হয়। (তাই নয় কি?)’ *(বাইহাক্বী ৭/৯৩)*

পর্দা ওয়াজেব হওয়ার ব্যাপারে সর্ববাদিসম্মতি

পর্দা ওয়াজেব হওয়ার ব্যাপারে সকল মযহাব একমত। যাঁরা বলেন, হাত ও চেহারা দেখানো বৈধ, তাঁরাও বলেন, ফিতনার ভয় থাকলে তাও বৈধ নয়। আর কে জানে যে, তার চেহারা দেখে কোন পর-পুরুষ ফিতনায় পড়বে না? সুতরাং উম্মাহর চূড়ান্ত ফায়সালা এই যে মুসলিম মহিলার জন্য পর্দার বিধান মেনে চলা ওয়াজেব। কোন এমন পুরুষের দৃষ্টিতে আসা তার জন্য বৈধ নয়, যার সাথে কোনও সময় তার বিবাহ হওয়া বৈধ।

শরীয়তে পর্দার মান

এ ব্যাপারে উলামাগণের দু’টি অভিমত রয়েছে ঃ-

১। নবী ﷺ-এর পত্নীগণ সহ সকল মুসলিম নারীর জন্য সারা দেহ পর্দা করা ওয়াজেব। (না করলে কাবীরা গোনাহ হবে।)

২। নবী ﷺ-এর পত্নীগণ ছাড়া বাকী সকল মুসলিম নারীর জন্য সারা দেহ পর্দা করা মুস্তাহাব। (করলে সওয়াব হবে, না করলে গোনাহ হবে না।)

সুতরাং বুঝা যায় যে, নবী ﷺ-এর পত্নীগণকে চেহারা ঢেকে পর্দা করা ওয়াজেব ছিল।---এ ব্যাপারে সকলে একমত।

অন্যান্য মহিলাদের ক্ষেত্রে পর্দায় মুখ ঢাকা ওয়াজেব অথবা মুস্তাহাব। এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

যাঁরা চেহারা ঢাকা মুস্তাহাব বলেছেন, তাঁরা চেহারা ঢাকাই উত্তম বলেছেন। আর চেহারা খোলার ক্ষেত্রে শর্তারোপ করেছেন যে, মহিলা ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে।

ফিতনার আশঙ্কা থাকবে তখন, যখন মহিলা সুন্দরী হবে অথবা যুবতী হবে। তার চেহারা যারা দেখবে, তারা পাপাচারী ফাসেক হবে। এমন হলে

তাঁদের কাছেও চেহারা ঢাকা ওয়াজেব।

অতএব বুঝা গেল যে, ফিতনার আশঙ্কা থাকলে সকলের ঐক্য মতে মহিলার চেহারা গোপন করা ওয়াজেব। আর মহিলা যখন নিজ বাড়ি থেকে বের হয়, তখন সে কি জানতে পারে, তাকে যে দেখবে সে ফাসেক কি না? বারবার যে মহিলার দিকে তাকায়, সে অবশ্যই ফাসেক। সুতরাং তার পূর্ব সতর্কতামূলক আমলই হবে বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে নিজেরে চেহারা ঢেকে নেওয়া।

যে মহিলা এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করবে, সে গোনাহগার হবে। আর তার গোনাহ হবে কাবীরা, যা তওবা ছাড়া মাফ হবে না।

পর্দার বিধান চিরন্তন

জাহেলী যুগের চরিত্রবতী সম্ভ্রান্ত মহিলারা পর্দা করত।

আমাদের দেশে বহু অমুসলিম মহিলাদের মধ্যে এখনও পর্দা ও ঘোমটা লক্ষ্য করা যায়।

ইসলামের সেই স্বর্ণযুগ থেকে হিজরীর ১৫ শতাব্দির এ যাবৎ দ্বীনদার মহিলারা পর্দার বিধান মেনে আসছে। এ ব্যাপারে বিচ্ছিন্ন দু-একটি ঘটনা উল্লেখ্য ঃ-

মক্কায় এক সুন্দরী মহিলা ছিল। তার স্বামীও ছিল। একদিন আয়নায় নিজের সুন্দর চেহারাখানা দেখে তার স্বামীকে বলল, 'আপনি কি মনে করেন যে, এই চেহারা কেউ দেখবে অথচ ফিতনায় পড়বে না? (সে আমার প্রেমে পড়বে না?) এমন কেউ আছে কি?' স্বামী বলল, 'হ্যাঁ, আছে।' স্ত্রী বলল, 'সে কে?' স্বামী বলল, 'উবাইদ বিন উমাইর।' (তিনি একজন আলেম ও আবেদ মানুষ। হারামে বসে ইবাদত করেন এবং ইল্ম বিতরণ করেন।) স্ত্রী বলল, 'আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি তাঁকে ফিতনায় ফেলব।' স্বামী বলল, 'তোমাকে অনুমতি দিলাম। (কিন্তু তুমি তাঁকে ফিতনায় ফেলতে পারবে না।)'

মহিলা ফতোয়া জিজ্ঞাসার বাহানায় হারামের এক প্রান্তে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে চাঁদের মতো চেহারা প্রকাশ করল। উবাইদ বললেন, 'ওহে আল্লাহর বান্দী! এ কী!?' সে বলল, 'আমি আপনার প্রেমে পড়েছি। আপনি আমার ব্যাপারে ভেবে দেখুন।'

উবাইদ বললেন, 'আমি তোমাকে কয়েকটি জিনিস জিজ্ঞাসা করি, তুমি যদি ঠিক ঠিক উত্তর দাও, তাহলে আমি তোমার ব্যাপারে ভেবে দেখতে পারি।'

মহিলা বলল, 'আপনি যা জিজ্ঞাসা করবেন, আমি তার ঠিক ঠিক উত্তর দেব।'

উবাইদ বললেন, 'মালাকুল মাওত এসে যদি তোমার জান কবয করতে চায়, আর সেই সময় আমি তোমার আশা পূর্ণ করতে চাই, তাহলে কি তুমি খুশী হবে?'

---আল্লাহর কসম! না।

--- ঠিক বলেছ। যদি তুমি কবরে থাক এবং তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ফিরিশ্তা উঠিয়ে বসিয়েছেন, আর সেই সময় আমি তোমার আশা পূর্ণ করতে চাই, তাহলে কি তুমি খুশী হবে?'

---আল্লাহর কসম! না।

--- ঠিক বলেছ। কিয়ামতের মাঠে মানুষকে তার আমলনামা দেওয়া হচ্ছে। আর তুমি জান না যে, তুমি তোমার আমলনামা ডান হাতে পাবে, নাকি বাম হাতে। আর সেই সময় যদি আমি তোমার আশা পূর্ণ করতে চাই, তাহলে কি তুমি খুশী হবে?'

---আল্লাহর কসম! না।

--- ঠিক বলেছ। তুমি পুল-সিরাতের গোড়াতে দাঁড়িয়ে ভাবছ, পরিত্রাণ পাবে, নাকি পাবে না। আর সেই সময় যদি আমি তোমার আশা পূর্ণ করতে চাই, তাহলে কি তুমি খুশী হবে?'

---আল্লাহর কসম! না।

--- ঠিক বলেছ। মীযান সামনে হাজির ক'রে তোমার আমল ওজন করা হবে। তুমি জান না যে, ভারী হবে, না হাল্কা। আর সেই সময় যদি আমি তোমার আশা পূর্ণ করতে চাই, তাহলে কি তুমি খুশী হবে?'

---আল্লাহর কসম! না।

--- ঠিক বলেছ। আল্লাহর সামনে তোমাকে দাঁড় করানো হয়েছে, তোমার হিসাব নেওয়া হবে। আর সেই সময় যদি আমি তোমার আশা পূর্ণ করতে চাই, তাহলে কি তুমি খুশী হবে?'

---আল্লাহর কসম! না।

উবাইদ বললেন, 'তাহলে আল্লাহর বান্দী তুমি আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তোমাকে (সৌন্দর্যের) বড় নিয়ামত দিয়েছেন এবং তোমার প্রতি বড় অনুগ্রহ করেছেন।'

সুতরাং মহিলা স্বামীর কাছে ফিরে গেল। জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল?'

মহিলা বলল, 'আপনি বেকার। আমরা সবাই বেকার!'

অতঃপর সে নামায-রোযা ও ইবাদতে অধিক মনোযোগী হল। তার ফলে

তার স্বামী বলত, 'উবাইদ বিন উমাইরকে কী বলি? আমার বউকে তিনি নষ্ট ক'রে দিলেন। সে প্রত্যেক রাত্রে আমার জন্য নতুন কনে ছিল। তাকে তিনি তাপসী ক'রে দিলেন!' *(সিক্বাত, ইজলী ২/ ১১৮)*

হিজরী ২৮৬ সনে 'রাই'এর কাযীর নিকট এক মহিলা মুকাদ্দামা দায়ের করল। তার অভিভাবকের সাথে মিলে স্বামীর বিরুদ্ধে সে তার মোহরানা বাবদ ৫০০ দিরহাম আদায় না দেওয়ার অভিযোগ করল। কাযী সাক্ষী তলব করলে সাক্ষী উপস্থিত করা হল। কিন্তু সাক্ষ্যদাতারা মহিলাটিকে চেনার জন্য তার চেহারা দেখাতে অনুরোধ জানালো। এ খবর স্বামীর কানে গেলে কাযীর সামনে বলল, 'আমি স্বীকার করছি যে, ৫০০ দিরহাম আমার স্ত্রীর পাওনা। আমি যথাসময়ে তাকে তা আদায় ক'রে দেব। সাক্ষীর দরকার নেই। ও যেন চেহারা না খোলে!'

এ খবর স্ত্রীর নিকট গেলে সেও আল্লাহ অতঃপর কাযীকে সাক্ষী রেখে বলল, 'আমিও আমার স্বামীর নিকট থেকে প্রাপ্য উক্ত মোহরানার দাবী প্রত্যাহার করে নিচ্ছি এবং দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য ওকে ক্ষমা ক'রে দিচ্ছি।' *(আল-মুন্তাযাম ১২/৪০২, আল-বিদায়াহ অন্-নিহায়াহ ১১/৮১)*

যুক্তির নিকষে পর্দা

শরীয়তের একটি আম মৌলিক নীতি এই যে,

إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها، وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها، فكل ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة على مفسدته فهو مأمور به أمر إيجاب أو أمر استحباب، وكل ما كانت مفسدته خالصة أو راجحة على مصلحته فهو نهي تحريم أو نهي تنزيه.

অর্থাৎ, কল্যাণ ও তার যাবতীয় উপায়-উপকরণ বহাল রাখা হবে এবং মানুষকে তার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হবে। আর অকল্যাণ ও তার যাবতীয় উপায়-উপকরণ নাকচ করা হবে এবং মানুষকে সে ব্যাপারে তিরস্কার করা হবে। সুতরাং যা বিশুদ্ধভাবে কল্যাণকর অথবা যার মধ্যে অকল্যাণের চাইতে কল্যাণ বেশি আছে, তা করতে মানুষ আদিষ্ট, তা করা ওয়াজেব অথবা মুস্তাহাব। যা বিশুদ্ধভাবে অকল্যাণকর অথবা যার মধ্যে কল্যাণের চাইতে অকল্যাণ বেশি আছে, তা বর্জন করতে মানুষ আদিষ্ট, তা করা হারাম অথবা মকরূহ।

আমরা যদি পর-পুরুষের সামনে মহিলার চেহারা খুলে রাখার কথা নিয়ে ভেবে দেখি, তাহলে দেখতে পাব যে, তাতে অনেক বিঘ্ন ও বিপত্তি রয়েছে।

আর তাতে উপকার থাকলেও তা যৎ সামান্য, অপকারিতার সিন্ধুতে কয়েক বিন্দু পানির মতো। *(রিসালাতুল হিজাব, ইবনে উষাইমীন ২২পৃঃ)*

বেপর্দা হয়ে চেহারা খুলে রাখায় যে সকল বিঘ্ন ও বিপত্তি রয়েছে, তা নিম্নরূপ ঃ-

১। মহিলা নিজে বিপদগ্রস্ত হয়। তার সৌন্দর্য দেখে লম্পট পুরুষরা প্রলুব্ধ হয়। আর মহিলার সবচেয়ে বড় শত্রু তার যৌবন ও দেহ। তা খোলা রাখলে শত্রুকে লেলানো হয়। বেপর্দা হয়ে থাকলে খাল কেটে কুমীর আনা হয়। দেহের কিছু অংশ খুলে যেন বলা হয়, 'আয়রে বাঘ! গলায় লাগ।'

২। বেপর্দা হলে মহিলার লজ্জা-শরম চলে যায়, যে লজ্জা ঈমানের অন্যতম অংশ। যে লজ্জা মহিলার প্রকৃতি ও নারীর ভূষণ। সুতরাং বেপর্দা হওয়ার অর্থ হল নিজের ঈমান ও প্রকৃতির পরিবেশ থেকে দূরে সরে আসা।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "অবশ্যই লজ্জাশীলতা ও ঈমান একই সূত্রে গাঁথা। একটি চলে গেলে অপরটিও চলে যায়।" *(হাকেম, মিশকাত ৫০৯৪, সহীহুল জামে ১৬০৩নং)*

তিনি আরো বলেন, "অশ্লীলতা (নির্লজ্জতা) যে বিষয়ে থাকে, সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যহীন (ম্লান) ক'রে ফেলে। আর লজ্জাশীলতা যে বিষয়ে থাকে, সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যময় (মনোহর) ক'রে তোলে।" *(সহীহ তিরমিযী ১৬০৭ নং, ইবনে মাজাহ)*

এ জন্যই নারীর লজ্জাশীলতা তার রূপ-সৌন্দর্য অপেক্ষা বেশী আকর্ষণীয়। লজ্জাবতী নারী লজ্জাহীনার চাইতে বেশী সুন্দরী। আর যার লজ্জা নেই, সে বোরকা পরলেও বেপর্দা। কাপড়ের আবরণ তাকে গোপন রাখতে পারবে না। যেহেতু সে যা খুশী তাই করতে পারে। যেহেতু সে কাউকেও লজ্জা করে না। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "প্রথম নবুঅতের বাণীসমূহের যা লোকেরা পেয়েছে তার মধ্যে একটি বাণী এই যে, তোমার লজ্জা না থাকলে যা মন, তাই কর।" *(আহমাদ, বুখারী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে ২২৩০নং)*

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, পর্দানশীন মহিলারা চরিত্রবতী হয়। যেহেতু তারা লজ্জাশীলা হয়। আর আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "প্রত্যেক ধর্মে সচ্চরিত্রতা আছে, ইসলামের সচ্চরিত্রতা হল লজ্জাশীলতা।" *(ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে ২১৪৯নং)*

মুখে লজ্জাবতী বললেই হয় না। কাজেই বুঝা যাবে লজ্জাবতী কে? প্রকৃত লজ্জাশীলতা মানুষকে লজ্জা করার নাম নয়, প্রকৃত লজ্জাশীলতা হল আল্লাহকে লজ্জা করার নাম।

একদা মহানবী ﷺ বললেন, "তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা

কর।” সকলে বলল, ‘হে আল্লাহর নবী! আমরা তো--আলহামদু লিল্লাহ-- আল্লাহকে লজ্জা ক’রে থাকি।’ তিনি বললেন, “না, ঐরূপ নয়। আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা করার অর্থ এই যে, মাথা ও তার সংযুক্ত অন্যান্য অঙ্গ (জিভ, চোখ এবং কান)কে (অবৈধ প্রয়োগ হতে) হিফাযত করবে, পেট ও তার সংশ্লিষ্ট অঙ্গ (লিঙ্গ, হাত, পা ও হৃদয়)কে (তাঁর অবাধ্যাচরণ ও হারাম হতে) হিফাযত করবে এবং মরণ ও তার পর হাড় মাটি হয়ে যাওয়ার কথা (সর্বদা) স্মরণে রাখবে। আর যে ব্যক্তি পরকাল (ও তার সুখময় জীবন) পাওয়ার ইচ্ছা রাখে, সে ইহকালের সৌন্দর্য পরিহার করবে। যে ব্যক্তি এ সব কিছু করে, সেই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা করে।” *(আহমাদ ১/৩৮৭, সহীহ তিরমিযী ২০০০নং, হাকেম ৪/৩২৩)*

সুতরাং যে মহিলার মধ্যে লজ্জাশীলতা আছে, সে কোনদিন বেপর্দা হতে পারে না।

৩। অনেক পুরুষ বেপর্দা মহিলা দেখে ফিতনাগ্রস্ত হয়। বিশেষ ক’রে সুন্দরী হলে তার প্রেমে পড়ে যায়। বেপর্দা মহিলার সাথে চোখাচোখি, হাসাহাসি, কথাবার্তা ইত্যাদি হয়ে থাকে। মানুষের মন মন্দপ্রবণ আর শয়তান সেই মনের বড় সহযোগী। রক্তশিরায় প্রবাহিত হয়ে কামনা সৃষ্টি করে যুবক-যুবতীর মাঝে। তারপর ধীরে ধীরে যা হয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৪। বেপর্দা হলে মহিলা পুরুষদের সাথে উঠা-বসা করে, মেলামেশা করে। আর পর্দায় থেকেও পুরুষদের সাথে মেলামেশা করলে তার বিপত্তি কম নয়। তাহলে বেপর্দা হয়ে করলে তো বারুদের কাছে আগুন বটেই।

মহানবী ﷺ বলেন, “আমার গত হওয়ার পরে পুরুষের পক্ষে নারীর চেয়ে অধিকতর ক্ষতিকর কোন ফিতনা অন্য কিছু ছেড়ে যাচ্ছি না।” *(আহমাদ, বুখারী ৫০৯৬, মুসলিম ২৭৪০নং, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

তিনি আরো বলেন, “দুনিয়া হল সুমিষ্ট ও শ্যামল। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে তাতে খলীফা বানিয়েছেন, যাতে তিনি দেখে নেন যে, তোমরা কেমন আমল কর। অতএব তোমরা দুনিয়া ও নারীর ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। আর জেনে রেখো যে, বনী ইসরাঈলের প্রথম ফিতনা যা ছিল, তা ছিল নারীকে কেন্দ্র ক’রে।” *(আহমাদ, মুসলিম ২৭৪২, তিরমিযী ২১৯১, ইবনে মাজাহ ৪০০০ নং)*

আর সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ বলেছেন,

[زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء......] (١٤) سورة آل عمران

অর্থাৎ, নারী..........এর প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট লোভনীয় করা

হয়েছে। *(আলে ইমরানঃ ১৪)*

নারীর সৃষ্টিগত চরিত্র এটাই। রমণী দেখলে রমণের ইচ্ছা হয়, কামিনী দেখলে কাম জাগে মনে। আর তার জন্যই তো মহিলার জন্য এমন সব কথা বলা হয়েছে, যাতে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু সে সব কথা আসলে অভিজ্ঞতালব্ধ। তবে সব নারীর ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়।

যেমন জনৈক বিদ্বান বলেছেন, ‘মেয়েরা বড় মুশকিল জিনিস। আর সব চাইতে বড় মুশকিল হল, তাদেরকে না নিয়ে সংসার অচল। তাদের জ্ঞান ও দ্বীন অসম্পূর্ণ, কিন্তু তারা পুরুষদেরকে এমন কাজ করতে বাধ্য করে, যা জ্ঞান ও দ্বীনের অসম্পূর্ণতার পরিচয়।’

আর হাদীসে আছে, “বুদ্ধি ও ধর্মে অপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বিচক্ষণ ব্যক্তির উপর মহিলাদের চাইতে আর কাউকে বেশি প্রভাব খাটাতে দেখা যায় না।” *(মুসলিম)*

আর একজন বিদ্বান বলেছেন, ‘সুরা এবং নারী অনেক প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটায়।’

অন্য একজন বলেছেন, ‘মেয়েরা হচ্ছে বিধাতার আজব সৃষ্টি।’

অন্য কেউ বলেছেন, ‘নারী শয়তানের দড়ি।’

সাঈদ বিন মুসাইয়িব বলেছেন, ‘আমার নিজের জন্য মহিলা চাইতে অধিক ভয়ানক জিনিস আর কিছু নেই। বলা হয় যে, মহিলা যখন সৃষ্টি হল, তখন ইবলীস বলেছিল, ‘তুমি আমার অর্ধেক সৈন্য। তুমি আমার মনের রহস্য। তুমি আমার ক্ষেপণীয় তীর, যা নির্ভুলভাবে শিকারকে আঘাত করে।’ *(ফাইযুল ক্বাদীর, মুনাবী ৫/৪৩৬)*

এগানা-বেগানা

যে পুরুষ মহিলার মাহরাম তার কাছে পর্দা নেই। তাকে দেখা দিতে পারে, তার সাথে নির্জনবাস ও একান্তে ভ্রমণও করতে পারে। দু’টি কাগজের মাঝে যেমন আঠা না থাকলে চিট লাগে না, তেমনি মাহরাম নারী-পুরুষের মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টি হয় না; যদিও আকৃতি ও প্রকৃতিতে মাহরাম-গায়র মাহরাম সবাই সমান।

মাহরাম কে? যার সাথে চিরতরের জন্য বিবাহ হারাম, সেই হল মাহরাম। পক্ষান্তরে যার সাথে কোনও কালে বিবাহ বৈধ সে হল ‘গায়র মাহরাম।’

সুতরাং যার সাথে সাময়িক বিবাহ হারাম, সে কিন্তু ‘মাহরাম’ নয়। যেমন বোনের বর্তমানে দোলাভাইয়ের সাথে বিবাহ হারাম। তা বলে দোলাভাই

মাহরাম নয়। কারণ সে বিবাহ সাময়িক হারাম। বোন মারা গেলে বা তার তালাক হলে দোলাভাইয়ের সাথে বিবাহ বৈধ।

অনুরূপ যে কোন বিবাহিত মহিলাকে বিবাহ করা হারাম। কিন্তু তা সাময়িক হারাম। তার স্বামী মারা গেলে অথবা সে তালাকপ্রাপ্তা হলে বিবাহ হতে পারে। এই জন্য বিবাহিত মেয়ের পর্দা নেই তা নয়।

সুতরাং শরীয়তে 'মাহরাম' কে তা মহিলার জানা দরকার।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

[وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً (٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا] (٢٣) سورة النساء

অর্থাৎ, নারীদের মধ্যে যাদেরকে তোমাদের পিতৃপুরুষ বিবাহ করেছে, তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না, অবশ্য যা অতীতে হয়ে গেছে (তা ধর্তব্য নয়)। নিশ্চয় তা অশ্লীল, ক্রোধজনক ও নিকৃষ্ট আচরণ। তোমাদের জন্য হারাম (নিষিদ্ধ) করা হয়েছে তোমাদের মাতাগণ, কন্যাগণ, ভগিনীগণ, ফুফুগণ, খালাগণ, ভ্রাতুষ্পুত্রীগণ, ভাগিনেয়ীগণ, দুগ্ধ-মাতাগণ, দুগ্ধ-ভগিনীগণ, শ্বাশুড়ীগণ ও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সহবাস হয়েছে, তার পূর্ব স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যাগণ, যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে, তবে যদি তাদের (কন্যাদের মাতার) সাথে সহবাস না হয়ে থাকে, তাহলে তোমাদের (বিবাহে) কোন দোষ নেই। আর তোমাদের জন্য তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রীকে (হারাম করা হয়েছে। হারাম করা হয়েছে) দুই ভগিনীকে একত্রে বিবাহ করা; কিন্তু যা গত হয়ে গেছে, তা (ধর্তব্য নয়)। নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(নিসাঃ ২২-২৩)*

উল্লিখিত কুরআনী নির্দেশ থেকে মাহরাম আত্মীয় চিহ্নিত করা যায়। আর তারা হল ঃ-

বংশীয় সম্পর্কের কারণে ৭ শ্রেণীর আত্মীয় ঃ-

(১) মা-বেটা

(২) মেয়ে-বাপ

অনুরূপ নানী-নাতি ও নানা-নাতিন এবং দাদী-পোতা ও দাদা-পুতিন।

প্রকাশ থাকে যে, দাদা ও নানা এবং উভয়ের পিতা বাপের পর্যায়ভুক্ত এবং দাদী ও নানী এবং উভয়ের মাতা মায়ের পর্যায়ভুক্ত। আর নাতি ও পোতা ছেলে এবং নাতিন ও পুতিন মেয়ের পর্যায়ভুক্ত। এদের আপোসে বিবাহ হারাম এবং পর্দা নেই।

(৩) ভাই-বোন (সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয়)

(৪) ফুফু-ভাইপো (বাপের, নানার এবং দাদার তিন প্রকার বোনই ফুফু)

(৫) খালা-বুনপো (মায়ের, নানীর এবং দাদীর তিন প্রকার বোনই খালা)

(৬) চাচা-ভাইঝি (সহোদর, বৈপিত্রেয় ও বৈমাত্রেয়)

(৭) মামা-ভাগ্নী (তিন প্রকার বোনের মেয়ে অথবা তার মেয়ে)

অনুরূপভাবে ভাইপো বা ভাইঝির মেয়ে ও বুনপো বা বুনঝির মেয়ের সাথে পুরুষের পর্দা নেই। যেমন ভাইপো বা ভাইঝির ছেলে ও বুনপো বা বুনঝির ছেলের সাথে মহিলার পর্দা নেই।

দুধ-সম্পর্কের কারণে মাহরাম উক্তরূপ ৭ শ্রেণীর আত্মীয়।

প্রকাশ থাকে যে, চাচাতো ভাই, ফুফাতো ভাই, খালাতো ভাই ও মামাতো ভাই মহিলার মাহরাম নয়। যেমন ঐ শ্রেণীর বোনরাও পুরুষের জন্য মাহরাম নয়। তদনুরূপ মহিলার জন্য তার ফোফা ও খালু এবং পুরুষের জন্য তার চাচী ও মামী মাহরাম নয়। এদের আপোসে পর্দা ওয়াজেব।

বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে যারা মাহরাম তারা হল ঃ-

(৮) শাশুড়ী-জামাই (স্ত্রীর নানী-দাদী)

(৯) শ্বশুর-বউ (স্বামীর নানা-দাদা)

(১০) সৎ মা-সৎ বেটা।

আয়াতের সাধারণ অর্থ এমন মহিলার সাথেও বিবাহ নিষেধ ঘোষণা করছে, যাকে তার পিতা বিবাহ করেছে এবং সহবাসের পূর্বেই তালাক্ব দিয়ে দিয়েছে।

(১১) সৎ বাপ-সৎ মেয়ে (যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে,তার পূর্বেকার স্বামীর মেয়ে)

এ ছাড়া স্ত্রীর খালা, ফুফু, চাচী, মামী, বোন, বুনঝি, ভাইঝি, সৎ মা পুরুষের জন্য মাহরাম নয়। তেমনি স্বামীর খালু, ফোফা, চাচা, মামা, ভাই, ভাইপো, বুনপো, সৎ বাপ মহিলার জন্য মাহরাম নয়।

বিবাহের পূর্বে ব্যভিচারের মাধ্যমে জন্ম লাভকারিণী বেটি মেয়ের মধ্যে শামিল হবে কি না---এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তিন ইমাম তাকে মেয়ের মধ্যেই শামিল করেছেন এবং তার সাথে বিবাহ হারাম মনে করেছেন। তবে ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, সে বিধিসম্মত মেয়ে নয়। কাজেই যেভাবে সে

﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ﴾ (মহান আল্লাহ তোমাদেরকে ত্যক্ত সম্পদ সন্তানদের মধ্যে বন্টন করার নির্দেশ দিচ্ছেন।) সন্তানের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং সকলের ঐক্যমতে সে ওয়ারিস হয় না, অনুরূপ সে এই আয়াতেও মেয়ের মধ্যে শামিল হবে না। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। *(ইবনে কাসীর)*

দুধ সম্পর্কের কারণে যারা হারাম তারা হল, দুধ মা, যার দুধ আপনি দুধ পানের নির্দিষ্ট সময়ে (অর্থাৎ, দু'বছরের মধ্যেই) নির্দিষ্ট পরিমাণে (অর্থাৎ, পাঁচবার) পান করেছেন।

দুধ বোন, সেই মহিলা যাকে আপনার আপন মা অথবা দুধমা দুধ পান করিয়েছে। আপনার সাথেই পান করিয়ে থাক অথবা আপনার আগেই কিংবা আপনার পরে আপনার অন্য ভাই-বোনদের সাথে পান করিয়ে থাক। অনুরূপ যে মহিলার আপন মা অথবা দুধমা আপনাকে দুধ পান করিয়েছে, যদিও বিভিন্ন সময়ে পান করিয়ে থাকে। দুধ পানের কারণে সেই সমস্ত সম্পর্ক হারাম হয়ে যাবে, যা বংশীয় কারণে হারাম হয়। অর্থাৎ, দুধ মায়ের বংশীয় ও দুধ সম্পর্কের সন্তানরা দুধ পানকারীর ভাই-বোন, এই মায়ের স্বামী তার পিতা, এই পিতার বোনরা তার ফুফু, এই মায়ের বোনরা তার খালা, এবং এই মায়ের স্বামীর ভায়েরা তার চাচা হয়ে যাবে। আর দুধ পানকারী শিশুর বংশীয় ভাই-বোন ইত্যাদি দুধ পানের কারণে এই পরিবারের উপর হারাম হবে না।

ব্যভিচার দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হবে কি না? এ ব্যাপারে উলামাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ উলামাগণের উক্তি হল, কোন ব্যক্তি কোন মহিলার সাথে ব্যভিচার ক'রে ফেললে, ব্যভিচারের কারণে হারাম সাব্যস্ত হবে না। অনুরূপ স্ত্রীর মা (শাশুড়ী) অথবা মেয়ের সাথে কেউ ব্যভিচার করে ফেললে, আপন স্ত্রী তার উপর হারাম হয়ে যাবে না। *(ফাতহুল ক্বাদীর, আহসানুল বায়ান)*

জ্ঞাতব্য যে, মাহরামকে এগানা বা অগম্য বলা হয়। যেমন গায়র মাহরামকে বেগানা ও গম্য বলা হয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

[وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاءِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء] (٣١) سورة النور

অর্থাৎ, তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগিনী পুত্র, তাদের নারীগণ, নিজ অধিকারভুক্ত দাস, যৌনকামনা-রহিত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারও নিকট তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। *(নূরঃ ৩১)*

[لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاء إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاء أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللهَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا] (٥٥) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, তাদের জন্য তাদের পিতৃগণ, পুত্রগণ, ভ্রাতৃগণ, ভ্রাতুষ্পুত্রগণ, ভগিনীপুত্রগণ, (বিশ্বাসী) নারীগণ এবং তাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীগণের ব্যাপারে এ (পর্দা) পালন না করা অপরাধ নয়। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত কিছু প্রত্যক্ষ করেন। *(আহযাব: ৫৫)*

উল্লিখিত আয়াত দু'টিতে আরো কয়েকটি পুরুষের কথা বলা হয়েছে, যাদের সামনে মহিলার পর্দা নেই।

(১২) অধিকারভুক্ত (ক্রীত)দাস

এর শামিলে বাড়ির দাস বা চাকর পড়ে না। কারণ এরা অধিকারভুক্ত নয়।

(১৩) যৌনকামনা-রহিত (খোজা, হিজড়ে বা নপুংসক) পুরুষ

কিন্তু যে হিজড়ের রস আছে, তাকে পর্দা করতে হবে। একদা নবী ﷺ উম্মে সালামার ঘরে ছিলেন। ঘরে একজন হিজড়ে ছিল। (তাকে যৌনকামনা-রহিত মনে করা হত, তাই নবী ﷺ-এর স্ত্রীদের বাড়িতে প্রবেশ করত।) সে উম্মে সালামার ভাই আব্দুল্লাহকে বলল, 'ওহে আব্দুল্লাহ! কাল যদি আল্লাহ তোমাদেরকে তায়েফ জয় করার তওফীক দেন, তাহলে আমি তোমাকে গাইলানের বেটির কথা বলে দেব, যে সামনে এলে চারটি (ভুঁড়ির ভাঁজ দেখা) যায় এবং পিছন ফিরে গেলে আটটি (ভাঁজ দেখা) যায়!' এ কথা শোনার পর নবী ﷺ বললেন, "এ তো ওখানকার ব্যাপার চেনে! এ যেন তোমাদের ঘরে অবশ্যই প্রবেশ না করে।" *(বুখারী, মুসলিম ৫৮২০নং)*

(১৪) নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক

তবে যে বালক 'ইঁচড়ে পাকা', তাকে কিন্তু পর্দা করতে হবে। পুরুষ যদি বদ্ধ-পাগল হয়, তাহলে তাকে পর্দা করা জরুরী নয়। তবে সেও আবার তলায় তলায় 'সেয়ানা' কি না তাতে নিশ্চিত হতে হবে।

(১৫) মু'মিন নারী

অমুসলিম বা মুশরিক নারীর কাছে মুসলিম মহিলা তার সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারবে না। *(বুখারী, বাইহাক্বী ৭/৯৫)* কারণ, যাদের ঈমান নেই, তারা মু'মিন মহিলার সৌন্দর্য তাদের স্বামীদের কাছে বয়ান করতে পারে।

যে মহিলার প্রতি ভয় হবে যে, সে নিজ স্বামীর কাছে অথবা অন্য পুরুষের কাছে তার সৌন্দর্য বর্ণনা করবে, তাকেও পর্দা করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কোন মহিলা যেন অন্য কোন মহিলাকে (নগ্ন) কোলাকুলি না করে। (কারণ) সে পরে তার স্বামীর কাছে তা এমনভাবে বর্ণনা করবে যে, যেন সে (তা শুনে) ঐ মহিলাকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করছে।" *(মুসলিম)*

যে মাহরামের চরিত্র নোংরা ও দৃষ্টি কামুক, তার ব্যাপারে মহিলার সন্দেহ আছে যে, সে হয়তো তাকে দেখে মুগ্ধ হচ্ছে, তাকেও ফিতনার ভয়ে পর্দা করতে হবে।

জ্ঞাতব্য যে, যে মহিলার পুরুষের কামনা নেই এবং যাকে দেখে পুরুষের কামনা জাগ্রত হয় না, সে মহিলার পূর্ণ পর্দা জরুরী নয়। তবে তারও জন্য পর্দা করাটাই উত্তম। মহান আল্লাহ বলেছেন,

[وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ] (٦٠) النور

অর্থাৎ, বৃদ্ধ নারী; যারা বিবাহের আশা রাখে না, তাদের জন্য অপরাধ নেই; যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না ক'রে তাদের বহির্বাস খুলে রাখে। তবে এ থেকে তাদের বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। *(নূর ঃ ৬০)*

দুধ খাইয়ে কোন পুরুষকে মাহরাম করা যাবে কি?

সালেম رضي الله عنه আবূ হুযাইফা رضي الله عنه-এর (নিষেধ হওয়ার পূর্বে) পোষ্যপুত্র ছিলেন। তিনি নিজ ভাইঝির সাথে তাঁর বিয়েও দিয়েছিলেন। সালেম যখন বড় হলেন, তখন আবূ হুযাইফার স্ত্রী সাহলা বিন্তে সুহাইল অনুভব করলেন, সালেমের ব্যাপারে তাঁর স্বামীর মনে ঈর্ষা সৃষ্টি হচ্ছে। যেহেতু তিনি তাঁর নিকট পর্দা করেন না। সুতরাং তিনি মহানবী ﷺ-এর নিকট এসে ঘটনা খুলে বললে তিনি ﷺ বললেন, "ওকে তুমি পাঁচবার তোমার দুধ পান করিয়ে দাও, ও তোমার (দুধ-বেটা) মাহরাম হয়ে যাবে।" সাহলা বললেন, 'ও তো বড় হয়ে গেছে, ওর দাড়ি বেরিয়ে গেছে!' নবী ﷺ মুচকি হেসে বললেন, "আমি জানি ও বড় হয়ে গেছে।" *(মুসলিম ৩৬৭৩নং)*

শরীয়তের বিধানে দুধ-সম্পর্কের মাহরাম হওয়ার জন্য একটি বিশেষ শর্ত হল, দুধপান শিশুর দুধপানের (২ বছর) বয়সের ভিতরে হতে হবে।

তাই সাহলার মনে সন্দেহ জাগল। তাছাড়া একজন সাবালককে নিজের দুধ পান করাবে কীভাবে, সে প্রশ্নও ছিল।

সম্ভবতঃ তিনি নিজের দুধ বের ক'রে কোন পাত্রে রেখে সালেমকে খাইয়ে দিয়েছিলেন। ফলে তিনি সাহলার জন্য মাহরাম হয়ে গিয়েছিলেন।

উলামাগণ বলেন, 'এটা ছিল ঐ পরিবারের জন্য নবী ﷺ-এর খাস অনুমোদন। অন্য কারো জন্য ঐভাবে 'মাহরাম' করার রীতি প্রয়োগ করা বৈধ নয়।

অনেকে বলেছেন, 'কেউ যদি সাহলার মতো সমস্যায় পড়ে, তাহলে তার জন্য ঐভাবে 'মাহরাম' বানানো বৈধ।'

কিন্তু পোষ্যপুত্র বা দত্তক নেওয়ার রেওয়াজ নিষিদ্ধ হওয়ার পর সাহলার মতো সমস্যাও অবশিষ্ট নেই। সুতরাং উক্ত রীতিতে বর্তমানে কাউকে 'মাহরাম' বানানো বৈধ নয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, স্ত্রীর স্তনবৃন্ত চোষণের সময় যদি স্বামীর মুখে ও পেটে দুধ চলে যায়, তাহলে তাতে কিন্তু স্ত্রী 'হারাম' বা 'দুধ-মা' হয়ে যাবে না। যেহেতু তা শরীয়তের আম বিধানে শিশুর দুধ-পান বয়সের বাইরে। আর সালেমের ব্যাপারটা খাস।

প্রকাশ থাকে যে, দত্তক নেওয়ার রেওয়াজ ইসলামে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সমাজে এখনও প্রচলিত রয়েছে। সুতরাং সেই ছেলে বড় হলে পালয়িত্রীকে 'মা' বললেও সে 'মাহরাম' নয়। মেয়ে হলে পালয়িতাকে 'বাপ' বললেও সে 'মাহরাম' নয়। তাদের আপোসে বিবাহ বৈধ এবং পর্দা ওয়াজেব।

অনুরূপ মুখে পাতানো 'বাপ-বেটি' বা 'মা-বেটা' বা 'ভাই-বোন' আপোসে মাহরাম নয়। যেমন পীরপন্থীদের পীরবাবা মহিলার 'মাহরাম' নয়। পীর ভাই-বোনও পরস্পরের 'মাহরাম' নয়। প্রচলিত এ বিধান তাদের মনগড়া বৈ কিছু নয়।

পর্দার বিধান মানা-না মানার ফলাফল

পর্দা ঃ আল্লাহ ও তদীয় রসূলের আনুগত্য।

পর্দা ঃ প্রেম ও চরিত্রের পবিত্রতা, অনাবিলতা ও নিষ্কলঙ্কতা।

পর্দা ঃ নারীর নারীত্ব, সতীর সতীত্ব, সম্ভ্রম ও মর্যাদা।

পর্দা ঃ লজ্জাশীলতা, অন্তর্মাধুর্য ও সদাচারিতা।

পর্দা ঃ মানবরূপী শয়তানের দৃষ্টি থেকে রক্ষাকবচ।

পর্দা ঃ ইজ্জত হিফাযত করে, অবৈধ প্রণয়, ধর্ষণ, অশ্লীলতা ও ব্যভিচার দূর করে, নারীর মান ও মূল্য রক্ষা করে। জিনিস দামী ও মূল্যবান হলেই তাকে

গোপনে লুকিয়ে রাখা হয়। যত্রেতত্রে কাঁচ পাওয়া যায় বলেই তার কোন কদর নেই। কিন্তু কাঞ্চন পাওয়া যায় না বলেই তার বড় কদর। পর্দানশীন নারী কাঁচ নয়; বরং কাঞ্চন, সুরক্ষিত মুক্তা।

পর্দা ঃ নারীকে কাফের ও ক্রীতদাসী থেকে বাছাই করে সম্ভ্রান্ত মুসলিম নারীরূপে চিহ্নিত করে।

পর্দা ঃ আল্লাহর গযব ও জাহান্নামের আগুন থেকে পর্দা।

নারীদের প্রধান শত্রু তার সৌন্দর্য ও যৌবন। আর পর্দা তার লালকেল্লা।

নামাযী ও হাজী যেমন পাপ পথে পা বাড়াতে ভয় করে, তেমনি পর্দানশীনও পাপ পথে পা বাড়ায় না। দাড়ি-ওয়ালা মুসলিম যেমন (মহাপুরুষদের নিদর্শন ও দ্বীনের প্রতীক) দাড়ির মর্যাদা রক্ষা ক'রে অনেক পাপ বর্জন করে। তেমনি বোরকা-ওয়ালী মহিলাও বোরকার মর্যাদা রক্ষা ক'রে অনেক নোংরামি ও কদর্যতা বর্জন করে।

পর্দানশীন মহিলাদেরকে প্রত্যেক ঈমানদার পুরুষ পছন্দ করে।

মহিলা কুশ্রী হলে কোথাও কদর পায় না, কিন্তু সে বোরকা পরে থাকলে সুন্দরী-জ্ঞানে কদর পায়।

পক্ষান্তরে পর্দাহীনতা ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যতা।

পর্দাহীনতা ঃ নগ্নতা, অসভ্যতা, অশ্লীলতা, লজ্জাহীনতা, ঈর্ষাহীনতা ও ধৃষ্টতা।

পর্দাহীনতা ঃ সাংসারিক অশান্তি, যৌন-নিপীড়ন, ধর্ষণ, অপহরণ, ব্যভিচার প্রভৃতির ছিদ্রপথ।

পর্দাহীনতা ঃ যৌন উত্তেজনার সহায়ক। মানবরূপী শয়তানদের চক্ষুশীতলকারী।

পর্দাহীনতা ঃ দুষ্কৃতীদের নয়নাভিরাম।

পর্দাহীনতা ঃ কেবল ধর্মীয় শৃঙ্খল থেকে নারী-স্বাধীনতা নয়, বরং সভ্য পরিচ্ছদের ঘেরাটোপ থেকে নারীর সৌন্দর্য প্রকাশ ও দেহমুক্তির নামান্তর।

পর্দাহীনতা ঃ কিয়ামতের কালিমা ও অন্ধকার।

পর্দাহীনতা ঃ বিজাতীয় ইবলীসী ও জাহেলিয়াতি প্রথা। বরং সভ্য যুগের এই নগ্নতা দেখে জাহেলিয়াতের পর্দাহীনারাও লজ্জা পাবে।

বেপর্দার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে কোন পর্দা নেই।

সভ্য লেবাসের পর্দা থেকে বের হওয়া নারী-স্বাধীনতার যুগে পর্দা বড় বিরল। এর মূল কারণ হল লজ্জাহীনতা। কেননা, লজ্জাশীলতা নারীর ভূষণ। ভূষণ হারিয়ে নারী তার বসনও হারিয়েছে। দ্বীনী সংযম নেই নারী ও তার অভিভাবকের মনে। পরন্তু সংযমের বন্ধন একবার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে উদ্দাম-

উচ্ছৃঙ্খলতা বন্যার মত প্রবাহিত হয়। তাতে সংস্কার, শিক্ষা, চরিত্র, সবই অনায়াসে ভেসে যায়। শেষে লজ্জাও আর থাকে না। বরং এই লজ্জাহীনতাই এক নতুন 'ফ্যাশন' রূপে 'সভ্য' ও 'আলোক প্রাপ্ত' নামে সুপরিচিতি লাভ করে। সত্যই তো, বগল-কাটা ব্লাউজ ও ছাঁটা চুল না হলে কি সভ্য নারী হওয়া যায়? আধা বক্ষঃস্থল, ভুঁড়ির ভাঁজ ও জাং প্রভৃতি গোপন অঙ্গে দিনের আলো না পেলে কি 'আলোকপ্রাপ্তা' হওয়া যায়?!

বলাই বাহুল্য যে, মুসলিম নারী-শিক্ষার 'সুবেহ সাদেক' চায়, নারী-দেহের নয়। মুসলিম নারী-বিদ্বেষী নয়, নারী-শিক্ষার দুশমনও নয়। মুসলিম বেপর্দা তথা অশ্লীলতা ও ব্যভিচারের দুশমন। শিক্ষা, প্রগতি, নৈতিকতা তথা পর্দা সবই মুসলিমের কাম্য। আর পর্দা প্রগতির পথ অবরোধ করতে চায় না; চায় বেলেল্লাপনা ও নগ্নতার পথ রুদ্ধ করতে।

পর্দানশীন মহিলাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়। তাকে দেখে যৌনতা আসে না।

বেপর্দা মহিলাকে কামলোলুপ পুরুষেরা কাম-নজরে দেখে।

বেপর্দা মহিলার সাথে লম্পটরা ইভটিজিং করে।

বেপর্দা হয়ে নির্জন পথে যাওয়ার সময় অনেক শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণ-কান্ড ঘটে।

বেপর্দা মহিলা দর্শনের ফলে যৌন-পীড়িত যুবক স্বমৈথুন বা হস্তমৈথুন করে!

বেপর্দা হওয়ার ফলে নারী-পুরুষের অবৈধ প্রেম-ভালবাসার সম্পর্ক গড়ার পরিবেশ তৈরি হয়।

বেপর্দা হওয়ার ফলে অবৈধ সৌজন্য-মিলনের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

পর্দাহীনতার ফলে ভালবাসায় কৃতকার্য হতে চোরের মতো পালিয়ে গিয়ে নায়ক-নায়িকা লাভ-ম্যারেজ করে এবং নিজেদের অন্নদাতা মা-বাপকে 'কলা' দেখায়।

পর্দাহীনতার ফলে দাম্পত্যে কলহ বাধে।

পর্দাহীনতার ফলে বিয়ে-করা-বউও অন্য নাগরের সাথে চম্পট দেয়।

পর্দাহীনতার ফলে আরো কত অশান্তির সৃষ্টি হয় সংসারে।

পর্দা পর্দানশীনের সিট-বেল্ট্

দ্বীন-দরদী বোনটি আমার! পর্দার বিধান মেনে নাও। কারণ পর্দা তোমার জন্য ফরয করা হয়েছে, তোমাকে বাঁচাবার জন্য, তোমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য নয়। তুমি যদি প্লেন চড়েছ, তাহলে নিশ্চয় দেখেছ যে, প্লেন উড়ানের পূর্বে সিট-বেল্ট্ টাইট ক'রে বেঁধে নিতে বলা হয়। তাতে তোমার নিজস্ব স্বার্থ আছে বলে। তাতে প্লেন-কর্তৃপক্ষের কোন স্বার্থ নেই। কেবল তোমার

সুরক্ষার জন্য তাকীদের সাথে বেল্ট্ বাঁধতে বলা হয়।

ট্রাফিক-আইনের কথা হয়তো জানো যে, গাড়ি চালাবার সময় সিট-বেল্ট্ না বাঁধলে দস্তুরমতো জরিমানা করা হয়। তা কেন? আমি আমার গাড়ি নিজের ইচ্ছামতো চালাব, আরাম-সে চালাব। বেল্ট্ দিয়ে নিজেকে বেঁধে কষ্ট দেব কেন?

আমাকে বাঁচাবার জন্য। তাতে সরকারের নিজস্ব কোন স্বার্থ ও লাভ নেই। লাভ আছে আমার। যাতে যথাসময়ে আমি বাঁচতে পারি, তাই আমার জীবন নিয়ে আমি শৈথিল্য প্রদর্শন করলে মানব-দরদী সরকার আমার জরিমানা করে। বলা বাহুল্য, সরকার জোর ক'রে আমার জীবন রক্ষা করে। যেহেতু দুর্ঘটনার সময় ঐ বাঁধা বেল্টের কারণে আমার বেঁচে যাওয়ার প্রায় আশি শতাংশ সম্ভাবনা থাকে।

পর্দার আইনও তোমার জন্য ফরয করা হয়েছে, তোমাকে বাঁচানোর জন্য, তোমাকে অহেতুক কষ্ট দেওয়ার জন্য নয়।

পর্দা নারীর লালকেল্লা

ঈমানদার বোনটি আমার! নারীর বড় দুশমন তার নিজের দেহটি। বিশেষ ক'রে সে যদি যুবতী রূপসী হয়। তাই দেহটিকে নিরাপদ জায়গায় গোপন রাখতে হয়। আর পর্দা হল সেই লালকেল্লা, যার মধ্যে সে তার দেহটিকে সুরক্ষিত রাখতে পারে। লম্পটদের ইভটিজিং থেকে, অসভ্য মানুষের কুদৃষ্টি থেকে নিজেকে হিফাযতে রাখা যায় ঐ পর্দায়। যেহেতু পর্দার লেবাস হল তাক্বওয়া ও ঈমানের লেবাস। যে লেবাস প্রমাণ করে যে, তুমি একজন ভদ্র মহিলা। তুমি একজন দ্বীনদার মহিলা। তুমি একজন সতী ও সচ্চরিত্রবতী মহিলা। তুমি কোন লম্পটকে প্রশ্রয় দিতে পার না। তোমার পিছনে পড়ে কোন দুশ্চরিত্রের কোন লাভ নেই। সে লেবাসই প্রমাণ করে যে, তুমি সেই মহিলা নও, যারা অভিসারের ইশারা-ইঙ্গিতে সবুজ সংকেত দেয়।

পর্দা ঈমানের সাক্ষী

যে মহিলা বোরকা পরে, তার বোরকা এ কথার সাক্ষী যে, তার মধ্যে ঈমান আছে।

মহানবী ﷺ বলেন, "ঈমানের সত্তর অথবা ষাঠের বেশী শাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বোত্তম (শাখা) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা এবং সর্বনিম্ন (শাখা) রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস (পাথর কাঁটা ইত্যাদি) দূরীভূত করা। আর লজ্জা ঈমানের অন্যতম শাখা।" *(বুখারী-মুসলিম)*

তিনি আরো বলেন, "অবশ্যই লজ্জাশীলতা ও ঈমান একই সূত্রে গাঁথা। একটি চলে গেলে অপরটিও চলে যায়।" *(হাকেম, মিশকাত ৫০৯৪, সহীহুল জামে ১৬০৩নং)*

উলামাগণ বলেন, 'লজ্জাশীলতার প্রকৃতত্ব হল এমন সৎচরিত্রতা, যা নোংরা বর্জন করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে এবং অধিকারীর অধিকার আদায়ে ত্রুটি প্রদর্শন করতে বিরত রাখে।

আবুল কাসেম জুনাইদ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 'লজ্জাশীলতা হল, নিয়ামত লক্ষ্য করা এবং সেই সাথে (তার কৃতজ্ঞতায়) ত্রুটি লক্ষ্য করা। এই দুয়ের মাঝে যে অনুভূতি সৃষ্টি হয়, তাকেই লজ্জা বলা হয়।'

মহিলার দেহ-সৌন্দর্য আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত। তাতে কৃতজ্ঞতা থাকবে মহিলার। কিন্তু নির্লজ্জ হলে কৃতঘ্ন হবে এবং তার দেহ-নেয়ামতের অপব্যবহার করবে।

সুতরাং পর্দা লজ্জাশীলতার সাক্ষী। বোরকা-ওয়ালী কোন মহিলা বেহায়া প্রগল্ভ হতে পারে না।

পর্দা পবিত্রতার সাক্ষী। বোরকা-ওয়ালী কোন মেয়ে নোংরা হতে পারে না।

পর্দা পতিব্রতার পতিপরায়ণতার সাক্ষী। যেহেতু সে তার রূপ-সৌন্দর্যের লাল গোলাপ কেবল নিজ স্বামীকেই উপহার দেয়।

পর্দা সতীত্বের সাক্ষী। যেহেতু পর্দানশীন কোন মহিলা ব্যভিচারিণী হতে পারে না। তার পর্দা তাকে সে পথে নামতে বাধাদান করে।

পর্দা হৃদয়ের পবিত্রতা

পর্দার বিধান আসলেই নারী-পুরুষের কামনাভরা হৃদয়ের পবিত্রতার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

[وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ] (٥٣) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, তোমরা তাদের নিকট হতে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল হতে চাও। এ বিধান তোমাদের এবং তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র। *(আহযাবঃ ৫৩)*

যাদের হৃদয় পবিত্র, তারা অবৈধ নারীদেহ দেখেও চোখ ফিরিয়ে নেবে ঠিকই। তবুও মানুষ তো, কমনীয় দেহে বারবার দৃষ্টি পড়লে মানুষের মনে কামনা সৃষ্টি হতেই পারে। পক্ষান্তরে ঢাকা থাকলে বাসনার ছিদ্রপথ বন্ধ হয়ে যায়।

পর্দা চক্ষু-দৃষ্টির পবিত্রতা

বেপর্দা মহিলার দিকে সকাম দৃষ্টিপাত করলে চোখের ব্যভিচার হয়।

মহানবী ﷺ বলেন, "চোখ দু'টিও ব্যভিচার করে। আর তার ব্যভিচার হল, (কাম-নজরে নারীর সৌন্দর্যের প্রতি) দৃষ্টিপাত করা। কান দু'টিও ব্যভিচার করে। আর তার ব্যভিচার হল, (যৌন-কথা) শ্রবণ করা। জিভও ব্যভিচার করে। আর তার ব্যভিচার হল, (যৌন-কথা) বলা। হাতও ব্যভিচার করে। আর তার ব্যভিচার হল, সকামে স্পর্শ করা। ব্যভিচার করে পা দু'টিও। আর তার ব্যভিচার হল, (যৌনক্রিয়ার উদ্দেশ্যে) হেঁটে যাওয়া।" *(বুখারী-মুসলিম, মিশকাত ৮৬ নং)*

সুতরাং মহিলা পর্দায় থাকলে সেই ব্যভিচার থেকে বাঁচা যায়। নচেৎ কামদৃষ্টি হৃদয়ে কামনা সৃষ্টি করে। কামনা সৃষ্টি করে অজানা আকর্ষণ। আকর্ষণ সৃষ্টি করে প্রেম। আর প্রেমের আগুন আনে সর্বনাশী জীবন। সুতরাং শুরুতেই যদি আগুনের বারুদকে নিরাপদ বাক্সের মধ্যে বন্ধ রাখা হয়, তাহলে অনেক বিপত্তির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

প্রচলিত পর্দার প্রকারভেদ

১। স্বামী মহিলার সর্বাঙ্গ দেখে। মাহরাম কেবল চেহারা, মাথা, হাত ও পা দেখতে পায়। গায়র মাহরাম কিছুও দেখতে পায় না। এ হল পূর্ণ শরয়ী পর্দা।

২। স্বামী মহিলার সর্বাঙ্গ দেখে। মাহরাম কেবল চেহারা, মাথা, হাত ও পা দেখতে পায়। গায়র মাহরাম হাত ও পা দেখতে পায়। এ হল অপূর্ণ শরয়ী পর্দা।

৩। স্বামী মহিলার সর্বাঙ্গ দেখে। মাহরাম কেবল চেহারা, মাথা, হাত ও পা দেখতে পায়। গায়র মাহরামও চেহারা, হাত ও পা দেখতে পায়। এ হল অপূর্ণ শরয়ী পর্দা।

৪। স্বামী মহিলার সর্বাঙ্গ দেখে। মাহরাম কেবল চেহারা, মাথা, হাত ও পা দেখতে পায়। গায়র মাহরামও চেহারা, মাথা, হাত ও পা দেখতে পায়। তবে সম্মানী লোকের সামনে মাথায় কাপড় নেয়।

৫। স্বামী মহিলার সর্বাঙ্গ দেখে। মাহরাম কেবল চেহারা, মাথা, হাত ও পা দেখতে পায়। গায়র মাহরামও চেহারা, মাথা, হাত ও পা দেখতে পায়। সম্মানী লোকের সামনেও মাথায় কাপড় নেয় না।

৬। স্বামী মহিলার সর্বাঙ্গ দেখে। মাহরাম ও গায়র মাহরাম তার বুকের একাংশ ও হাঁটু দেখতে পায়। এ হল আধুনিক যুগের ফ্যাশন। শেষের ৩ প্রকার মহিলা পর্দার বিধান মানে না।

আপোস-পর্দা ঃ যে পর্দায় মহিলা বেগানা আত্মীয়কেও দেখা দেয় না। এটাই হচ্ছে আসল পর্দা।

বাহির পর্দা ঃ যে পর্দায় মহিলা বেগানা কাছের আত্মীয় (স্বামীর ভাই, চাচা, মামা, দোলাভাই)কে চেহারা, হাত ও পা দেখায়। কিন্তু বাইরে গেলে পর্দার সাথে যায়। এ হচ্ছে অপূর্ণ পর্দা। বাধ্য না হলে এই অবাধ্যতার জন্য ধরা খেতে হবে।

ছানি পর্দা ঃ যে পর্দায় মহিলা বেগানা সকল আত্মীয়কে চেহারা, হাত ও পা দেখায়। কিন্তু বাইরে গেলে পর্দার সাথে যায়। এটা বেশি অপূর্ণ পর্দা। এমন পর্দা যথেষ্ট নয়।

গাঁ-পর্দা ঃ কেবল পরিচিত ও গ্রামের লোককে পর্দা করে। অপরিচিত কাউকে পরোয়া করে না। এমন এক গেঁয়ো মহিলার ঘরের চালে মিস্ত্রি কাজ করছিল। তার স্বামী তাকে বলল, 'ও মিস্ত্রি! একবার ঐ দিককার চালে যাও তো। আমার বিবি মার্কেটে যাবে!' এরা হাট যায়, বাজার যায়। আর তোলা পানিতে গোছল করে!

নানী-পর্দা ঃ কেবল সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে পর্দা করে। বাকী কাউকে পরোয়া করে না।

এ প্রসঙ্গে 'আদর্শ রমণী'তে একটি মজার গল্প উল্লেখ করেছি। উপদেশের খাতিরে এখানেও উল্লেখ করা আশা করি অযথা হবে না।

এক দুপুরে নানী নাতিকে সঙ্গে নিয়ে পুকুরে গোসল করতে গেল। নানী পর্দানশীন মহিলা। পুকুরটা রাস্তার ধারে। নাতিকে বলল, 'আমি গোসল করতে নামছি। লোক এলে বলবি।'

নাতিকে পাড়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে নানী ঘাটে বসে গায়ের কাপড় খুলে সাবান মাখতে লাগল। ক্ষণেক পরে ঐ রাস্তায় একটি লোক আসতে দেখে নাতি হাকুলি-বিকুলি ক'রে বলে উঠল, 'নানী গো নানী! লোক আসছে।'

তা শুনে নানী শশব্যস্ত হয়ে গায়ে-মাথায় শাড়ী জড়িয়ে নিল। লোকটি পার হয়ে গেল। ঘোমটার ফাঁকে নানী দেখল, লোকটি আর কেউ নয়, ও পাড়ার ফটিক। তাই নাতিকে বলল, 'ও-হ! ও তো ও পাড়ার ফটিক রে! ভাল ক'রে দেখবি, লোক এলে বলবি।'

কিছু পরে একজনকে আসতে দেখে নাতি বলে উঠল, 'নানী গো নানী! লোক আসছে।'

নানী সত্বর গায়ে মাথায় শাড়ী জড়িয়ে নিয়ে চোরা চাহনিতে দেখল, দুধ-ওয়ালা। বিরক্ত হয়ে বলল, 'আরে বোকা! ও তো দুধ-ওয়ালা রে! প্রত্যেকদিন আমাদের ঘরে দুধ দিয়ে যায়, জানিস না? ভাল ক'রে দেখিস, লোক এলে বলবি।'

সামান্যক্ষণ পরেই মাথায় ঝুড়ি নিয়ে একজনকে আসতে দেখে নাতি বলল, 'নানী গো নানী! লোক আসছে।'

নানী গায়ে-মাথায় কাপড় নিয়ে পিছন থেকে তাকিয়ে দেখে বলল, 'ও তো চুড়ি-ওয়ালা রে! আমরা ওর কাছে চুড়ি পরি জানিস না?'

নানী সাবান মাখতে মশগুল হল, নাতি মনে মনে ভাবতে লাগল, তাহলে লোক আবার কাকে বলে? স্থির করল আর কিছু বলবে না। অকস্মাৎ গ্রামের ইমাম সাহেব সে রাস্তায় পার হচ্ছিলেন। নাতি আর কিছু বলল না। নানীকে খোলামেলা দেখে মৌলবী সাহেব গলা ঝাড়তে শুরু করলেন। নানী শশব্যস্ত হয়ে লজ্জাবতী লতার মত শাড়ী জড়িয়ে জড়সড় হয়ে গেল। মৌলবী সাহেব পার হয়ে গেলে সে রাগে অধীরা হয়ে পাড়ে এসে নাতির গালে ঠাস্ ঠাস্ ক'রে দু' চড় লাগিয়ে দিল। বলল, 'বাঁদর! লোক চিনিস্ না? তোর চোখ খারাপ হয়েছে নাকি? বললাম যে, লোক এলে বলবি!'

নাতি 'এ্যাঁ এ্যাঁ' ক'রে কাঁদতে শুরু ক'রে দিল। বলল, 'তুমিই তো বললে, ফটিক লোক নয়, দুধ-ওয়ালা লোক নয়, চুড়ি-ওয়ালা লোক নয়। তাতেই আমি মনে করলাম, হয়তো বেটা ছেলেরা লোক নয়। তাতেই আমি আর বলি নাই। শুধু মৈলবীরা যে লোক তা তো আমি জানতাম না।'

হ্যাঁ, এই শ্রেণীর মহিলারা কেবল মৌলবী সাহেব, হাজী সাহেবদেরকে দেখে মাথার ঘোমটা নিয়ে থাকে। আর বাকীদেরকে 'পুরুষ' ভাবে না।

ফ্যাশন-পর্দা ঃ দেশে বোরকা পরার রেওয়াজ আছে। সেও পরে। নক্সাকাটা বোরকা পরে। এই শ্রেণীর পর্দার সাথে সিনেমা হলেও যায়। অনেকে বেশ্যাবৃত্তিও করে। এই শ্রেণীর মহিলাদের বোরকার জন্য পর্দার বদনাম করা হয়।

আত্মগোপন-পর্দা ঃ নিজের পরিচয় গোপন করার জন্য অনেক মহিলা সমাজে বোরকা পরে। অনেক অপরাধিনী ও অপরাধীও (!) বোরকা পরে আত্মগোপন ক'রে অপরাধে লিপ্ত হয়। বোরকার এবংবিধ ব্যবহারের জন্য অনেক মাথামোটা বোরকা নিষিদ্ধ হওয়া জরুরী মনে করে।

লোকদেখানি পর্দা ঃ কিছু মহিলা আছে, যারা সুনাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে, কাউকে ভয় বা লজ্জা ক'রে, ফ্যাশন মনে ক'রে, পরিবেশ ও পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়ে লোক-দেখানি পর্দা করে। এমন পর্দার কোন দাম নেই, উল্টে পাপ

হবে। এই শ্রেণীর মহিলারা যেখানে বোরকা দেখানো দরকার, সেখানে বোরকা দেখায়। আর যেখানে মতলব শেষ, সেখানে পর্দাও শেষ। তারা কেবল বাইরে পর্দা করে। কিন্তু ঘরের ভিতর, ফ্লাটের ভিতর তাদের পর্দা থাকে না। আত্মীয়-অনাত্মীয় সবার কাছেই বেপর্দা হয়! মেহমান হয়ে আসা বেগানাদের খিদমতও করে! এদের মতে যেন ঘরের ভিতর পর্দা নেই। প্লেনে এক মুসলিমকে মদ খেতে দেখে একজন অমুসলিম প্রশ্ন করল, 'তোমাদের ধর্মে তো মদ খাওয়া হারাম। তাহলে খাচ্ছ কেন?' উত্তরে সে বলল, 'পৃথিবীতে খাওয়া হারাম। আমরা এখন পৃথিবীর বাইরে আছি!'

উক্ত শ্রেণীর মহিলারাও নিজেদেরকে ঘরের ভিতরে পর্দার বিধানের বাইরে মনে করে। তারা বউ হয়ে কেবল পর্দা-মানা শ্বশুরবাড়িতে পর্দা করে, স্বামীর সঙ্গে চাকরিস্থলে এলে পর্দার দেশ কেবল সউদী আরবে পর্দা করে, অতঃপর নিজেদের বাড়ি ও নিজের দেশ ফিরে গেলে তাদের পর্দার লেশ শেষ হয়ে যায়। এয়ারপোর্টে ব্যাগে বোরকা ভরে নেয়। আবার ফিরার সময় এয়ারপোর্টে ব্যাগ থেকে বের ক'রে পরে নিয়ে 'পর্দাবিবি' সাজে। আমি এ পর্দাকে 'এয়াপোর্টি পর্দা' বলি।

অনেক পর্দা-দেশের মহিলারা বাইরে গেলে একইভাবে বেপর্দা হয়। দেশে ফিরলে এয়ারপোর্ট বা সীমান্তের চেকপোস্ট্ থেকে পর্দাবিবি হয়। এদের আসলে পর্দা নয়, বরং ঢঙীদের ঢঙ! এদের দ্বারা পর্দার যে আসল উদ্দেশ্য, (অন্তর ও চক্ষুর পবিত্রতা এবং ইজ্জতের হিফাযত) তা অবশ্যই সাধন হয় না। হৃদয়ে পবিত্রতা ও সংযমশীলতা না থাকলে পর্দায় কোন লাভ নেই। যেহেতু "সংযমশীলতার লেবাসই সর্বোৎকৃষ্ট।" *(আ'রাফঃ ২৬)*

শরয়ী পর্দা করতে অপারগ হলে

শরয়ী পর্দা করতে মহিলা বা তার অভিভাবক অথবা স্বামী সত্যই অপারগ হলে যথাসম্ভব আল্লাহকে ভয় ক'রে চলতে হবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

[فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا] (١٦) سورة التغابن

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর এবং শোনো, আনুগত্য কর। *(তাগাবুনঃ ১৬)*

মহানবী ﷺ বলেন, "....আমি তোমাদেরকে কোন কিছুর আদেশ করলে তা যথাসাধ্য পালন কর। আর কোন কিছু হতে নিষেধ করলে তা বর্জন কর।" *(আহমাদ, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ২৫০৫নং)*

কেউ অপারগ কি না, মহান আল্লাহ তা ভালই জানেন। তিনি অন্তর্যামী। মানুষের মনের খবর তিনি রাখেন। তাছাড়া কেউ কোন ভাল কাজে

সত্যসত্যই চেষ্টা করলে এবং তাতে ধৈর্যধারণ করলে, তিনি তার সহযোগিতা করেন।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "--- আর যে ব্যক্তি পবিত্র থাকতে চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখবেন, যে ব্যক্তি (অপরের) অমুখাপেক্ষী থাকতে চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকে (সকল থেকে) অমুখাপেক্ষী ক'রে দেবেন এবং যে ব্যক্তি ধৈর্য ধরতে চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকে ধৈর্য ধরতে সাহায্য করবেন। আর ধৈর্যের চেয়ে অধিক উত্তম ও ব্যাপক দান কাউকে দেওয়া হয়নি।" *(বুখারী ১৪৬৯ নং, মুসলিম ১০৫৩ নং)*

পরহেযগার বোনটি আমার! বাড়ির ভিতর কল-পায়খানা নেই বলে পর্দা মানতে ওযর দেখাও? যে যুগে ফরয হয়, সে যুগের কথা ভেবে দেখ, পানির ব্যবস্থা ছিল না ঘরে ঘরে। তবে পায়খানার ব্যবস্থা করা যেত। তবুও বাড়িতে সে ব্যবস্থা না থাকলে মহিলারা রাত্রি বেলায় নিজের প্রয়োজনে বের হত। তোমার ওযর যদি আল্লাহর কাছে সত্যই গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে ঠিক আছে। নচেৎ কৈফিয়ত দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থেকো।

পর্দা শুধু হাজী-বিবি বা মৌলবী-বিবি হলেই ফরয নয়। পর্দা ফরয প্রত্যেক মু'মিন ললনার উপর। সুতরাং ফরযকে গরজ ভেবে নিজের পরকাল বরবাদ ক'রে বসো না।

যদি সত্যসত্যই পূর্ণ শরয়ী পর্দা নাই করতে পার, তাহলে বাড়ির ভিতরে যাদেরকে পর্দা করতে পারবে না, তাদের সামনে কেবল মুখ ও (কব্জি পর্যন্ত) হাত খোলা রেখে অতি আদবের সাথে কাজকর্ম কর।

মুখ-ঢাকা পর্দা করতে পারছ না বলে সব ফাঁকা করা বৈধ নয়।

স্বামীর ভাই বা নিজের বুনাইকে পর্দা করতে পারছ না বলে সবারই সামনে বেপর্দা হয়ো না। তুমি মু'মিন ও জ্ঞানী মেয়ে হলে প্রয়োজনে কেবল মুখ-হাত খোলা রেখে আদবের সাথে তাদের সামনে আসতে পার। যতটা বেশি করতে পার, ততটাই ভাল। কিছু করা, কিছুই না করার থেকে তো ভাল।

প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে বাসে-ট্রেনে পুরুষদের গায়ে গা লাগিয়ে সফর করতে হয় বলে ভেবে বসো না যে, বোরকা পরে লাভ নেই। ডাক্তারকে গোপনাঙ্গ দেখাতে হল বলে মনে করো না যে, তাকে বাকী অঙ্গসমূহ দেখানো চলে। বরং যা দেখাতে তুমি বাধ্য, কেবল তাই দেখাও। বাকীগুলো হিফাযতে রাখ।

খবরদার! পথ চলতে পায়ে পায়খানা লেগে গেলে তা গোটা গায়ে মেখে নিয়ো না। বরং চেষ্টার সাথে কেবল পা-টিকে ধুয়ে নিয়ো।

আর জেনে রেখো, তুমি সবাইকে ফাঁকি ও ধোঁকা দিতে পার, কিন্তু তোমার প্রতিপালক আল্লাহকে পারবে না।

পর্দার পথে জিহাদ

পর্দার পথে নতুন পদক্ষেপকারিণী বোনটি আমার! হয়তো বা পর্দা তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে। হয়তো-বা পর্দার কারণে তোমার জীবন অনেক সংকীর্ণ বোধ হচ্ছে। তবুও তা পালন করতে তুমি নিজেকে অথবা তোমার পিতামাতা বা স্বামীকে দোষ দিয়ো না। কারণ পর্দা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের তরফ থেকে আসা ফরয। আর তা পালন করতে অন্য কেউ চাপ দিলে তার দোষ হয় না। দোষ দিতে হলে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে দিতে হয়। আর তা তো হয় না বোনটি!

বাড়ির ভিতরে সংকীর্ণতা বোধ করলে পর্দার সাথে স্বামী বা কোন মাহরাম নিয়ে বাইরে যাও। পার্ক বা কোন বেড়াবার জায়গায় গিয়ে বেড়িয়ে এসো। তবে খেয়াল রাখবে, যাতে সেখানেও কেউ তোমাকে সংকীর্ণতায় না ফেলে।

শুধু পর্দাই কেন, শরীয়তের বহু আহকাম আছে, যা পালন করতে শুরু শুরু মানুষের কষ্ট হয়। তারপর অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলে তা স্বাভাবিক হয়ে যায়। বল, রোযা রাখতে কত কষ্ট হয়? শীতের রাতে গোসল করতে কত কষ্ট হয়? জিহাদ করতে কত কষ্ট হয়? তোমার পর্দা মানাও এক প্রকার জিহাদ। নিজের মনের বিরুদ্ধে জিহাদ, শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ। তোমার পরিমন্ডলের বেদ্বীন মানুষদের বিরুদ্ধে জিহাদ।

পর্দার বিধান মানতে তোমার কষ্ট হলে মহান আল্লাহর কাছে তওফীক চাও। শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে পানাহ চাও, কারণ শয়তান তোমাকে এমন ইবাদতে বাধাদান করবে, এটা তার স্বভাব। সে একা জাহান্নামে যাবে না, এটা তার প্রতিজ্ঞা। আর মানুষে ফুসমন্ত্র দিলে সূরা নাস-ফালাক পড় প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে। কারণ, মানুষ যে ভাল কাজ নিজে করতে পারে না, তা অপরে করুক, সেটাও চায় না। আর যে মন্দকাজটি নিজে করে, সে চায়, তা অপরেও করুক। এ জন্যই আরবী প্রবাদে আছে,

ودت الزانية لو أن النساء كلهن زوان.

অর্থাৎ, বেশ্যা চায়, সকল মেয়েরাই বেশ্যা হোক। সুতরাং বেপর্দা মেয়েরা তো চাইবেই, তুমিও বেপর্দা হও। যেহেতু তোমার পর্দার ফলে তোমার নাম হয়, তাতে তাদের হিংসে হয়। আর তারা বেপর্দা বলে তাদের বদনাম ও লজ্জা হয়, সুতরাং তাদের সংখ্যা বাড়লে তাদের খুশী হওয়ারই কথা!

সোনামণি বোনটি আমার! পর্দা কর বলে নিজেকে পরিবেশে ছোট ভেবে বসো না। কারণ যারা পর্দার সাথে পথ চলে তারা 'গোবেচারী' নয়। বরং

'গোবেচারী' তো ঐ বেপর্দা বেহায়ারাই, যারা নিরীহের মতো নিজেদের দেহ বা তার রূপ পুরুষদের মাঝে বিতরণ করে।

পর্দার বিধান পালন করার সময় নিয়ত ঠিক রেখে কেবল আল্লাহর ওয়াস্তে পর্দা করবে। তাতে কোন স্তাবকের স্তুতির আশা করবে না এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না। আর মনে কোন প্রকার সংশয় হলে মনে মনে ভেবো, পর্দা তোমার গর্বের বিষয়। পর্দা তোমার ইবাদত। পর্দা তোমার সওয়াব। যতক্ষণ বোরকায় থাকবে, ততক্ষণ (নিয়ত রাখলে) তোমার ইবাদত ও সওয়াব হবে। পক্ষান্তরে বেপর্দা মহিলা যতক্ষণ পর-পুরুষের দৃষ্টিতে থাকে, ততক্ষণ তার গোনাহ হতে থাকে।

তোমার এ কমনীয় দেহ তোমার কাছে আল্লাহর দেওয়া আমানত। তা পর-পুরুষের নজরে ফেলে তাতে খিয়ানত করতে পার না।

তোমার এ পর্দা ফরয। যেমন নামায-রোযা ইত্যাদি ফরয। অতএব আল্লাহর ফরয পালন করতে পেরে তোমার আনন্দ হওয়ার কথা।

পর্দা ইসলামের একটি প্রতীক। পুরুষদের দাড়ি যেমন দ্বীনের প্রতীক। মহিলাদের পর্দা তেমনি দ্বীনের প্রতীক। এ প্রতীক মানুষের মাঝে প্রতিষ্ঠা ক'রে অনেকানেক সওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়।

ঈমানদার বোনটি আমার! পর্দার বিধান মানতে গিয়ে তুমি হয়তো একাকিত্ব বোধ করছ। পরিবেশে তুমি নিজেকে বিরল ভাবছ। কিন্তু তাতে তোমার জন্য সুসংবাদ রয়েছে। দ্বীনের নবী ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় ইসলাম (প্রবাসীর মত অসহায়) অল্পসংখ্যক মানুষ নিয়ে শুরুতে আগমন করেছে এবং অনুরূপ অল্প সংখ্যক মানুষ নিয়েই ভবিষ্যতে প্রত্যাগমন করবে, যেমন শুরুতে আগমন করেছিল। সুতরাং সুসংবাদ ঐ মুষ্টিমেয় লোকেদের জন্য।" *(মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে,"--- সুতরাং শুভ সংবাদ ঐ (প্রবাসীর মত অসহায়) অল্প সংখ্যক লোকেদের জন্য, যারা মানুষ অসৎ হয়ে গেলে তাদেরকে সংস্কার ক'রে সঠিক পথে রাখতে সচেষ্ট হয়। *(আবু আমর আদদানী)*

পর্দানশীন বোনটি আমার! তোমার পর্দা নিয়ে যদি কেউ কুমন্তব্য করে অথবা টিস মারে, তাহলে উত্তরে হিকমতের সাথে বলো অথবা মনে মনে রেখো যে,

শত নোংরামির মাঝে পবিত্রতা কত সুষম!
দুশ্চরিত্রতার নানা দুর্গন্ধের মাঝে সচ্চরিত্রতার আতর কত সুগন্ধময়!
শত ক্রীতদাসীদের মাঝে কতক স্বাধীনার মর্যাদা কত বিশাল!
ঘন অন্ধকারের মাঝে দু-একটি আলোর ঝরকা কত মধুর!

দিগন্ত-প্রসারী মরুভূমির মাঝে মরুদ্যানের দু-চারটি গোলাপ কত সুন্দর ও সৌরভময়!

মনে সান্ত্বনা নিয়ো, তুমি এ পর্দায় আয়েশা-ফাতেমার মতো। তুমি কোন গায়িকা বা অভিনেত্রীর মতো নও। আর যে যে জাতির মতো বেশ ধারণ করে, সে সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত। যে যে জাতিকে ভালবাসে, তার সেই জাতির সাথে হাশর হবে।

পরিবেশের সাথে জিহাদ করতে হয় পর্দানশীন কিশোরী-তরুণীকে।

রানিয়া সবেমাত্র অষ্টম শ্রেণীতে উঠেছে। বছরের শুরুতে সে পর্দার সাথে স্কুল গেছে। সবারই বিস্ফারিত চক্ষু তার দিকে। কেউ টিটকারি করে, কেউ টিপ্পনি কাটে, কেউ ভর্ৎসনা করে। কেউ বলে, 'কীরে! এখন থেকে হাজীবিবি হয়ে গেলি দেখছি! এখনও তো তোর বয়স হয়নি।'

কেউ বলে, 'তোকে আজীব লাগছে মাইরি! এটা না পরলে কি হয় না?'

কেউ বলে, 'তোর বাবা বুঝি মৌলবাদী? তোকে অসুবিধা লাগে না?'

কেউ বলে, 'এখনও সেই মধ্যযুগীয় অভ্যাস তোদের মাঝে রয়ে গেছে!'

কেউ বলে, 'আধুনিক যুগের সভ্যতার আলো কখন পাবি রে তোরা?'

এদের আঘাত তো সহ্য করা গেল। কারণ তারা সহপাঠী-সহপাঠিনী। কিন্তু পড়া শোনাতে ভুল হলে মাস্টার মশায় বললেন, 'পর্দা তো করেছ দেখছি, তা পড়াতে কাঁচা কেন?'

মুসলিম মাস্টার। তাঁর এ কথা বিছুটির পাতা লাগার মতো গায়ে লাগল।

পরদিন থেকে সে আর স্কুল গেল না। পর্দা মানতে গিয়ে সে স্কুল ছাড়তে বাধ্য হল।

যাদের আশেপাশে গার্লস স্কুল নেই, তাদের কিশোরী ও তরুণীদের পড়াশোনা উঠতি বয়সেই ভেস্তে যায়। লাভ কী, যদি জল খেতে গিয়ে ঘটিই হারিয়ে যায় তাহলে?

কিন্তু বহু তরুণী আছে, যারা আত্মবিশ্বাসে অটল থেকে জিহাদ ক'রে পর্দার সাথে পড়াশোনা করে। জিহাদে পরাজয়ের আশঙ্কা থাকলে ঘরে বসেই নিজের ইজ্জত-আবরু বজায় রেখে শিক্ষামূলক নানা বই-পুস্তক পড়ে।

বাড়িতেও অনেকে পর্দার জন্য খোঁচা মারে, 'পর্দার নামে কাজে ফাঁকি দিলে হবে?' কোন ভুল হলে বলে, 'পর্দা আছে, বুদ্ধি নেই!'

ঘরে-বাইরে নানা খোঁচা খেতে খেতে পর্দানশীন ক্ষত-বিক্ষত হয়। তবুও জিহাদ চালিয়ে যেতে হয় তাকে। এ যে তার আল্লাহর হুকুম।

পর্দায় পরস্পর সহযোগিতা

ইসলামের বহু বিষয় আছে, যা একাকী পালন করা বড় দুষ্কর। অনেক সময় একাকী পালনই হয় না। ট্রাফিক আইন যেমন দু-একজন মানলে দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না, তেমনি পরিবারের অনেকের মধ্যে দু-একজনের পর্দার বিধান মেনে চলা বড় কঠিন হয়ে পড়ে।

ঘরের মধ্যে বউ বা মেয়ে যদি আল্লাহর রহমতে পর্দানশীন হয়, কিন্তু বাড়ির অন্য মহিলা বা পুরুষ যদি তাতে সহযোগিতা না করে, তাহলে পর্দায় থাকা কঠিন হয়। মা যদি বলে, 'আমার ভাইপো-বুনপোরা ঘরে আমার কাছে আসবে। তোরা পর্দা করবি, ঘরে ঢুকে থাকবি।' বাপ যদি বলে, 'আমার ভাইপো-বুনপোরা ঘরে আমার কাছে আসবে। তোরা পর্দা করবি, ঘরে ঢুকে থাকবি।' ভাই যদি বলে, 'আমার শালা-ভাইরারা ঘরে আমার কাছে আসবে। তোরা পর্দা করবি, ঘরে ঢুকে থাকবি।' তাহলে পর্দানশীন কতক্ষণ আর ঘরে ঢুকে থেকে পর্দা পালন করতে পারে?

আল্লাহর হিদায়াতে স্ত্রী পর্দানশীন, কিন্তু স্বামী পর্দা পছন্দ করে না। অথবা শ্বশুরবাড়ির লোকে পর্দা পছন্দ করে না, যেহেতু তাদের বাইরের কাজ চাই অথবা আত্মীয়দের খিদমত করা চাই, তাহলেও পর্দা মানা বড় কঠিন হয়ে যায় মহিলার পক্ষে।

তখন তাকে জিহাদ করতে হয়। বিরোধী পক্ষের কাছে পরাজয় শিকার ক'রে নিলে হয় না। যেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কোন বান্দাই ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার নিজ পুত্র, পিতা এবং সমস্ত মানুষের চাইতে অধিক প্রিয়তম হতে পেরেছি।" *(বুখারী ১৫, মুসলিম ৪৪নং, নাসাঈ)*

তিনি বলেন, "স্রষ্টার অবাধ্যতা ক'রে কোন সৃষ্টির আনুগত্য নেই।" *(সহীহ, মুসনাদে আহমদ)*

সুতরাং মহিলার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হয়ে স্বামী বা অন্য কারো বাধ্য হওয়া বৈধ নয়।

অনুরূপ দেশের তাগূতী আইনে যদি পর্দা নিষিদ্ধ হয়, তাহলে তা মান্য করা বৈধ নয়। যেহেতু যে আইন ইসলামের আইনে নাপাক হস্তক্ষেপ করে, সে আইন ও আইন-প্রণেতা মুসলিমদের মাননীয় নয়।

বড় দুঃখের বিষয় যে, পর্দা মানার ব্যাপারে সহযোগিতা মাদ্রাসায় পড়া ডিস্কো আলেমরাও করে না। সুতরাং এমন বেআমল আলেমরা 'ইস্তি'যান' (অন্যের গৃহ-প্রবেশের নীতি) মানতে চায় না। তাতে নাকি তাদের অপমান হয়!

এক ভাই বললেন, 'তার ভায়রা তার বাড়ি আসে। কোন অনুমতি নেয় না। অথচ সে আলেম! আমার বেড-রুম আসতে তিন-চারটি দরজা পার

হতে হয়, কিন্তু সে একটি দরজাতেও কোন প্রকারের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন মনে করে না। শালীর বাড়ি এলে নাকি অনুমতি লাগে না। অনুমতি নিতে হয় পরকে। আর সে তো ঘরের লোক!'

অনেকে আবার বন্ধু নিয়ে বউ দেখতেও যায়। অনেকে 'চেহারা দেখানো জায়েয'-এর ফতোয়া নিয়ে উন্নাসিকতার সাথে বউকে বেপর্দা বানিয়ে রাখে। অনেকে পুরুষের মাথায় টুপি লাগানো নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি করে, কিন্তু নিজের বউয়ের মাথায় কাপড় রাখার ব্যাপারে কোন গুরুত্ব দেয় না। তাদের সামনে কোন পর্দানশীন এলে তাকে পর্দায় সহযোগিতা করে না, বরং ঢিটেমি ক'রে তার প্রতি এমন সংকীর্ণতা সৃষ্টি করে, যাতে সে তার সামনে আসতে বাধ্য হয়। আর যার ফলে সে এমন মহিলার মুখে 'মালঊন'ও হয়।

অনেকে ব্যঙ্গ করে। পর্দানশীনকে নিয়ে উপহাস করে। তার অন্যান্য ত্রুটির কথা উল্লেখ ক'রে লোকের সামনে তার পর্দাকে 'ঢঙির ঢঙ' বলে প্রচার করে! বোরকা-ওয়ালীকে দেখে অনেকে 'হাতি' এবং অনেকে 'ভূত' বলে কটাক্ষ করে! কেউ আবার বিদ্রূপ ক'রে বলে, 'মা আয়েশা আসছে গো!' সব কিছু চোখ বুজে সহ্য করতে হয় পর্দানশীনকে।

অথচ ইসলামের কোন কিছুকে নিয়ে ঠাট্টা-ব্যঙ্গ করা মুনাফিকদের কাজ। তবূকের যুদ্ধে এক মুনাফিক এক মজলিসে আপোসে আলোচনা করতে করতে বলল, 'আমি তো আমাদের ঐ ক্বারীদেরকে মনে করি, তারা আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পেটুক, সবার চেয়ে বেশী মিথ্যুক এবং যুদ্ধে সবার চেয়ে ভীরু।'

মহানবী ﷺ-এর নিকট খবর গেলে মুনাফিকরা মিথ্যা ওজর পেশ ক'রে বলতে লাগল, 'আমরা ঠাট্টাছলে এমন কথা বলেছিলাম।' কিন্তু মহান আল্লাহ তাদের মনের কথা খুলে দিয়ে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ করলেন,

[يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ (٦٤) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ] (٦٦) سورة التوبة

অর্থাৎ, মুনাফিকরা আশংকা করে যে, তাদের (মুসলমানদের) প্রতি এমন কোন সূরা নাযিল হয়ে পড়ে যা তাদেরকে সেই মুনাফিকদের অন্তরের কথা অবহিত ক'রে দেবে। তুমি বলে দাও, 'তোমরা বিদ্রূপ করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই বিষয়কে প্রকাশ করেই দেবেন, যে সম্বন্ধে তোমরা আশংকা করছিলে।' আর যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তাহলে তারা

নিশ্চয় বলবে যে, 'আমরা তো শুধু আলাপ-আলোচনা ও হাসি-তামাশা করছিলাম।' তুমি বলে দাও, 'তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ এবং রসূলকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করছিলে?' তোমরা এখন (বাজে) ওযর পেশ করো না, তোমরা তো নিজেদেরকে মু'মিন প্রকাশ করার পর কুফরী করেছ, যদিও আমি তোমাদের মধ্য হতে কতককে ক্ষমা ক'রে দিই, তবুও কতককে শাস্তি দেব, কারণ তারা অপরাধী। *(তাওবাহঃ ৬৪-৬৬)*

পর্দানশীন তাদের বিরুদ্ধেও জিহাদ করে। তারা যদি আজ তার ঈমানদারী ও বোরকা নিয়ে ঠাট্টা করে, কাল সে তাদের বিপন্ন অবস্থা দেখে ঠাট্টা করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

[إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (٢٩) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (٣٠) وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انقَلَبُوا فَكِهِينَ (٣١) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلاءِ لَضَالُّونَ (٣٢) وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (٣٣) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (٣٤) عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ (٣٥) هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ] (٣٦) سورة المطففين

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা অপরাধী তারা মু'মিনদেরকে নিয়ে উপহাস করত এবং তারা যখন মুমিনদের নিকট দিয়ে যেত, তখন চোখ টিপে ইশারা করত এবং যখন তারা আপনজনের নিকট ফিরে আসত, তখন তারা ফিরত উৎফুল্ল হয়ে এবং যখন তাদেরকে দেখত, তখন বলত, 'এরাই তো পথভ্রষ্ট।' অথচ তাদেরকে তো এদের সংরক্ষকরূপে পাঠানো হয়নি! আজ তাই মুমিনগণ উপহাস করবে কাফেরদেরকে নিয়ে। সুসজ্জিত আসনে বসে তারা দেখতে থাকবে। কাফেররা যা করত, তার ফল তারা পেল তো? *(মুত্বাফ্‌ফিফীনঃ ২৯-৩৬)*

পর্দানশীন যদি বিদ্রূপকারীদের চোখে 'হাতি' হয়, তাহলে পর্দার জিহাদী পথে চলতে তার এই নীতি অবলম্বন করা উচিত, 'হাথী চলতা রহেগা, আওর কুত্তা ভুঁকতা রহেগা।'

পর্দানশীন দেখে অনেকে তাকে 'সেকেলে' বলে। মনে হয় বক্তা সর্ববিষয়ে 'একেলে' আধুনিক। অথচ পর্দাহীনতাই অধিক 'সেকেলে।' ইসলাম আসার পূর্বে জাহেলী যুগের মেয়েরাই আধুনিকাদের মতো 'ফ্রি-বডি' বা 'ফ্রি-সেক্স'-এর স্বাধীনতা নিয়ে চলাফেরা করত। 'রক্ষণশীলতা' রয়েছে উদার আধুনিকাদের মধ্যে বেশি। কারণ তারা তাদের রক্ষণশীলতায় অধিকতর প্রাচীন।

তাছাড়া পর্দানশীন যদি 'সেকেলে' মেয়ে হয়, তাহলে নামাযী মুসলিমও 'সেকেলে', বরং ইসলামের সব কিছুই 'সেকেলে।' তাহলে 'একেলে' হতে

গেলে মুসলিম থাকা যাবে না।

হ্যাঁ, পর্দানশীন অবশ্যই মৌলবাদী মহিলা। আর এটা তার প্রশংসা ও গর্বের বিষয়। কারণ মূল দ্বীনকে কেউ মানতে না পারলে 'প্রকৃত মুসলিম' হতে পারে না। যেটা খুশী সেটা মেনে অথবা কিছুটা মেনে ও কিছুটা না মেনে অথবা মৌল বিষয় বাদ দিয়ে গৌণ বিষয় মেনে 'মুসলিম' হওয়া যায় না। সর্বকার্যে একজন মানুষের আমূল ইসলামী পরিবর্তন না এলে সে 'মুসলিম' হতে পারে না। কেবল কালেমা পড়ে এবং তার তাৎপর্য না জেনে, কেবল আনুষ্ঠানিক (পরব ইত্যাদি) পালন ক'রে ও মুসলমানী নাম নিয়ে 'মুসলিম' হওয়া যায় না।

ঈমানী বৃক্ষ যে মর্মমূলে বদ্ধমূল হয়নি, সে কোনদিন 'খাঁটি মুসলিম' হতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন,

[أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء (٢٤) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ] (٢٥) سورة إبراهيم

অর্থাৎ, তুমি কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ কিভাবে উপমা দিয়ে থাকেন? সৎবাক্যের উপমা উৎকৃষ্ট বৃক্ষ; যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত। যা তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে সব সময়ে ফল দান করে। আর আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা বর্ণনা করে থাকেন, যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে। *(ইব্রাহীমঃ ২৪-২৫)*

পক্ষান্তরে যাদের ঈমানী বৃক্ষ তাদের মর্মমূলে বদ্ধমূল হয়নি। বরং উপরে উপরে তার কিছু ডাল-পাতা দেখা যায় তার উদাহরণও মহান আল্লাহ দিয়েছেন,

[وَمَثلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ] (٢٦)

অর্থাৎ, কুবাক্যের উপমা এক নিকৃষ্ট বৃক্ষ; যার মূল ভূপৃষ্ঠ হতে বিছিন্ন, যার কোন স্থায়িত্ব নেই। *(ঐঃ ২৬)*

গাছের মূল না থাকলে গাছ বাঁচে কীভাবে? ইসলামের মৌল বিষয় না মেনে কেবল গৌণ বিষয় ইচ্ছামতো মেনে 'মুসলিম' থাকা যায় কীভাবে? মহান আল্লাহ যে বলেন,

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ] (٢٠٨) سورة البقرة

অর্থাৎ, হে মু'মিনগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

(বাক্বারাহঃ ২০৮)

পর্দানশীন মহিলা এমন নামধারী মুসলমানদের নিকট থেকে পর্দা মানার ব্যাপারে বহু কটুকথা শোনে, তাকে সব চোখ বুজে সয়ে নিতে হয়। আর অমুসলিমরা তো শোনাবেই, যেহেতু তাদের আঁতে ঘা তো ইসলামের সব কিছুতেই। মহান আল্লাহ বলেছেন,

[لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ] (١٨٦)

অর্থাৎ, (হে বিশ্বাসিগণ!) নিশ্চয় তোমাদের ধনৈশ্বর্য ও জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হবে। আর তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের এবং অংশীবাদী (মুশরিক)দের কাছ থেকে অবশ্যই তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনতে পাবে। সুতরাং যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং সংযমী হও, তাহলে তা হবে দৃঢ়সংকল্পের কাজ। *(আলে ইমরান ঃ ১৮৬)*

সুতরাং যা স্বাভাবিক, তা স্বাভাবিকভাবেই বরণ ক'রে নিতে হবে। লোকে কথা বলে কী করবে?

إذا كان الذي بيني وبين الله عامر ... فعسى الذي بيني وبين الناس خراب

অর্থাৎ, যদি আমার ও আল্লাহর মাঝের সম্পর্ক বজায় থাকে, তাহলে আমার ও লোকের মাঝের সম্পর্ক খারাপ হলেও পরোয়া নেই।

পর্দা মানতে বাধা কিসের?

অনেক মহিলা দ্বীন ও পর্দা মানতে চায়। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা তার সহযোগিতা করে না। যেমন অনেক অমুসলিম ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মুসলিম হতে চায়, কিন্তু তার পারিপার্শ্বিকতা তার সহযোগিতা করে না। স্ত্রী-সন্তান বা পিতামাতা অথবা ধন-সম্পত্তির মায়া ছেড়ে আসতে পারে না। তারা আসলে পরকালের সুখের উপরে ইহকালের সুখকে প্রাধান্য দেয়। তার ফলে ইহকালের মায়া-বন্ধনে আবদ্ধ থেকে পরকালের সুখকে পায়ে ক'রে ঠেলে ফেলে দেয়!

মহিলা পর্দা করতে চায়, কিন্তু তাকে চাদর বা বোরকা পরতে লজ্জা লাগে! লোকের কথাকে ভয় করে। কারণ পরিবেশে তার মতো পর্দানশীন সচরাচর দেখা যায় না।

সমালোচকদের সমালোচনাকে সে উপেক্ষা করতে পারে না। বিদ্রূপকারীদের বিদ্রূপকে সে অগ্রাহ্য করতে পারে না। টিকা-টিপ্পনিকে সে

সহ্য করতে পারে না। আর তার ফলে সে পরের কথায় শুনে নিজের ক্ষতি করে। অথচ মহান আল্লাহ বলেন,

[فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلاَ يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ] (٦٠) سورة الروم

অর্থাৎ, অতএব ধৈর্য ধর, নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয়, তারা যেন অবশ্যই তোমাকে বিচলিত করতে না পারে। *(রূম ঃ ৬০)*

সুতরাং পরকালের ঘর লাভ করতে মহিলার তাই করা উচিত।

পর্দার বিধান অমান্যকারীর বিধান

যে নারী-পুরুষ পর্দার বিধান অমান্য করে তারা দুই শ্রেণীর ঃ-

১। তারা জানে ও মানে যে তা ফরয, কিন্তু অবহেলা ক'রে মানে না। তাহলে তারা ফাসেক্ব এবং কাবীরা গোনাহর গোনাহগার।

২। তারা ফরয জেনেও তা মানে না। অপরকে মানতে বাধা দেয়। পর্দা অমান্য করাকে নারী-স্বাধীনতা মনে করে এবং বেপর্দা হয়ে ঘুরে বেড়ানোকে নারীর মৌলিক অধিকার বিশ্বাস করে, তাহলে সে কাফের। এর কারণ ঃ-

১। সে কুরআনের আদেশ অমান্য করে।

২। তার মনে মু'মিনদের মাঝে অশ্লীলতার প্রসার কামনা থাকে। যেহেতু পর্দা অমান্য করলেই নারী-পুরুষের অবাধ মিলামেশায় অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়বে। আর মহান আল্লাহ বলেন,

[إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ] (١٩) سورة النور

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাসীদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্য আছে ইহলোকে ও পরলোকে মর্মন্তুদ শাস্তি। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। *(নূর ঃ ১৯)*

৩। সে মনে করে, মহান আল্লাহ মহিলাকে পর্দা করতে বলে তার প্রতি যুলুম করেছেন এবং তার মৌলিক অধিকার কেড়ে নিয়েছেন! (নাঊযু বিল্লাহি মিন যালিক।)

অথচ মহান আল্লাহ বলেছেন, 'হে আমার বান্দারা! আমি নিজের উপর যুলুমকে হারাম করেছি এবং তোমাদের মাঝেও তা হারাম ঘোষণা করছি। সুতরাং তোমরা একে অন্যের উপর যুলুম করো না।---" *(মুসলিম ২৫৭৭নং)*

আর যে আল্লাহকে 'যালেম' প্রতিপাদন করে, সে কি কম বড় যালেম?

উলামাগণ বলেন, যে মহিলা পর্দার বিধান জানার পরেও নিজের দৈহিক সৌন্দর্য পর-পুরুষের সামনে বৈধ ভেবে নিয়ে বের ক'রে রাখবে, সে মহিলা কাফের। যেহেতু সে আল্লাহর 'হারাম'কে 'হালাল' ক'রে নেয়।

ইমাম মালেক বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আবূ বাক্‌র ও উমারকে গালি দেবে, তাকে আদবমূলক শাস্তি দেওয়া হবে। আর যে আয়েশাকে গালি দেবে, তাকে হত্যা করা হবে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿يَعِظُكُمْ اللهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (النور:١٧)

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি মু'মিন হও, তাহলে কখনও এরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না। *(নূরঃ ১৭)*

সুতরাং যে আয়েশাকে গালি দেয়, সে আসলে কুরআনের বিরুদ্ধাচরণ করে। আর যে কুরআনের বিরুদ্ধাচরণ করবে, (ইসলামী আদালতের বিচারে) তাকে হত্যা করা হবে। যেহেতু সে সেই জিনিসকে হালাল মনে করে, যা আল্লাহ তাআলা হারাম ঘোষণা করেছেন।

অনুরূপ পর্দার বিধানের ব্যাপারেও যে কুরআনের বিরুদ্ধাচরণ ক'রে 'পর্দা নারীর অধিকার লংঘন' ভেবে নিজে মানবে না, অপরকে অমান্য করতে উদ্বুদ্ধ করবে এবং তার জন্য লেখালিখি ও প্রচার করবে, ইসলামী রাষ্ট্রে তার শাস্তি হবে হত্যা। *(আল-ইস্তীআব ফীমা ক্বীলা ফিল হিজাব ২৭০-২৭১পৃঃ)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "দুই প্রকার জাহান্নামী লোক আমি (এখন পর্যন্ত) প্রত্যক্ষ করিনি (অর্থাৎ, পরে তাদের আবির্ভাব ঘটবে) ....তাদের মধ্যে (২) এমন এক শ্রেণীর মহিলা, যারা (এমন নগ্ন) পোশাক পরবে যে, (বাস্তবে) উলঙ্গ থাকবে, (পর পুরুষকে) নিজেদের প্রতি আকর্ষণ করবে ও নিজেরাও (পর পুরুষের প্রতি) আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথা হবে উটের হেলে যাওয়া কুঁজের মত। এ ধরনের মহিলারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তার সুগন্ধও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধ এত এত দূরত্বের পথ থেকে পাওয়া যাবে।" *(মুসলিম)*

তারা জাহান্নামী, তারা জান্নাত যাবে না, জান্নাতের গন্ধও পাবে না, তাহলে ঐ শ্রেণীর মহিলারা কি কাফের?

হ্যাঁ, যদি তারা ঐ আচরণ হারাম জেনেও 'হালাল' ভেবে করে, তাহলে।

পক্ষান্তরে যদি কেউ হালাল না ভেবে অবহেলাবশতঃ করে এবং তওবা না ক'রে মারা যায়, তাহলে কিয়ামতে সে আল্লাহর ইচ্ছাধীন থাকবে। তিনি ইচ্ছা করলে তওহীদের গুণে তাকে ক্ষমা ক'রে দেবেন। আর তা না হলে

অপরাধ অনুযায়ী জাহান্নামে শাস্তি ভোগাবেন। অতঃপর তওহীদের গুণে একদিন তাকে বেহেশ্তে স্থান দেবেন। *(আল-ইস্তীআব ফীমা ক্বীলা ফিল হিজাব ৪৬১পৃঃ)*

তবে বাস্তব যে, যারা পর্দার বিধান মানতে চায় না, তারা সাধারণতঃ তার থেকে বড় বিধানও মানে না। ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের প্রথম স্তম্ভ মৌখিক পালন করলেও দ্বিতীয় স্তম্ভ নামায আদায় করে না। বলা বাহুল্য, যাদেরকেই দেখবেন পর্দা-বিরোধী বা বোরকা-বিদ্বেষী, তারাই সাধারণতঃ বেনামাযী ও চরিত্র-বিনাশী। সারা বিশ্বে আজ পর্যন্ত যারা পর্দার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছে, কলম ধরেছে, মিছিল করেছে, বোরকা পুড়িয়েছে, পদদলিত করেছে, পর্দা নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছে, তাদের কেউই নামাযী নয় এবং তাদের প্রায় সকলেই পাশ্চাত্যের লালনে লালিত মাথা-ওয়ালা।

শরয়ী পর্দার শর্তাবলী

জ্ঞাতব্য যে, শরীয়তে মহিলাদের লেবাসের শর্তাবলী নিম্নরূপঃ- [১]

১। লেবাস যেন দেহের সর্বাঙ্গকে ঢেকে রাখে। দেহের কোন অঙ্গ বা সৌন্দর্য যেন কোন বেগানা (যার সাথে কোনও সময়ে বিবাহ বৈধ এমন) পুরুষের সামনে প্রকাশ না পায়। কেননা মহানবী ﷺ বলেন, "মেয়ে মানুষের সবটাই লজ্জাস্থান (গোপনীয়)। আর সে যখন বের হয়, তখন শয়তান তাকে পুরুষের দৃষ্টিতে পরিশোভিতা ক'রে তোলে।" *(তিরমিযী, মিশকাত ৩১০৯ নং)*

মহান আল্লাহ বলেন, "হে নবী! তুমি তোমার পত্নীগণকে, কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলে দাও, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের (চেহারার) উপর টেনে নেয়---।" *(সূরা আহযাব ৫৯ আয়াত)*

উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হলে (মদীনার) আনসারদের মহিলারা যখন বের হল, তখন তাদের মাথায় (কালো) চাদর (বা মোটা ওড়না) দেখে মনে হচ্ছিল যেন ওদের মাথায় কালো কাকের ঝাঁক বসে আছে!' *(আবূ দাঊদ ৪১০১ নং)*

আল্লাহ তাআলার আদেশ, মুমিন মেয়েরা যেন তাদের ঘাড় ও বুককে মাথার কাপড় দ্বারা ঢেকে নেয়---। *(সূরা নূর ৩১ আয়াত)*

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'পূর্বের মুহাজির মহিলাদের প্রতি আল্লাহ রহম করেন। উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হলে তারা তাদের পরিধেয় কাপড়সমূহের মধ্যে সবচেয়ে মোটা কাপড়টিকে ফেড়ে মাথার ওড়না বানিয়ে মাথা (মুখ-ঘাড়-গলা-বুক) ঢেকেছিল।' *(আবূ দাঊদ ৪১০২নং)*

সাহাবাদের মহিলাগণ যখন পথে চলতেন, তখন তাঁদের নিম্নাঙ্গের কাপড়ের

([১]) *উল্লেখিত শর্তাবলী আমার একাধিক পুস্তিকায় বিবৃত হয়েছে। এটি পর্দার বই না হলে এ পুস্তকে তার পুনরাবৃত্তি ঘটাতাম না।*

শেষ প্রান্ত মাটির উপর ছেঁচড়ে যেত। নাপাক জায়গাতে চলার সময়েও তাদের কেউই পায়ের পাতা বের করতেন না। *(মিশকাত ৫০৪, ৫১২, ৪৩৩৫নং)* সুতরাং মাথা ও পায়ের মধ্যবর্তী কোন অঙ্গ যে প্রকাশ করাই যাবে না, তা অনুমেয়।

জ্ঞাতব্য যে, মহিলাদের পায়ের পাতা গোপন করা অনেকের মতে জরুরী না হলেও উত্তম অবশ্যই বটে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে মোজা ও জুতার মাধ্যমে তা পর্দা ক'রে নিলেও চলবে। *(ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ২/৮৩৮)*

২। যে বোরকা বা চাদর মহিলা পরিধান করবে, সেটাই যেন (বেগানা পুরুষের সামনে) সৌন্দর্যময় ও দৃষ্টি-আকর্ষী না হয়। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন, "সাধারণতঃ যা প্রকাশ হয়ে থাকে, তা ছাড়া তারা যেন তাদের অন্যান্য সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।" *(সূরা নূর ৩১ আয়াত)*

প্রকাশ থাকে যে, যে বোরকা বা চাদর সৌন্দর্যখচিত, যার উপর কামদানির নানা নক্সা করা আছে অথবা পাথর বা চুমকি বসানো আছে অথবা যে বোরকা বা চাদর নানা দৃষ্টি-আকর্ষী রঙে রঞ্জিত, সে বোরকা বা চাদরকে আরো একটি সাদা-মাঠা বোরকা বা চাদর দিয়ে ঢাকা জরুরী।

৩। চাদর বা বোরকা যেন এমন পাতলা না হয়, যাতে কাপড়ের উপর থেকেও ভিতরের চামড়া নজরে আসে। নচেৎ ঢাকা থাকলেও খোলার পর্যায়ভুক্ত। এ ব্যাপারে এক হাদীসে আল্লাহর রসূল ﷺ আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে সতর্ক করেছিলেন। *(আবূ দাঊদ, মিশকাত ৪৩৭২ নং)*

একদা হাফসা বিন্তে আব্দুর রহমান পাতলা ওড়না পরে মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকট গেলে তিনি তার ওড়নাকে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন এবং তাকে একটি মোটা ওড়না পরতে দিলেন। *(মালেক, মিশকাত ৪৩৭৫ নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "দুই শ্রেণীর মানুষ দোযখবাসী; যাদেরকে আমি (এখনো) দেখিনি। ---(এদের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ সেই) মহিলাদল, যারা কাপড় পরেও উলঙ্গ থাকবে, অপর পুরুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করবে এবং নিজেও তার দিকে আকৃষ্ট হবে, যাদের মাথা (চুলের খোঁপা) হিলে থাকা উঁটের কুঁজের মত হবে। তারা বেহেশ্তে প্রবেশ করবে না। আর তার সুগন্ধও পাবে না; অথচ তার সুগন্ধ এত এত দূরবর্তী স্থান থেকেও পাওয়া যাবে।" *(আহমাদ, মুসলিম, সহীহুল জামে' ৩৭৯৯নং)*

তিনি আরো বলেন, "আমার শেষ যামানার উম্মতের মধ্যে কিছু এমন লোক হবে যারা ঘরের মত জিন্ (মোটর গাড়ি)তে সওয়ার হয়ে মসজিদের দরজায় দরজায় নামবে। (গাড়ি করে নামায পড়তে আসবে।) আর তাদের মহিলারা হবে অর্ধনগ্না; যাদের মাথা কৃশ উঁটের কুঁজের মত (খোঁপা) হবে।

তোমরা তাদেরকে অভিশাপ করো। কারণ, তারা অভিশপ্তা!" *(আহমাদ ২/২২৩, ইবনে হিব্বান, ত্বাবারানী, সিঃ সাহীহাহ ২৬৮৩নং)*

৪। বোরকা যেন এমন আঁট-সাঁট (টাইট্‌ফিট) না হয়, যাতে দেহের (বুক-পেট-পাছার) উঁচু-নিচু বুঝা যায়। কারণ এমন ঢাকাও খোলার পর্যায়ভুক্ত এবং দৃষ্টি-আকর্ষী।

৫। চাদর বা বোরকা যেন সুগন্ধিত না হয়। মহানবী ﷺ বলেন, "সেন্ট্ বিলাবার উদ্দেশ্যে কোন মহিলা যদি তা ব্যবহার ক'রে পুরুষদের সামনে যায়, তবে সে বেশ্যা মেয়ে।" *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত ১০৬৫নং)*

সেন্ট্ ব্যবহার ক'রে মহিলা মসজিদেও যেতে পারে না। একদা চাশতের সময় আবূ হুরাইরা ؓ মসজিদ থেকে বের হলেন। দেখলেন, একটি মহিলা মসজিদ প্রবেশে উদ্যত। তার দেহ বা লেবাস থেকে উৎকৃষ্ট সুগন্ধির সুবাস ছড়াচ্ছিল। আবূ হুরাইরা মহিলাটির উদ্দেশে বললেন, 'আলাইকিস্ সালাম।' মহিলাটি সালামের উত্তর দিল। তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, 'কোথায় যাবে তুমি?' সে বলল, 'মসজিদে।' বললেন, 'কি জন্য এমন সুন্দর সুগন্ধি মেখেছ তুমি?' বলল, 'মসজিদের জন্য।' বললেন, 'আল্লাহর কসম?' বলল, 'আল্লাহর কসম।' পুনরায় বললেন, 'আল্লাহর কসম?' বলল, 'আল্লাহর কসম।' তখন তিনি বললেন, 'তবে শোন, আমাকে আমার প্রিয়তম আবুল কাসেম ﷺ বলেছেন যে, "সেই মহিলার কোন নামায কবুল হয় না, যে তার স্বামী ছাড়া অন্য কারোর জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করে; যতক্ষণ না সে নাপাকীর গোসল করার মত গোসল ক'রে নেয়।" অতএব তুমি ফিরে যাও এবং গোসল ক'রে সুগন্ধি ধুয়ে ফেল। তারপর ফিরে এসে নামায পড়ো।' *(আবূ দাঊদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, সিলসিলাহ সহীহাহ ১০৩১নং)*

৬। লেবাস যেন কোন কাফের মহিলার অনুকৃত না হয়। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন (লেবাসে-পোশাকে, চাল-চলনে অনুকরণ) করবে, সে তাদেরই দলভুক্ত।" *(আবূ দাঊদ, মিশকাত ৪৩৪৭নং)*

৭। তা যেন পুরুষদের লেবাসের অনুরূপ না হয়। মহানবী ﷺ সেই নারীদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন, যারা পুরুষদের বেশ ধারণ করে এবং সেই পুরুষদেরকেও অভিশাপ দিয়েছেন, যারা নারীদের বেশ ধারণ করে।" *(আবূ দাঊদ ৪০৯৭, ইবনে মাজাহ ১৯০৪নং)*

তিনি সেই পুরুষকে অভিশাপ দিয়েছেন, যে মহিলার মত লেবাস পরে এবং সেই মহিলাকেও অভিশাপ দিয়েছেন, যে পুরুষের মত লেবাস পরে। *(আবূ দাঊদ ৪০৯৮, ইবনে মাজাহ ১৯০৩নং)*

৮। লেবাস যেন জাঁকজমকপূর্ণ প্রসিদ্ধিজনক না হয়। কারণ, বিরল ধরনের (খুব ভালো অথবা খুব খারাপ) লেবাস পরলে সাধারণতঃ পরিধানকারীর মনে

গর্ব সৃষ্টি হয় এবং দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাই মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে প্রসিদ্ধিজনক লেবাস পরবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতে লাঞ্ছনার লেবাস পরাবেন।" *(আহমাদ, আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৪৩৪৬নং)*

"যে ব্যক্তি জাঁকজমকপূর্ণ লেবাস পরবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতে অনুরূপ লেবাস পরিয়ে তা অগ্নিদগ্ধ করবেন।" *(আবূ দাঊদ, বাইহাক্বী, সহীহুল জামে' ৬৫২৬নং)*

ঈমানদার বোনটি আমার! বোরকার প্রচলন হওয়ার পর থেকে বর্তমানে তাও এক শ্রেণীর ফ্যাশন-ড্রেসে পরিণত হয়েছে। সুতরাং দোকানে গিয়ে সেই শ্রেণীর বোরকা পছন্দ করো না। যেমন তুমি আফগানী বোরকা পছন্দ কর না, তেমনি ডিজাইন-ওয়ালা বোরকাও অপছন্দ কর। কারণ উভয় প্রকার বোরকাই পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ওটা দেখতে অদ্ভুত লাগে বলে, আর এটা চোখে-লাগা সুন্দর লাগে বলে।

ইয়াস ইবনে সা'লাবাহ আনসারী হারেসী ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ তাঁর নিকট দুনিয়ার কথা আলোচনা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা কি শুনতে পাও না? তোমরা কি শুনতে পাও না? আড়ম্বরহীনতা ঈমানের অঙ্গ। আড়ম্বরহীনতা ঈমানের অঙ্গ।" অর্থাৎ বিলাসহীনতা। *(আবূ দাঊদ)*

আড়ম্বরহীনতা মানে সাদাসিধা বেশভূষা ব্যবহার করা এবং জাঁকজমক তথা আড়ম্বরপূর্ণ লেবাস বর্জন করা। শৌখিনতা ও বিলাসিতা বর্জন করার সাথে অপ্রসাধিত দেহ অবলম্বন করা। (এ উভয়ই মু'মিনের গুণ।)

পর্দায় চেহারা ঢাকা জরুরী কেন?

১। মহিলা দ্বারা যে সকল ফিতনা সৃষ্টি হয়, প্রারম্ভিকভাবে অবৈধ প্রেম তার মধ্যে সবচেয়ে বড়। আর তার সূত্রপাত হয় দৃষ্টি থেকে। চোখের চাহনি হৃদয়ের মধ্যে এমন আঘাত সৃষ্টি করে, যেমন তীর করে শিকারের মধ্যে। তাতে যদি শিকার হত না হয়, তাহলে আহত অবশ্যই হয়। দুষ্ট দৃষ্টি হল অঙ্গারের ন্যায়, তা যদি কোন শুষ্ক খড়ের গাদায় পড়ে, তাহলে তার ফলে সমস্ত খড় না পুড়লেও কিছুটা পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়।

চক্ষু এমন এক অঙ্গ, যার দ্বারা বিপত্তির সূচনা হয়। চোখাচোখি থেকে শুরু হয়, কিন্তু শেষ হয় গলাগলিতে। এই ছোট্ট অঙ্গার টুকরা থেকেই সূত্রপাত হয় সর্বগ্রাসী বড় অগ্নিকান্ডের। আরবী কবি বলেছেন,

كل الحوادث مبدأها من النظر ... ومعظم النار من مستصغر الشرر

كم نظرة فتكت في قلب صاحبها ... فتك السهام بلا قوس ولا وتر

والمرء ما دام ذا عين يقلبها ... في أعين الغيد موقوف على الخطر

يسر مقلته ما ضر مهجته ... لا مرحباً بسرور عاد بالضرر

অর্থাৎ,সমস্ত (যৌন) দুর্ঘটনার সূত্রপাত দৃষ্টি থেকেই হয়। অধিকাংশ অগ্নিকান্ড ঘটে ছোট্ট অঙ্গার থেকেই।

কত দৃষ্টি তার কর্তার হৃদয়কে ধ্বংস করেছে, ধনুক ও তারহীন তীরের মতো।

চোখ-ওয়ালা মানুষ যতক্ষণ কামিনীদের চোখে চোখ রেখে বারবার দৃষ্টিপাত করে, ততক্ষণ সে বিপদের উপর দন্ডায়মান থাকে।

যে জিনিস তার আত্মার জন্য ক্ষতিকর, তাই দিয়ে নিজের চক্ষুকে খোশ করে। অথচ সেই খুশীকে কোন স্বাগতম নয়, যার পরিণাম হল ক্ষতি।

দৃষ্টিতে যে বিপত্তি সৃষ্টি হয়, তার বিভিন্ন পর্যায় বর্ণনা ক'রে অন্য এক কবি বলেছেন,

نظرة فابتسامة فسلام ... فكلام فموعد فلقاء

অর্থাৎ, প্রথমে দৃষ্টি, তারপর মুচকি হাসি, তারপর সালাম। তারপর বাক্যালাপ, তারপর ওয়াদা, তারপর মিলন (ব্যভিচার)।

কাম-নজর ইবলীসের তীররাশির একটি তীর। নজর হল ব্যভিচারের পোস্ট্-অফিস।

চোরা চাহনিতে মন চুরি করে। মনে বাসনা সৃষ্টি করে, প্রেম সঞ্চার করে। চোখ ও দৃষ্টির কথাই কবি বলেছেন,

"আঁখি ও তো আঁখি নহে, বাঁকা ছুরি গো
কে জানে সে কার মন করে চুরি গো!"

প্রেম জগতে চক্ষু কথা ব'লে এমন বিষয় বুঝিয়ে থাকে, যা জিহ্বা প্রকাশ করতে অক্ষম। চোখের কোণেই আছে যাদুর রেখা।

"নয়না এখানে যাদু জানে সখা এক আঁখি ইশারায়
লক্ষ যুগের মহা-তপস্যা কোথায় উবিয়া যায়!"

'নজরবাণ' মেরে অনেকে অনেককে ঘায়েল ক'রে থাকে। চোরা চাহনিতে অনেকেই বুঝিয়ে থাকে গোপন প্রণয়ের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত।

"--গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি; ছল করে দেখা অনুখন,
--চপল মেয়ের ভালোবাসা তার কাঁকন চুড়ির কন্‌কন্‌।"

দৃষ্টিতে ব্যভিচার হয়। সুতরাং এ দৃষ্টি বড় সাংঘাতিক বিপত্তিময়। যার জন্যই আল্লাহপাক বলেন,

[قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ

بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ]

"মুমিন পুরুষদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে (নজর ঝুকিয়ে চলে) এবং তাদের যৌনাঙ্গকে সাবধানে সংযত রাখে; এটিই তাদের জন্য উত্তম। ওরা যা করে, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। আর মুমিন নারীদেরকে বল, তারাও যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে ও লজ্জাস্থান সংরক্ষা করে---।" *(নূরঃ ৩০-৩১)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "(কোন রমণীর উপর তোমার দৃষ্টি পড়লে তার প্রতি) বারবার দৃক্‌পাত করো না। বরং নজর সত্বর ফিরিয়ে নিও।" *(সহীহ তিরমিযী ২২২৮, ২২২৯নং)* যেহেতু "চক্ষুও ব্যভিচার করে এবং তার ব্যভিচার হল (কাম)দৃষ্টি।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৮৬নং)*

সুতরাং যা দেখা হারাম, তা খুলে রাখাও হারাম এবং ঢাকা ওয়াজেব। তাই এ পুরুষ নিজ দৃষ্টিকে মহিলার ছবি থেকেও সংযত রাখবে এবং মহিলা নিজেকে পরপুরুষের দৃষ্টি থেকে আড়ালে রাখবে। যাতে একহাতে তালি নিশ্চয়ই বাজবে না। আর এই বড় বিপদ সৃষ্টিকারী অঙ্গ চোখটি থাকে চেহারায়। চোখাচোখি যাতে না হয়, তাই তো নারীর জন্য জরুরী তার চেহারাকেও গোপন করা।

২। যাঁরা বলেন, 'মহিলার মাথা ও চুল ঢাকা জরুরী, কিন্তু চেহারা ঢাকা জরুরী নয়।' তাঁদের এ কথা বড় আজীব। সাধারণ মানুষেও জানে যে, মহিলার চুলের চাইতে চেহারা বেশি সুন্দর। চুল তো শুধু চুলই। আর চেহারায় আছে ললাট, (অনেকের ললাটে টিপ), আছে ভ্রূ, (অনেকের ভ্রূ থাকে সরু এক ফালি চাঁদের মতো চাঁছা), আছে চোখ (আর তাতে আছে কাজল, চঞ্চল চাহনি ও ইশারা এবং পলকের স্পন্দন), আছে নাক, আছে গোলাপী ওষ্ঠাধর, আছে গাল, (তাও হয়তো পালিশ করা), রৌপ্যসদৃশ দাঁতকপাটি আছে, আছে মিষ্টি হাসি। আর হাসিতেই ফাঁসি! মুখমন্ডলে এত কিছু থাকার পরেও তা ঢাকা তাঁদের কাছে জরুরী নয়!

তাঁরা যখন কোন মহিলা পছন্দ করেন, তখন কি চুল দেখে করেন, নাকি চেহারা দেখে?

যখন বলা হয়, 'মেয়েটা বড় সুন্দরী।' তখন কি তার চুল দেখে 'সুন্দরী' বলা হয়, নাকি চেহারা দেখে?

তাহলে কোন্‌টা ঢাকা বেশি জরুরী? যদি চুল ঢাকা জরুরী হয়, তাহলে চেহারা ঢাকা আরো বেশি জরুরী।

৩। একদা মার্কেটে দুই মহিলা মার্কেট করছিল। তারা বোরকা পরেছিল, কিন্তু মুখের পর্দা মাথার উপর চাপানো ছিল এবং মেকাপ করা তাদের সুন্দর মুখখানা দেখা যাচ্ছিল। এক দ্বীনী ভাই নসীহত করার উদ্দেশ্যে তাদের কাছে

গিয়ে বললেন, 'আপা! কিছু মনে করবেন না। আপনারা বোরকা পরেছেন, মা-শাআল্লাহ খুব ভাল কাজ করেছেন। কিন্তু চেহারাটা খোলা কেন?

অপেক্ষাকৃত বয়স্ক মহিলাটি বলল, 'চেহারা ঢাকা জরুরী নয়।'

---কে বলেছে আপনাদেরকে?

---টিভিতে শুনেছি, একজন বড় মওলানা বলছিলেন, 'চেহারা খুলে রাখা চলবে।'

---বেশ মওলানার কথা বাদ দেন। এখন আপনিই বলুন, পুকুরে যদি মাছ থাকে। পুকুরের চারিদিক বন্ধ থাকে। কিন্তু নালার শামিলে পুকুরের মোহনা যদি খোলা থাকে, তাহলে মাছ কি পুকুরে থাকবে, নাকি বেরিয়ে যাবে?

---অবশ্যই বেরিয়ে যাবে।

---তাহলে আপনার মা-শাআল্লাহ সব ঢাকা আছে। কিন্তু 'মোহনা' খোলা আছে, তাহলে পর্দার কি দাম থাকবে?

মহিলা দু'টি আর তর্ক না ক'রে চেহারার পর্দা ফেলে নিল। আল্লাহ তাদেরকে 'জাযায়ে খাইর' দান করুন।

৪। এ ব্যাপারে সকল উলামা একমত যে, পর্দায় নবী-পত্নীদের চেহারা ঢাকা ওয়াজেব। অন্য আয়াত অনুযায়ী সে ওয়াজেব প্রমাণ হয়। তাহলে যে আয়াতে নবী-পত্নী, নবী-কন্যা ও মুমিনদের মহিলাকে একই সাথে 'জিলবাব' বা চাদর টেনে নিতে বলা হয়েছে, তাতে নবী-পত্নীদের বিধান এক রকম আর মু'মিন নারীদের বিধান অন্য রকম হবে কেন?

৫। যে আয়াতে উম্মুল মু'মিনীনদেরকে পরিপূর্ণ দেহ আবৃত ক'রে পর্দা করতে বলা হয়েছে, সে আয়াতের নির্দেশ বহাল থাকার পর অন্য আয়াতের নির্দেশে চেহারা ব্যতিক্রান্ত হবে কেন?

৬। জিলবাবের আয়াতে এ কথা স্পষ্ট যে, তা স্বাধীন ও ক্রীতদাসী মহিলার মাঝে পার্থক্য সূচিত করার লক্ষ্যে অবতীর্ণ হয়েছিল। পরন্তু সে যুগে মুখ ঢাকার রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। জাহেলী যুগেও স্বাধীন সতী মহিলারা পর্দায় মুখ ঢেকে রাখত। যেমন তাদের এক কবি সাবরাহ বিন আম্র আল-ফাক্বআসীর কবিতায় সে কথা স্পষ্ট,

ونسوتكم في الروع باد وجوهها ... يخلن إماءاً والإماء حرائر

অর্থাৎ, যুদ্ধ বা ত্রাসের সময় তোমাদের মেয়েদের চেহারা খোলা থাকে। ফলে তাদেরকে বাঁদী মনে হয় এবং বাঁদীকে স্বাধীনা মনে হয়।

কবি তার প্রতিপক্ষের সমালোচনা করতে গিয়ে তাদের মহিলাদের অবস্থা বর্ণনা করেছে। যাতে বুঝা যায়, সে যুগে সতী স্বাধীন মহিলারা মুখ ঢেকে পর্দা করত।

অতঃপর কুরআন অবতীর্ণ হল সেই নির্দেশ দিয়ে, যা তাদের নিকট স্বতঃসিদ্ধ রেওয়াজ ছিল। আর তা এই যে, স্বাধীন সতী মহিলারা ‘জিলবাব’-এর কিয়দংশ নিজেদের (চেহারা ও বক্ষঃস্থলের) উপর টেনে নেবে। তাহলে তাদেরকে বাঁদী-দাসী থেকে পৃথক করা সহজ হবে এবং তারা ইভটিজারদের ইভটিজিং-এর শিকার হবে না।

৭। কোন কোন তফসীরে এ কথা স্পষ্ট করা হয়েছে যে, কোন মুনাফিক মুসলিম মহিলাদেরকে উত্যক্ত করত। যখন তার প্রতিবাদ করা হল, তখন সে বলল, ‘আমি ওকে বাঁদী মনে করেছিলাম।’ সুতরাং মহান আল্লাহ মুসলিম মহিলাদেরকে আদেশ দিলেন যে, তারা যেন বাঁদীর পোশাক-পরিচ্ছদ বর্জন করে এবং তারা মাথার উপর ‘জিলবাব’ ব্যবহার ক’রে তার একাংশ দ্বারা মুখমন্ডল আবৃত করে। আর পথ দেখার জন্য একটি চোখ বের ক’রে রাখে।

৮। নারীর চেহারাই হল তার সর্ব-সৌন্দর্যের কেন্দ্রস্থল। চেহারাই হল রমণীর শিরোনাম ও তার রমণীয়তার সবচেয়ে বড় নিদর্শন। পর্দায় তা ঢাকা না হলে ‘পর্দা’ আবার কী জিনিস?

চেহারায় আছে মহিলার (চক্ষুর) লজ্জাশীলতা। চেহারা খোলা গেলে সেই লজ্জাশীলতা হারিয়ে যাবে এবং তখন ধীরে ধীরে অন্যান্য অঙ্গও খুলতে আর সংকোচ হবে না।

৯। চেহারা পর্দার শামিল নয়, সে কথার দলীল আছে তফসীরে। কিন্তু চেহারা পর্দায় শামিল, সে কথারও দলীল আছে তফসীরে।

এই মতানৈক্যের সময় যদি অসূলের দিকে রুজু করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, সেখানে দু’টি কায়েদাহ আছে, যার ভিত্তিতে চেহারা পর্দায় শামিল হয়ে যাবে।

(ক) একই বিষয়ে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় প্রকার দলীল বর্ণিত হলে ইতিবাচক দলীল প্রাধান্য পাবে।

সুতরাং যে দলীলে বলা হয়েছে চেহারা পর্দায় শামিল নয়, সে নেতিবাচক দলীলের উপর ইতিবাচক দলীল প্রাধান্য পাবে, যাতে বলা হয়েছে, চেহারা পর্দার শামিল।

(খ) বৈধকারী ও অবৈধকারী উভয় প্রমাণ থাকলে অবৈধকারী প্রমাণকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

সুতরাং যে প্রমাণে চেহারা খোলা বৈধ বলা হয়েছে, সে প্রমাণ প্রাধান্য পাবে না। পক্ষান্তরে যে প্রমাণে বলা হয়েছে, চেহারা খোলা অবৈধ, সে প্রমাণ প্রাধান্য পাবে। কারণ এতে আছে অধিক পূর্বসতর্কতামূলক ব্যবস্থা।

১০। “তারা যা সাধারণতঃ প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য যেন প্রদর্শন না করে।” *(নূরঃ ৩১)*

উক্ত আয়াতে ব্যতিক্রান্ত সৌন্দর্য কী?

সৌন্দর্যের আরবী ব্যবহার হয়েছে ‘যীনাহ’। আর ‘যীনাহ’ বলা হয় বাহ্যিক অতিরিক্ত সৌন্দর্যকে। নারীর দৈহিক কোন সৌন্দর্যকে ‘যীনাহ’ বলা হয় না।

যে জিনিসের ‘যীনাহ’, ‘যীনাহ’ সেই জিনিসেরই কোন অংশ নয়। বরং সে জিনিস থেকে পৃথক অন্য জিনিস।

আল-কুরআনে একাধিক স্থানে বাহ্যিক সৌন্দর্যের অর্থেই ‘যীনাহ’ শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। যেমনঃ-

[يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ * قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ]

অর্থাৎ, হে আদমের বংশধরগণ! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় (যীনাহ) সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান কর। পানাহার কর, কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না। বল, ‘আল্লাহ স্বীয় দাসদের জন্য যে সব (যীনাহ) সুশোভন বস্তু ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, তা কে নিষিদ্ধ করেছে?’ বল, ‘পার্থিব জীবনে বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে এ সমস্ত তাদের জন্য, যারা বিশ্বাস করে।’ এরূপে আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করি। *(আ’রাফঃ ৩১-৩২)*

[وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْ الْعَذَابَ الأَلِيمَ] (٨٨) سورة يونس

অর্থাৎ, মূসা বলল, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ফিরআউন ও তার পারিষদবর্গকে পার্থিব জীবনের (যীনাহ) শোভা ও সম্পদ দান করেছ। হে আমাদের প্রতিপালক! যার কারণে তারা তোমার পথ হতে (মানুষকে) বিভ্রান্ত করে। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের ধন-সম্পদ নিশ্চিহ্ন ক’রে দাও এবং তাদের অন্তরকে কঠিন ক’রে দাও, যাতে তারা যন্ত্রণাময় শাস্তি না দেখা পর্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন না করতে পারে।’ *(ইউনুসঃ ৮৮)*

[وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ] (٨) سورة النحل

অর্থাৎ, তোমাদের আরোহণের জন্য ও (যীনাহ) শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা। আর তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু, যা তোমরা অবগত নও। *(নাহল ঃ ৮)*

[إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا] (٧) سورة الكهف

অর্থাৎ, পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে আমি সেগুলিকে ওর (যীনাহ) শোভা করেছি মানুষকে এই পরীক্ষা করবার জন্য যে, তাদের মধ্যে কর্মে কে উত্তম। *(কাহফ ঃ ৭)*

[وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا] (٢٨) سورة الكهف

অর্থাৎ, তুমি নিজেকে তাদেরই সংসর্গে রাখ, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে তাঁর মুখমন্ডল (দর্শন বা সন্তুষ্টি) লাভের উদ্দেশ্যে আহবান করে এবং তুমি পার্থিব জীবনের (যীনাহ) শোভা কামনা করে, তাদের দিক হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না। আর তুমি তার আনুগত্য করো না, যার হৃদয়কে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী ক'রে দিয়েছি, যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে। *(ঐ ঃ ২৮)*

[الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا] (٤٦) سورة الكهف

অর্থাৎ, ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্তুতি পার্থিব জীবনের (যীনাহ) শোভা। আর সৎকার্য, যার ফল স্থায়ী ওটা তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং আশা প্রাপ্তির ব্যাপারেও উৎকৃষ্ট। *(ঐ ঃ ৪৬)*

[قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى] (٥٩) سورة طه

অর্থাৎ, মূসা বলল, 'তোমাদের নির্ধারিত সময় (যীনাহ) সাজসজ্জার (উৎসবের) দিন এবং সেই দিন পূর্বাহ্নে জনগণকে সমবেত করা হবে।' *(ত্বা-হা ঃ ৫৯)*

[قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ] (٨٧) سورة طه

অর্থাৎ, ওরা বলল, 'আমরা তোমার সাথে কৃত অঙ্গীকার স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি, বরং আমাদেরকে সম্প্রদায়ের (যীনাহ) অলঙ্কারের ভার বহন

করতে দেওয়া হয়েছিল, পরে আমরা তা আগুনে নিক্ষেপ করেছিলাম; অতঃপর সামেরীও ঐরূপ নিক্ষেপ করেছিল। *(ঐ ঃ ৮৭)*

[وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ] (٦٠) النور

অর্থাৎ, বৃদ্ধ নারী; যারা বিবাহের আশা রাখে না, তাদের জন্য অপরাধ নেই; যদি তারা তাদের (যীনাহ) সৌন্দর্য প্রদর্শন না ক'রে তাদের বহির্বাস খুলে রাখে। তবে এ থেকে তাদের বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। *(নূর ঃ ৬০)*

[إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ] (٦) سورة الصافات

অর্থাৎ, আমি তোমাদের নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা (যীনাহ) সুশোভিত করেছি। *(স্বাফ্ফাত ঃ ৬)*

[اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ] (٢٠) سورة الحديد

অর্থাৎ, তোমরা জেনে রেখো যে, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, (যীনাহ) জাঁকজমক, পারস্পরিক গর্ব প্রকাশ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। *(হাদীদ ঃ ২০)*

[فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ] (٧٩) سورة القصص

অর্থাৎ, কারূন তার সম্প্রদায়ের সম্মুখে (যীনাহ) জাঁকজমক সহকারে বের হল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত, তারা বলল, 'আহা! কারূনকে যা দেওয়া হয়েছে, সেরূপ যদি আমাদেরও থাকত; প্রকৃতই সে মহা ভাগ্যবান।' *(ক্বাস্বাস ঃ ৭৯)*

অতএব 'যা প্রকাশ পায় তা ছাড়া' বলে যে ব্যতিক্রান্ত করা হয়েছে, তা চেহারা ও হাত নয়। বরং সাজ-সজ্জায় গৃহীত অন্যান্য (যীনাহ) সৌন্দর্য, যা মহিলার দেহাঙ্গ ছাড়া অন্য জিনিস। যেমন অলংকার, প্রসাধন, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি।

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ বলেছেন, 'যীনাহ মানে কাপড়।' *(তফসীর ত্বাবারী)*

পক্ষান্তরে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে যে বর্ণনায় 'যীনাহ' অর্থে 'চেহারা ও হাত' বলা হয়েছে, তা শুদ্ধ নয়।

১১। জিলবাব (বড় চাদর, যা বর্তমানে মুরিতানিয়া ও সুদানের বহু মুসলিম মহিলা ব্যবহার ক'রে থাকে) কীভাবে ব্যবহার করা হবে?

এ ব্যাপারে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ মু'মিন মহিলাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যখন নিজেদের প্রয়োজনে নিজেদের ঘর থেকে বাইরে যাবে, তখন তারা তাদের মাথায় 'জিলবাব' রেখে নিজেদের চেহারা আবৃত ক'রে নেবে এবং একটিমাত্র চোখ বের ক'রে রাখবে।

অনুরূপ বর্ণিত আছে আবীদাহ সালমানী হতে। যাতে ঘোমটা দিয়ে চেহারা ঢাকার অর্থ পাওয়া যায়।

ইবনে হায্‌ম বলেছেন, যে আরবের ভাষায় আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে সম্বোধন করেছেন, সেই ভাষায় 'জিলবাব' হল, সেই জিনিস, যা দিয়ে সারা শরীর ঢাকা যায়, শরীরের কিছু অংশ নয়।

১২। মহান আল্লাহ বলেছেন,

[وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ] (٣١) سورة النـور

অর্থাৎ, তারা যেন এমন সজোরে পদক্ষেপ না করে, যাতে তাদের গোপন আভরণ প্রকাশ পেয়ে যায়। *(নূরঃ ৩১)*

যাতে মহিলার সেই শব্দ শুনে কামলোলুপ পুরুষদের মনে কামনা না জাগে। পায়ের মল, তোড়া, নুপূর, ঘুঙুর ইত্যাদির শব্দ পেয়ে মহিলার প্রতি পুরুষের সুপ্ত কামনা যেন জাগ্রত না হয়। মহিলার হিফাযতের নিখুঁত ব্যবস্থা করা হয়েছে তার অলংকারের শব্দ প্রকাশ করতে নিষেধ করার মাধ্যমে। তাহলে এটা কী জ্ঞানে ধরার কথা যে, মহান আল্লাহ মহিলাকে তার অলংকারের শব্দ গোপন করতে বলেছেন এবং চেহারা ও হাত খুলে রাখতে অনুমতি দিয়েছেন?

১৩। ইহরাম অবস্থায় মুহরিম মহিলা চেহারা ঢাকবে না। কিন্তু বেগানা পুরুষ সামনে এলে মুখ ঢেকে পর্দা করতে হবে।

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) 'কাফেলা আমাদের সামনে বেয়ে পার হত, তখন আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে ইহরাম অবস্থায় থাকতাম। তারা যখন আমাদের সামনাসামনি হত, তখন আমাদের প্রত্যেকে তার চাদরকে মাথার উপর থেকে চেহারায় টেনে নিত। তারপর তারা পার হয়ে গেলে আমরা চেহারা খুলে নিতাম।' *(আহমাদ ৬/৩০, আবূ দাউদ ১৮৩৩, বাইহাক্বী ৫/৪৮, ইবনে খুযাইমাহ ৪/২০৪)*

ফাত্বিমাহ বিন্তিল মুনযির বলেন, 'আসমা বিন্তে আবী বাক্‌র সিদ্দীকের সাথে ইহরাম অবস্থায় আমরা আমাদের চেহারা ঢাকতাম।' *(মুঅত্ত্বা মালেক ২/৩২৮, ইবনে খুযাইমাহ ৪/২০৪, হাকেম ১/৪৫৪)*

১৪। মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র চরিত্রে কলঙ্ক রটার হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি সাফওয়ানের সামনে মুখ ঢেকেছিলেন।

সুতরাং মুসলিম নারীর উচিত, নিজের চেহারা ঢেকে পর্দা করা। চেহারা না-ঢাকা পর্দা পূর্ণ পর্দা নয়।

চেহারা খোলা জায়েযের দলীল ও তার খন্ডন

১। ইবনে আব্বাসের তফসীর। 'ইল্লা মা যাহারা মিনহা' অর্থাৎ, চেহারা ও দুই হাত। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এটি সহীহ নয়। পরন্তু তাঁর নিকট থেকে অন্য বর্ণনা পাওয়া যায়, যাতে বুঝা যায় যে, চেহারা পর্দায় শামিল।

২। হজ্জের সময় কুরবানীর দিন খাষআম গোত্রের এক সুন্দরী যুবতী নবী ﷺ-এর নিকট এসে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করল, 'আমার আব্বা (দাদা) খুবই বৃদ্ধ হয়ে গেছে এবং তার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে। কিন্তু সে সওয়ারীতে বসে থাকতে পারবে না। আমি যদি তার তরফ থেকে হজ্জ করি, তাহলে যথেষ্ট হবে কি?' নবী ﷺ বললেন, "তুমি তোমার আব্বার তরফ থেকে হজ্জ কর। (যথেষ্ট হবে।)"

সেই সময় ফায্‌ল ইবনে আব্বাস তাঁর পিছনে সওয়ারীর উপর বসে ছিলেন। তিনি ঐ যুবতীর দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। তা দেখে নবী ﷺ তাঁর মুখটা হাতে ক'রে ঘুরিয়ে দিলেন। আলী বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি আপনার চাচাতো ভাইয়ের মুখটা ফিরিয়ে দিলেন কেন?' তিনি বললেন, "যুবক-যুবতীকে (তাকাতাকি করতে) দেখলাম এবং শয়তান থেকে তাদেরকে নিরাপদ মনে করলাম না।" *(আহমাদ, বুখারী, মুসলিম)*

এখান থেকে প্রমাণ হয় যে, খাষআমী যুবতীর চেহারা খোলা ছিল। ফায্‌ল তার দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। নবী ﷺ তাঁর চেহারা ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু যুবতীকে চেহারা ঢাকতে আদেশ করলেন না। তার মানে চেহারা খুলে রাখা জায়েয।

জবাব ঃ-

(ক) প্রথমতঃ মহিলাটি মুহরিমা ছিল। আর ইহরাম অবস্থায় চেহারা খুলে রাখতে হয়। সেই হিসাবেই হয়তো সে খুলে রেখেছিল।

(খ) মহিলাটির সঙ্গে তার আব্বা ছিল। সে চাচ্ছিল, তাকে নবী ﷺ বিবাহ ক'রে স্ত্রী বানিয়ে নেন। *(আবূ য়্যা'লা, ফাতহুল বারী ৪/৬১)* সুতরাং দেখানোর উদ্দেশ্যেই তার চেহারা খুলে রাখা হয়েছিল।

(গ) উক্ত হাদীসে স্পষ্ট নয় যে, মহিলাটির চেহারা খোলা ছিল। হয়তো বা তার আকার-আকৃতি সুন্দর ছিল বলে 'সুন্দরী' বলা হয়েছে এবং ফায্ল তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। *(আস-স্বারিমুল মাশহূর আলাত তাবার্রুজি অস-সুফূর, তুওয়াইজিরী ২৩২পৃঃ)*

অথবা মহিলার অসতর্ক অবস্থায় চেহারার ঘোমটা সরে গেলে বর্ণনাকারী আচমকা দেখে নিয়ে 'সুন্দরী' আখ্যায়ন করেছেন। তাতে চেহারা খোলার বৈধতা প্রমাণ হয় না।

(ঘ) নবী ﷺ মহিলাটিকে তার চেহারা ঢেকে নিতে আদেশ করেছেন---এ প্রমাণ যেমন নেই, তেমনি এ প্রমাণও নেই যে, তিনি তাকে চেহারা ঢাকতে আদেশ করেননি। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রে বৈধতা ও অবৈধতার প্রমাণ এ ঘটনা থেকে নেওয়া যায় না।

৩। ঈদের দিন নবী ﷺ নামায পড়লেন। অতঃপর খুতবা দিলেন। অতঃপর বিলালকে সঙ্গে নিয়ে তিনি মহিলাদের কাছে এলেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহর তাক্বওয়া আনতে ও তাঁর আনুগত্য করতে আদেশ করলেন। তারপর তিনি বললেন, "তোমরা সাদকাহ কর। কারণ তোমাদের অধিকাংশই জাহান্নামের ইন্ধন।" এ কথা শুনে গালে মেচেতা-পড়া একজন নিম্ন শ্রেণীর মহিলা বলে উঠল, 'তা কেন হে আল্লাহর রসূল?' তারপর আল্লাহর রসূল ﷺ তার কারণ বর্ণনা করলেন। *(আহমাদ, বুখারী, মুসলিম প্রমুখ)*

উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী দেখেছেন, মেয়েটির গালে কালো দাগ ছিল। আর তার মানেই তার চেহারা খোলা ছিল। অতএব চেহারা খোলা জায়েয।

জবাব ঃ-

(ক) মহিলাটি সাজ-সজ্জা বর্জনকারিণী ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর সন্তানের প্রতিপালন তাকে দুঃখ ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ক'রে রেখেছিল। তাই তার গালে কালো দাগ মেচেতা পড়ে গিয়েছিল। সম্ভবতঃ সে বৃদ্ধা ছিল অথবা কুৎসীৎ ছিল। যার ব্যাপারে বিধান হল,

[وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ] (٦٠) النور

অর্থাৎ, বৃদ্ধ নারী; যারা বিবাহের আশা রাখে না, তাদের জন্য অপরাধ নেই; যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না ক'রে তাদের বহির্বাস খুলে রাখে। তবে এ থেকে তাদের বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। *(নূর ঃ ৬০)*

(খ) সম্ভবতঃ এ ঘটনা পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার ছিল। জ্ঞাতব্য যে, পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয় সন তিন, চার বা পাঁচ হিজরীতে। আর ঈদের নামায দ্বিতীয় হিজরীতে।

(গ) অথবা সে মহিলা বাঁদী ছিল। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে, 'নিম্নশ্রেণীর মহিলা'। আর ক্রীতদাসী বাঁদীর চেহারা ঢাকা ওয়াজেব নয়।

(ঘ) নিম্ন মানের মহিলা বলতে ক্ষেপী টাইপের মহিলাও উদ্দেশ্য হতে পারে, যে নিজের পর্দা সর্বদা ঠিক রাখতে পারে না। কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে, 'সে জ্ঞানী মহিলা ছিল না।' *(আহমাদ ১/৪৩৬, আবূ য়্যা'লা ৫২৮৪নং, ইবনে হিব্বান ৩৩২৩নং প্রমুখ)*

(ঙ) মহিলাটির চেহারা হয়তো অনিচ্ছাকৃতভাবে সাময়িক খোলা ছিল। বিশেষ ক'রে ঘোমটার ফাঁকে অনেক সময় মহিলার অসাবধানতায় চেহারা দেখা যাওয়াটা স্বাভাবিক।

(চ) মহিলাটির চেহারা খোলা থাকার কথা কেবল জাবের ؓ-এর বর্ণনায় পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে ইবনে মাসঊদ, ইবনে উমার, ইবনে আব্বাস, আবূ হুরাইরা ও আবূ সাঈদ খুদরী ؓ-দের বর্ণনায় চেহারা খোলার কথা পাওয়া যায় না। এ থেকে বুঝা যায় যে, জাবের ؓ হয়তো আচমকা ক্ষণিকের জন্য তার চেহারা দেখে ফেলেছেন।

সুতরাং এ ঘটনা থেকে প্রমাণ হয় না যে, চেহারা খোলা জায়েয।

৪। এক মহিলা এসে বলল, "হে আল্লাহর রসূল! আমি নিজেকে আপনার জন্য হেবা করতে এসেছি।" সুতরাং তিনি তাঁর দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে দেখলেন। *(বুখারী ৫০৩০, মুসলিম ৩৫৫৩নং)*

মহিলাটির চেহারা খোলা ছিল এবং নবী ﷺ তার দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তার মানে চেহারা দেখানো জায়েয।

জবাব ঃ-

(ক) বিবাহের উদ্দেশ্যে মহিলার চেহারা দেখা বা দেখানো জায়েয---এ কথা সবাই মানে। মহিলাটির ইচ্ছা ছিল, নবী ﷺ তাকে বিবাহ করুন। সুতরাং এ ক্ষেত্রে চেহারা খোলা হারাম নয়।

(খ) অনেকে বলেছেন, মহিলাটির চেহারা খোলা ছিল, হাদীসে সে কথা স্পষ্ট নয়। সম্ভবতঃ সে পর্দায় চেহারা ঢেকে ছিল। নবী ﷺ লেবাসের

উপরেই তার দৈর্ঘ্য, সুস্বাস্থ্য ইত্যাদি গভীরভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। সুতরাং এতে চেহারা খোলা জায়েযের দলীল নেই।

(খ) সম্ভবতঃ এ ঘটনা পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার ছিল।

(গ) নবী ﷺ-এর জন্য সকল মহিলার প্রতি দৃষ্টিপাত বৈধ ছিল এবং এটা ছিল তাঁর একটা বিশেষত্ব। *(ফাতহুল বারী ৯/২১০)*

৫। মুহরিম মহিলার চেহারা ঢাকা ও হাতে দস্তানা পরা বৈধ নয়। যদি তা ঢাকা ওয়াজেব হত, তাহলে ইহরামেও খোলা হারাম হত।

জবাব ঃ-

প্রথমতঃ উক্ত দলীল থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, নবী ﷺ-এর যামানায় মহিলারা চেহারায় পর্দা ও হাতে দস্তানা পরত। আর তার জন্য ঐ নিষেধাজ্ঞা এসেছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, বেগানা পুরুষ সামনে এলেও খুলে রাখতে হবে। মুহরিম পুরুষ যেমন মাথা ঢাকতে পারে না, তেমনি মুহরিম মহিলা নিরিবিলিতেও চেহারা ও হাত ঢাকতে পারে না। কিন্তু বেগানা পুরুষ সামনে এলে তাকে অবশ্যই পর্দা করতে হবে। যেমন মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) করতেন।

মুহরিম পুরুষ যেরূপ জামা ও পায়জামা পরতে পারে না, কিন্তু দু'টি চাদর দিয়ে নিজের দেহ ও লজ্জাস্থান ঢাকতে পারে, অনুরূপ মুহরিম মহিলা 'নিক্বাব' দ্বারা মুখ বাঁধতে পারে না, কিন্তু অন্য শ্রেণীর কাপড় দিয়ে চেহারায় পর্দা করতে পারে।

৬। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা আসমা বিন্তে আবু বাকর পাতলা কাপড় পরে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সামনে এলে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, "হে আসমা! মহিলার যখন মাসিক শুরু হওয়ার বয়সে পৌঁছে, তখন থেকে তার এই এই অঙ্গ ছাড়া অন্য কিছু দেখা যাওয়া ঠিক নয়।" এ কথা বলে তিনি নিজের চেহারা ও হাত-দু'টির দিকে ইশারা করলেন। *(আবূ দাউদ ৪১০৬নং)*

জবাব ঃ-

(ক) উক্ত হাদীসটি শুদ্ধ নয়।

(গ) এটা কীভাবে সম্ভব যে, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ঐ চেহারা খোলার হাদীস বর্ণনা করছেন। আর নিজে বেগানা দেখে চেহারা ঢাকছেন? তাও সেই অবস্থায়, যে অবস্থায় চেহারা ঢাকা বৈধ নয়।

তাছাড়া আসমা নিজেও ইহরাম অবস্থায় চেহারা ঢাকতেন। ফাত্বিমাহ বিন্তিল মুনযির বলেন, 'আসমা বিন্তে আবী বাক্র সিদ্দীকের সাথে ইহরাম

অবস্থায় (বেগানারা সামনে) আমরা আমাদের চেহারা ঢাকতাম।' *(মুঅত্ত্বা মালেক ২/৩২৮, ইবনে খুযাইমাহ ৪/২০৪, হাকেম ১/৪৫৪)*

৭। আব্দুল্লাহ বিন উমার বলেছেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ-এর যুগে নারী-পুরুষ একই পাত্রে ওযূ করত। এক সাথেই পাত্র থেকে পানি নিতে শুরু করত।' *(আহমাদ)*

পাশ্চাত্যের হাওয়া লাগা মাথা-ওয়ালারা এখান থেকে দলীল খুঁজে পেয়েছে যে, তাহলে নবী ﷺ-এর যুগে নারী-পুরুষ একত্রে এক পাত্রে ওযূ করত এবং মহিলারা পুরুষদের সামনে কনুই পর্যন্ত খুলে হাত ধুতো! তাহলে তো মহিলাদের পুরুষ-মহলে গুঁতোগুঁতি করা জায়েয!

জবাব ঃ-

আলোকপ্রাপ্ত ভদ্রলোকেরা এ কথা জানেন যে, নবী ﷺ-এর যুগে মসজিদে কোন ওযূখানা ছিল না, যেখানে নারী-পুরুষ একত্রে ওযূ করতে পারে। তিনি তো সাধারণ হামামখানায় মহিলাকে যেতে নিষেধ করেছেন।

নারী-পুরুষের 'এক পাত্রে' ওযূ করার মানে, বাড়িতে স্বামী-স্ত্রী একই পাত্রের পানি নিয়ে ওযূ করত। তার মানে স্বামী-স্ত্রীর এক পাত্রের পানিতে ওযূ করা বৈধ ছিল। মহিলা যে পাত্রের পানি ব্যবহার করেছে, সেই পাত্রের বকেয়া পানি দ্বারা পুরুষের ওযূ-গোসল মকরূহ নয়। অথবা এক পাত্র থেকে উভয়ের এক সাথে পানি তুলে নিয়ে ওযূ-গোসল করা মকরূহ নয়।

এই বুঝ নিয়েই ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে শিরোনাম বেঁধেছেন, 'নিজ স্ত্রীর সাথে পুরুষের ওযূ করার...... বাব।' *(বুখারী ১৯৩নং হাদীস)*

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন, 'আমি এবং আল্লাহর রসূল একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতাম। অপবিত্র অবস্থায় আমাদের হাত তাতে আগাপিছা হত। হাতে হাত লাগত। আমি বলতাম, 'আমার জন্য পানি রাখুন।' আর উনি বলতেন, 'আমার জন্য পানি রাখ।' *(বুখারী ২৬১, মুসলিম ৭৫৭নং প্রমুখ)*

কিছু মানুষ আছে, যারা নিজেদের মস্তিষ্ক-প্রসূত মতকে প্রমাণ করার জন্য কুরআন-হাদীসের বাক্যের নিজের মনমতো ব্যাখ্যা করে। পাঠকের হয়তো অভিজ্ঞতা থাকবে, চিল্লা, মীলাদ, কিয়াম, ফরয নামাযের পর হাত তুলে জামাআতী মুনাজাত প্রভৃতি প্রমাণ করার জন্য এক শ্রেণীর উলামা কীভাবে পাঁয়তারা করেন?

আলোকপ্রাপ্ত ভদ্রলোকেরাও তাঁদের মহিলাদেরকে আলোকপ্রাপ্তা ও পর্দামুক্ত করার জন্য হাদীস থেকে প্রমাণ পেশ ক'রে হক্কানী উলামাদের টক্করে হাস্যকরভাবে হোঁচট খাচ্ছেন। বরং তাঁরা যদি দলীল পেশ না করেই

আলোকপ্রাপ্ত হতেন, তাহলে কমসে-কম তাঁদের শিক্ষাগত মান-ইজ্জতটাও রক্ষা পেত।

পর্দা সম্বন্ধে নানা সন্দেহ ও তার নিরসন

পর্দা অন্ধানুকরণ নয়, ইবাদত

অনেকে ধারণা করে, পর্দা একটি অন্ধানুকরণ ও কুসংস্কার মাত্র!

কিন্তু মুসলিমরা বিশ্বাস করে, পর্দা মহান আল্লাহর আনুগত্য, তাঁর রসূল ﷺ-এর অনুসরণ এবং তাঁর স্ত্রী-কন্যার অনুকরণ।

পর্দা কুসংস্কার নয়, পর্দা চারিত্রিক সংস্কার।

পর্দার বিধান মান্য ক'রে চলা একটি ফরয ইবাদত, যা ইচ্ছামতো বর্জন করা যায় না। বরং সাবালিকা হওয়ার সাথে সাথেই নারীকে এ বিধান অবশ্যই মানতে হয়।

এটি যেহেতু ইবাদত, তাই সাবালিকা হওয়ার সাথে সাথে পর্দা ফরয। এর জন্য বিবাহ পর্যন্ত অপেক্ষা বৈধ নয়। এই কুধারণার শিকার হয়ে অনেক বয়স্ক ভদ্র মহিলা নিজে বোরকা পরেন, অথচ সঙ্গে তাঁর যুবতী মেয়েটিকে বেপর্দায় রেখে সফর করেন। তিনি জ্ঞানী হলে বুঝতেন যে, তাঁর আত্মগোপন করার চাইতে তাঁর যুবতী অবিবাহিত মেয়েটির আত্মগোপন বেশি জরুরী ছিল। কিন্তু খেয়াল-খুশীর আয়নায় কিছু দেখলে সব কিছুই উল্টা মনে হয়।

পর্দা ও নারীর মর্যাদা

অনেকে ধারণা করে যে, পর্দায় নারীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। অথচ মুসলিমরা ধারণা করে যে, পর্দায় হিফাযতে থেকে নারীর মর্যাদা বর্ধিত হয়।

তারা বলে, 'পর্দা-প্রথাই অভিশপ্ত বরপণের মূল কারণ।'

আমরা বলি, 'বেপর্দার আচরণই পণপ্রথার অন্যতম কারণ।'

তারা বলে, 'খোলা জিনিসের মান বেশি, দাম বেশি।'

আমরা বলি, 'ঢাকা জিনিসের মান বেশি, দাম বেশি।'

এক ফলের দোকানদার কলা ছিলা রেখে বিক্রি করত। তাতে ভনভনে মাছি, ছাঁচি মাছি, গুয়ে মাছি এসে বসত। তা দেখে অনেকে কিনত। আর কিনবে না কেন? কানা বেগুনের ডোগলা খদ্দের এবং পচা কাঁঠাল, মুচি খদ্দের তো আছেই। কিন্তু অধিকাংশ রুচিশীল মানুষে দেখেশুনে সে কলা কিনে খায় না। পরিশেষে ছিলা কলাগুলো নষ্ট হত। পরিশেষে মুটেকে পয়সা দিয়ে তা পৌরসভার ডিব্বাতে ফেলে আসা করাত!

যেমন বর্তমানে টাকা নিয়ে নয়, বরং টাকা দিয়ে কন্যাদান করতে হয়।

তারাই ঢাকার জিনিস খোলা থাকলে কিনতে চায় না। আঢাকা খাবার খেতে চায় না। আর ঢাকার জিনিস মা-বোনের সৌন্দর্যকে ঢেকে রাখলে সেকেলেপনা বলে!

এক গার্লস স্কুলের তরুণীদের মাঝে পর্দা নিয়ে তর্ক চলছিল। দ্বীন-বিষয়ক শিক্ষিকা ক্লাশ-রুমে এলে ছাত্রীরা তাঁর কাছে সঠিক সিদ্ধান্ত জানতে চাইল, 'পর্দা করার যৌক্তিকতা কী?' শিক্ষিকা বললেন, 'এর উত্তর দেব আগামী কাল।'

পরের দিন তিনি সঙ্গে ছাত্রীদের দ্বিগুণ সংখ্যক চকলেট সাথে এনে একটি পাত্রে রেখে একজনকে তাদের মাঝে বিতরণ করতে বললেন। চকলেটগুলোর মধ্যে অর্ধেক ছিল সুন্দর ক'রে মোড়া। আর অর্ধেক ছিল মোড়কবিহীন খোলা। সকলকে নিজ নিজ হাতে একটি ক'রে চকলেট তুলে নিতে বলা হল। সকলে কিন্তু একটি ক'রে মোড়া চকলেটই তুলে নিল। সবশেষে শিক্ষিকা পাত্রটিকে টেবিলে রেখে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে প্রশ্ন করলেন, 'বল তো, তোমরা এই খোলা চকলেটগুলো না নিয়ে মোড়াগুলো কেন তুলে নিলে?'

সকলে প্রায় একবাক্যে বলল, 'কারণ খোলাগুলোতে জীবাণু থাকতে পারে তাই।'

শিক্ষিকা বললেন, 'এটাই হল তোমাদের গতকালের প্রশ্নের উত্তর। মহিলা খোলামেলা থাকলে রুচিবান পুরুষে তাকে পছন্দ করে না। একই সাথে দু'টি যুবতী যদি রূপে-গুণে একই যোগ্যতার অধিকারিণী হয়। কিন্তু একজন পর্দানশীন ও অপরজন বেপর্দা হয়, তাহলে বিবাহ করার ক্ষেত্রে পর্দানশীনকেই প্রাধান্য দেয়।'

সুতরাং পর্দা মহিলার মান-মূল্য কমিয়ে দেয় না। বেপর্দা হলেই তার মান-মূল্য কমে যায়।

একদিন দোকানে চা আনতে গেলাম। এক কিলো ওজনের এক প্যাকেট চায়ের দাম শুনে অবাক হলাম। দোকানদার বলল, 'ওটা ভাল চা। এক্সপোর্ট-কোয়ালিটির প্যাকিং করা। অতঃপর সে খোলা চা দেখিয়ে বলল, 'এটা নিয়ে যান, এর দাম অনেক কম।'

জিনিস দামী হলে তার হিফাযত করা হয়। তার প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। স্বর্ণের অলঙ্কার দামী বলেই ডিব্বার ভিতরে যত্ন ক'রে রেখে সিন্দুক বা আলমারিতে রাখা হয়। তারপরেও তাতে তালা লাগানো হয়। যে রুমে থাকে, সে রুমকেও তালাবদ্ধ করা হয়। জিনিস দামী বলেই তো তার এত

হিফাযত করা হয় এবং তার নিরাপত্তা-বিধানে এত তৎপর হতে হয়।

মহিলার মূল্য নেই বলে ইসলাম তাকে পর্দায় থাকতে বলে না। বরং সে অমূল্য ও লোভনীয় বলেই লোভীদের দৃষ্টি থেকে গোপন থাকতে বলে।

পর্দা নিজের কাছে

অনেকে বলে, 'পর্দা নিজের কাছে। নিজে ঠিক থাকলে বোরকা পরার প্রয়োজন নেই।'

যে নিজেকে খোলা রেখে ঠিক থাকার কথা বলে, সে সত্যবাদিনী হতেও পারে। আঢাকা জিনিস মাত্রেই খারাপ নয়। কিন্তু তাকে খোলা দেখে যদি কেউ প্রলুব্ধ হয়, কেউ তাকে খারাপ করতে চায় তাহলে?

ইঁদুর যদি চোখ বন্ধ রেখে বলে, 'আমাকে বিড়াল দেখতে পাবে না', তাহলে কি সে বাঁচতে পারবে?

নেকড়ে বা কুকুরের সামনে তাজা মাংস, বিড়ালের সামনে আঢাকা ভাজা মাছ রেখে কি এই বিশ্বাস করা যাবে যে, মাংস ও মাছ অভক্ষিত থাকবে?

মহিলা ঠিক থেকে খোলামেলা থাকলে কি সে ইভটিজিং, যৌনপীড়ন ও ধর্ষণের নোংরা হাত থেকে বাঁচতে পারবে?

আপনি একজনের সামনে তেঁতুল ঘুলছেন অথবা লেবু কাটছেন, আর তাকে বলছেন, 'তুমি দেখ, কিন্তু তোমার জিভে যেন পানি না আসে!' সেটা কি সম্ভব?

পর্দা শুধু মহিলার লাভের জন্য নয়, পর্দা পুরুষের লাভের জন্যও বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। এই জন্য মহান আল্লাহ বলেছেন,

[ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ] (٥٣) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, এ বিধান তোমাদের এবং তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র। *(আহযাবঃ ৫৩)*

তাছাড়া স্বেচ্ছাচারী বোনটি আমার! আল্লাহর কোন আইন তো নিজের মনোমতো মানার কিছু নয়। যেভাবে তোমাকে পর্দা করতে বলা হয়েছে, সেভাবেই করতে হবে। অন্যথা করলে কোন লাভ হবে না। পঞ্চাশ কিলোমিটার রাস্তা যেতে যে যানবাহন আছে, তারই টিকিট নিয়ে তোমাকে সেই যানবাহনে চড়ে বসতে হবে। নচেৎ বাসের টিকিট কেটে ট্রেনে চড়ে বসলে তো চেকারের হাতে ধরা খাবে বোনটি!

বেশি বুদ্ধি তোমার? টাকা বেশি আছে তোমার? প্লেনের টিকিট কেটে বসলেও ট্রেনে তোমার ঠাঁই হবে না। জোর ক'রে গেলে হয়তো-বা জেলে যেতে হবে। কথাগুলি ভেবে দেখো বোনটি!

পর্দা পোশাকে নয়, মনে

অনেক বোন বলে থাকে, 'মন ঠিক রাখলে পর্দা লাগে না!'

কিন্তু আমরা তাকে বলব, 'তোমার মন ও অন্তর যদি ঠিক থাকে, তাহলে তার প্রভাব ও প্রতিকৃতি তোমার দেহে পরিস্ফুট হবে। যেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "জেনে রাখ, দেহের মধ্যে এমন এক মাংস-পিন্ড আছে যা ভালো হলে সারা দেহ ভালো হবে। আর তা খারাপ হলে সারা দেহ খারাপ হবে। শোন! তাহল হৃৎপিন্ড (অন্তর)।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

আর আল্লাহ বলেন, "উৎকৃষ্ট ভূমির ফসল তার প্রতিপালকের আদেশে উৎপন্ন হয় এবং যা নিকৃষ্ট তাতে কঠিন পরিশ্রম ব্যতীত কিছুই জন্মায় না।" *(সূরা আ'রাফ ৫৮ আয়াত)*

অন্তরে যদি ঠিক আনুগত্যের বীজ থাকে, তাহলে তার ডাল-পাতা ও ফুল-ফলে তার অভিব্যক্তি ঘটবে। জমির উৎকৃষ্টতা তার ফসলই প্রমাণ করবে। তোমার মন ঠিক থাকলে, তুমি অবশ্যই পর্দা করবে।

মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি পানি পড়ার নালির, আর হৃদয় হল হওজের মতো। নালি বেয়ে যা নামে, হওজে তা জমা হয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে মানুষ পাপ করে, আর তার হৃদয়ের উপর জং পড়ে। ভাল কাজে তার অন্তর পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়। তোমার অন্তর কেমন, তা তুমিই ভেবে দেখ।

পর্দার জন্য কি বোরকা জরুরী?

অনেক মহিলার ধারণা, পর্দার জন্য বোরকা পরা জরুরী নয়। সুতরাং তারা বাড়ির ভিতরে হিফাযতে থাকে, বাইরের লোককে বাড়ির ভিতরে আসতে দেয় না। সদর ও নাছ-দুয়ারে পর্দা টাঙ্গানো আছে। তোলা পানিতে গোসল করে। পর-পুরুষ সামনে এলে মাথায় কাপড় নেয়। আর বাইরে খুব কম বের হয়। প্রয়োজনে গেলে মাথায় কাপড় নিয়ে যায় এবং ভাবে এটাই তার পর্দা।

আমরা বলি, পর্দার জন্য বোরকা জরুরী না হলেও এমন কাপড় পরা দরকার, যা মহিলার চেহারা-সহ সর্বাঙ্গ পর-পুরুষের দৃষ্টি থেকে আবৃত ক'রে রাখে। চাদর পরে ঘোমটা টেনে পর্দার বিধান মানতে পারে। কিন্তু বাইরে চাদর সামলানো বড় মুশকিল। কিন্তু ঢিলা বোরকা গায়ের সাথে লেগে থাকে, হাওয়ায় উড়ে যাওয়ার ভয় থাকে না। মহিলাদের সুবিধার্থেই বোরকার রেওয়াজ প্রচলিত হয়েছে।

কিন্তু আলোচ্য শ্রেণীর মহিলারা না বোরকা পরে, আর না চাদর। কেবল শাড়ির আঁচল অথবা ওড়নার একাংশ মাথায় টেনে নিয়ে ধারণা করে, তারা নাকি পর্দা করে। এই মহিলারা অনেকাংশে সেই শ্রেণীর লোকেদের

পর্যায়ভুক্ত, যাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

[قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (١٠٣) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا] (١٠٤) سورة الكهف

অর্থাৎ, তুমি বল, 'আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দেব তাদের, যারা কর্মে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত ?' ওরাই তারা, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পন্ড হয়, যদিও তারা মনে ক'রে যে, তারা সৎকর্ম করছে। *(কাহফঃ ১০৩-১০৪)*

বলাই বাহুল্য যে, এমন মহিলারা আত্মপ্রবঞ্চনার শিকার। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় এই যে, তারা আবার চাদর ও বোরকা-ওয়ালীদেরকে দেখে নাক সিঁটকায় এবং ভাবে, তারা বাড়াবাড়ি করছে!

۞ পর্দা ফলের খোসার মতো

এক শ্রেণীর মহিলা শরয়ী পর্দা থেকে পিছল কেটে বের হয়ে যাওয়ার জন্য এই শ্রেণীর কথা বলে থাকে। তারা বলে, মনটাই আসল। মনের পর্দাই বড়। মনে পর্দা থাকলে বাইরের পর্দার দরকার হয় না। মনটাই ফলের শাসের মতো। আর চাদর, বোরকা---এসব আসলে খোসার মতো। বোরকা-ওয়ালীরা শাস ব্যতিরেকে খোসা নিয়ে বাড়াবাড়ি করে!

চমৎকার কথা! মনে পর্দা না থাকলে আসলেই দেহের পর্দার কোন মূল্য নেই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, মনের পর্দাই যথেষ্ট। মহিলার মনের ভিতরে যেমন পর্দা আবশ্যক, তেমনি মনের বাইরে সারা দেহেও পর্দা আবশ্যক। মন যদি ফলের শাস হয়, তাহলে শাসের হিফাযত করে খোসা। খোসা ছাড়া শাসও নানাভাবে নষ্ট হয়ে যায়। খোসাহীন ফল বাজারে বাঞ্ছিত নয়। সুতরাং যে মনের পর্দাকে ঠিক রাখতে চায়, তার উচিত, দেহের পর্দাকেও যথাযথভাবে ঠিক রাখা। নচেৎ একটি ছাড়া অপরটিও বেকার ও অর্থহীন।

۞ লোক ভাল হলে পর্দার দরকার নেই

অনেক মহিলা বলে, 'আমি যাদেরকে পর্দা করি না, তারা খুবই ভাল লোক।'

তার মানে ভাল লোক হলে তার কাছে পর্দার দরকার নেই। আমরা বলি, 'সে লোক যদি সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত ফিরিশ্তাও হয়, তবুও তাকে পর্দা করতে হবে। সাহাবাদের তুলনায় বেশি ভাল লোক আর কারা আছে? তাঁদেরকে দেখে উম্মুল মু'মিনীন এবং অন্যান্য সাহাবী মহিলাগণ পর্দা করতেন। কেউ ভাল ও সুচরিত্রবান হলে কি পর্দার আয়াত রহিত হয়ে যাবে? বেপর্দা হয়ে খারাপ কিছু না ঘটালেই কি পর্দার বিধান বাতিল হয়ে যাবে? তাহলে

তো নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণ এ বিশ্বের সবচেয়ে বেশি পবিত্র মহিলা ছিলেন, তাঁদের পর্দার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁদেরকেও পর্দার নির্দেশ দিয়েছেন। তাহলে পর্দার বিধানে ফাঁকি দেওয়ার জন্য যে মহিলারা খোঁড়া ছল-ছুতা খোঁজে, সেই কলাবউদের জন্য পর্দা কতটা জরুরী হওয়া দরকার?

۞ 'বউ' হলে পর্দা করব

অনেক হতভাগী বলে, 'এখন থেকে কী পর্দা করব, এখনও আমার বিয়ে হয়নি।'

আর এই জন্যই নজরে পড়ে, বোরকা বা চাদর-ওয়ালী মায়ের সাথে যুবতী কন্যা বেপর্দা। কারণ, সে কারো বাপের বউ নয় তাই!

অথচ পর্দা স্বামী বা শ্বশুর-বাড়ির জন্য নয়। পর্দা নিজের জন্য। পর্দা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য। রসূল ﷺ-এর আনুগত্যের জন্য।

বিয়ের আগে কি তার দেহাঙ্গ লোভনীয় নয়? তাহলে বিয়ের পর কেন তা গোপনীয় হবে? বিয়ের আগে কি নামায-রোযা ফরয নয়? তাহলে পর্দা কেন গরজ হবে?

۞ পর্দা করলে গরম লাগে

অনেক অলস মহিলা দ্বীনের ব্যাপারে অবজ্ঞা রেখে বলে, 'পর্দা করতে চাদর বা বোরকা পরলে গরম লাগে।'

আমরা বলব, 'শীতের দিনে তো আরাম লাগে।' কিন্তু পর্দা তো শীত-গ্রীষ্মের জন্য নয়। গরমে এমন কাপড় ব্যবহার করতে হবে, যাতে গরম না লাগে। আর গরম লাগলে সহ্য করতে হবে। নচেৎ পর্দা থেকে পিছল কাটার জন্য খোঁড়া অজুহাত দেখিয়ে যদি বলা হয়, 'গরম লাগে', তাহলে জেনে রাখা উচিত যে, গরম লাগার অজুহাত দেখিয়ে যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করতে মাথা চালে, তাদের ব্যাপারে তিনি বলেছেন,

[فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ] (٨١) سورة التوبة

অর্থাৎ, যারা (তাবুক অভিযানে) পশ্চাতে রয়ে গেল, তারা রসূলের বিরুদ্ধাচরণ ক'রে বসে থাকতে আনন্দবোধ করল এবং তারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ করাকে অপছন্দ করলো। অধিকন্তু বলতে লাগল, 'তোমরা গরমে (জিহাদে) বের হয়ো না।' তুমি বলে দাও, 'জাহান্নামের আগুন (এর চেয়ে) অধিকতর গরম'; যদি তারা বুঝতে

পারত! *(তাওবাহঃ৮১)*

۞ বোরকা-ওয়ালীও চরিত্রহীনা

কোন কোন বোন বলে থাকে, 'বোরকা পরে কী হবে? কত বোরকা-ওয়ালীর ঘোমটার ভিতরে খেমটার নাচ।'

সে কথা সত্য। কত বোরকা-ওয়ালী বোরকা পরে নিজের দেহকে পর্দা করে, কিন্তু তার মনে পর্দা নেই। আর তার জন্য সে ভিতরে নোংরা থাকে। অবৈধ প্রেম-ভালবাসা করে, ব্যভিচার করে, প্রেমের টানে চোরের মতো ঘর থেকে বের হয়ে গিয়ে লুকিয়ে প্রেমিককে অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে বিয়েও ক'রে আজীবন ব্যভিচার করে। এমন বেহায়া নির্লজ্জ বহু আছে।

কত বোরকা-ওয়ালী তার গুরুজন ও অন্নদাতাদের মাথায় জুতো মারে!

কত বোরকা-ওয়ালী কুলের কুলাঙ্গার, দ্বীনের কপট ও দাম্পত্যে দ্বিচারিণী।

কত বোরকা-ওয়ালীর বাহ্যিক রূপ দ্বীনদারীর, কিন্তু তার ভিতর বড় জঞ্জালপূর্ণ।

আর তার মানে তো এ নয় যে, পর্দা বা বোরকাই খারাপ জিনিস।

বোরকা ভাল মেয়ের জন্য। তুমি ভাল মেয়ে হও। কে বোরকার ভিতরে খারাপ, তা দেখার কী দরকার তোমার? কেউ আতর মেখে পায়খানা ঘাঁটলে কি আতরটা খারাপ জিনিস হয়?

অবশ্যই বোরকা-ওয়ালীর উচিত, বোরকার মর্যাদা রক্ষা করা। অবশ্যই দাড়ি-ওয়ালার উচিত, দাড়ির মর্যাদা রক্ষা করা। অবশ্যই নামাযীর উচিত, নামাযের মর্যাদা রক্ষা করা। মহান আল্লাহ বলেন,

[وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ] (٤٥) سورة العنكبوت

অর্থাৎ, যথাযথভাবে নামায পড়। নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। *(আনকাবূতঃ ৪৫)*

সুতরাং নামাযী খারাপ কাজ করলে জানতে হবে, তার নামায হয় না। অনুরূপ পর্দাও। পর্দা হৃদয়ে থাকলে অবশ্যই মহিলা খারাপ হতো না। সে বোরকা পরে উত্তম নয়, তা বলে তুমি বোরকা না পরে অধম হবে কেন?

۞ এ যুগে আর পর্দা চলে না

এ যুগ সে যুগ নয় ঠিকই। যুগ পাল্টে গেছে, মানুষের জীবনধারা বদলে গেছে। কিন্তু মানুষের দেহ, মানুষের কামনা-বাসনা ও চরিত্র অপরিবর্তিত আছে।

পর্দার বিধান এসেছে পুরুষকে নারী-সৌন্দর্যের ফিতনা থেকে বাঁচানোর জন্য। বর্তমানে কি সেই ফিতনা বদলে গেছে অথবা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে?

নাকি সেই ফিতনা বেশি আকারে বর্ধিত হয়েছে? সে যুগের মহিলাদের

তুলনায় অধুনা যুগের মহিলাদের রূপচর্চা ও প্রসাধনাদি বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। রূপ ও সৌন্দর্যবর্ধক কত রকমের সামগ্রী আবিষ্কার হয়েছে। দৃষ্টি-আকর্ষী, চিত্তাকর্ষী ও মনোহারী ফ্যাশনের কত রকম লেবাস-পোশাক তৈরি হয়েছে। যে সব পোশাক-পরা মেয়েদেরকে দেখে সে যুগের বেপর্দা বেশ্যা মেয়েরাও লজ্জা পাবে!

তাহলে যুগের দোহাই দিয়ে কি পর্দাকে নাকচ করা যাবে? নাকি সে যুগের তুলনায় বর্তমান যুগেই পর্দাকে বেশি যুগোপযোগী বলে মানা যাবে?

۞ পর্দা মধ্যযুগীয় এক কুসংস্কার

পর্দা মধ্যযুগীয় কুসংস্কার নয়। পর্দা মধ্যযুগের আগে আশা এক সংস্কার। যা চিরন্তন ও চির-সুন্দর।

বেপর্দা মহিলাদের মাঝে যে 'কু' ছিল অথবা আসার আশঙ্কা ছিল, তাই দূর করতে পর্দার সু-আগমন। পর্দা মহান আল্লাহর দেওয়া বিধান। আল্লাহর কোন বিধান 'কুসংস্কার' নয়। যাদের মাথায় 'কু' আছে, তারাই এমন উল্টাপাল্টা বুঝে। কেবল তারাই সংস্কারকে কুসংস্কার, দুর্গতিকে প্রগতি, চরিত্রহীনতাকে সভ্যতা, অবৈধ প্রেমের বিয়েকে পছন্দ ক'রে বিয়ে, গান-বাজনাকে সংস্কৃতি ইত্যাদি বলে নামকরণ ক'রে থাকে।

কিন্তু যারা ঈমানদার, তারা জানে যে, পর্দার বিধান একটি চারিত্রিক পবিত্রতার বিধান। তবে এ বিধান মানতে গিয়ে যদি কেউ মহিলাকে হেরেমে বন্দী রাখে, তাহলে সে নিশ্চয় গোঁড়া যালেম। আর মানুষের কর্ম দেখে কোন আদর্শের বিচার করা যায় না।

সুতরাং কিছু মুসলিমকে পর্দায় গোঁড়ামি করতে দেখে, পর্দাকেই কুসংস্কার বলা বোকামি।

কিছু মুসলিমকে সন্ত্রাস করতে দেখে, ইসলামে সন্ত্রাস আছে ধারণা করা মহাভুল।

কিছু মুসলিমকে মাযারপূজা করতে দেখে, ইসলামেও পূজা-অর্চনা আছে দাবী করা চরম ভুল।

তাছাড়া মুসলিমদের কোন্টা গোঁড়ামি, কোন্টা কুসংস্কার, কোন্টা বর্বরতা---এ সবের বিচার কে করবে? কোন ডাক্তার না ইঞ্জিনিয়ার? কোন সাহিত্যিক না সাংবাদিক? কোন নেতা না বৈজ্ঞানিক?

যারা আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খোঁজ রাখতে যায়, তাদের সে কাজ নিশ্চয়ই অসার। যারা নিজেদের বিশেষজ্ঞতার বাইরে মুখ খুলে ও কলম চালিয়ে থাকে, তাদের সে কাজ নিশ্চয়ই বোকামি।

একদিন এক দর্জির দোকানে ছিলাম। জামার মাপ দিতে দিতে কথা

উঠল, 'অমুক বিয়ে করেছে, সে তার বুনাইকে বউ দেখতে দেয় না।'

দর্জি একজন নামাযী-পরহেযগার মুসলিম। সে চট্ ক'রে ব্যঙ্গহাসি হেসে বলে বসল, 'হুঁঃ, এটা গোঁড়ামি!'

আমি বললাম, 'আপনি দর্জি মানুষ গোঁড়ামি-ভেড়ামি জানবেন কীভাবে? আপনি কোন্ দেহে কত মিটার কাপড় লাগবে বলতে পারবেন, কত মিটার কাপড়ে প্যান্ট্ হয় বলতে পারবেন। কিন্তু শরীয়তের খাস ব্যাপারে জ্ঞান না রেখে চোখ মুদে কোন্ সোর্সে বলে দিলেন, 'এটা গোঁড়ামি!'

সে বলল, 'সাধারণ মানুষেরাও অনেক জেনে থাকে। ডাক্তার রোগ নির্ণয় ক'রে ওষুধ দেন। কিন্তু আমরাও অনেকে জানি, জ্বর হলে কী ওষুধ লাগে, সর্দি হলে কী ওষুধ খেতে হয়।---তাই নয় কি?'

---অবশ্যই। সে তো আপনিও জানেন, কোন্ অক্তে কত রাকআত নামায, তাতে কী কী পড়তে হয় ইত্যাদি। কিন্তু বড় বড় সিদ্ধান্তের ব্যাপারে যদি নিম-আলেম অথবা জাহেল মুখ চালায়, অপারেশনের ব্যাপারে যদি হাতুড়ে ডাক্তার বা কসাই ছুরি ধরে, তাহলে সর্বনাশের ব্যাপার নয় কি? সুতরাং 'যার কথা তাকেই সাজে, অন্য লোকে বকে বাজে।'

পর্দা কি প্রগতির অন্তরায়?

পর্দার বিরুদ্ধে সমালোচনা ক'রে অনেকে বলে, 'পর্দা প্রগতির অন্তরায়।'

কিন্তু আসলে পর্দা কোন প্রগতির অন্তরায় নয়। বরং পর্দা চারিত্রিক দুর্গতির অন্তরায়। তাছাড়া বোরকা পরে কত শত মহিলা ডক্টরেট করছে। কত শত মহিলা ডাক্তারি পড়ে ডাক্তারি করছে। বোরকা পরেই মহিলা বিজ্ঞানী হতে পারে।

আর পর্দাই যদি প্রগতির অন্তরায় হয়, তাহলে বেপর্দা মহিলারা কোন্ প্রগতির অধিকারিণী হয়েছে? বেপর্দা হলেই কেউ প্রগতিশীলা হয়ে যায় না। প্রগতিশীলা হওয়ার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ও ব্যবস্থা চাই। আর সে পরিবেশ ও ব্যবস্থায় যদি পর্দা থাকে, তাহলে তা কোনদিন প্রগতির অন্তরায় হতে পারে না।

শরয়ী পর্দা মানা কি গোঁড়ামি?

অনেক জাহেল এবং ডিস্কো আলেমও মনে ক'রে থাকে, 'বেগানা আত্মীয়কে দেখে মহিলার লুকোলুকি করা গোঁড়ামি। দেওর-বুনাইকে আবার পর্দা করা যায় নাকি?'

অনেকে মুখ ঢাকা পর্দাকেও গোঁড়ামি ধারণা করে। অথচ শরীয়তের কোন বিধান পালন করা গোঁড়ামি নয়। পর্দার ব্যাপারে গোঁড়ামি হল, মহিলাকে বাড়িতে অর্গলবদ্ধ ক'রে রাখা এবং পর্দার সাথে বাসে-ট্রেনে চড়তে না

দেওয়া। কিন্তু ঢিলেপন্থীরা মধ্যমপন্থীদেরকেও 'গোঁড়া' মনে করে। আর চরমপন্থীরাও নরমপন্থীদেরকে 'মেড়া' মনে করে।

নিয়মিত পাঁচ-ওয়াক্ত নামায পড়ে যারা, নিয়মিত প্রতি রমযানে রোযা করে যারা, তারা যদি গোঁড়া হয়, তাহলে পর্দার বিধান পালনকারীও গোঁড়া। নচেৎ নয়।

বোরকার ভিতরে অপরাধীর আত্মগোপন

বোরকার বিরুদ্ধে সমালোচনা ক'রে অনেকে বলে থাকে, 'বোরকার আড়ালে অপরাধীরা আত্মগোপন করে। সুতরাং দেশে বোরকা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। 'দেখতে লারি চলন বাঁকা।' বোরকা তো তাদের চোখের বালি। সুতরাং এই অজুহাতে বোরকার অবসান ঘটাতে চায় তারা!

কিন্তু কেউ যদি ভাল জিনিসের অপব্যবহার করে, তাহলে ভালটা খারাপ হবে কেন?

সিনেমা ও টিভির মাধ্যমে কত নোংরামি প্রচার হচ্ছে, অপরাধের ট্রেনিং হচ্ছে, তা তো কৈ নিষিদ্ধ হয় না।

নোংরা পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে কত নোংরামি প্রচার হচ্ছে, তা তো কৈ নিষিদ্ধ হয় না।

তা হবে না। কারণ, তা হল প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা।

অবৈধ প্রেম-ভালবাসা-ঘটিত কত শত ব্যভিচার, খুন, আত্মহত্যা ও ভ্রূণ হত্যা হচ্ছে, কৈ তা তো নিষিদ্ধ করা হয় না।

বেশ্যাবৃত্তির মুক্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, তা নিষিদ্ধ হয় না।

কারণ এ সব ব্যক্তি-স্বাধীনতা। তাতে হস্তক্ষেপ করা আইনতঃ বৈধ নয়।

আর কোন মুসলিম সচ্চরিত্র মহিলা পর্দার জন্য বোরকা পরলে, সেটা তার ব্যক্তি-স্বাধীনতা নয়। সে স্বাধীনতায় বাধা দেওয়া যাবে! আসলে ঐ যে বলে না? 'আমি যেমন ঢেমন, দুনিয়াকে দেখি তেমন।' তাই তাদের দেশে নৈতিকতার নামে যা করা হবে, সেটাই হবে নিষিদ্ধ আচরণ। আর নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটিয়ে যে সব উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করা হবে, তা হবে ব্যক্তি-স্বাধীনতা!

বোরকা নিষিদ্ধ হোক, কারণ, বোরকার ভিতরে সন্ত্রাসী আত্মগোপন ক'রে আত্মঘাতী হামলা চালায়। তাহলে ফুলের মালাও নিষিদ্ধ হোক, কারণ তার মাঝেও বোম বেঁধে আত্মঘাতী হামলা করা হয়। ব্যাগ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হোক, কারণ তার মাঝে বোম রেখে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়।

কোন মহিলা যদি পেটের ভিতর বোম বেঁধে ধরা পড়ে, তাহলে কি সমস্ত মহিলার পেটকে খুলে রাখার আইন জারী হবে? কোন মহিলা যদি ব্লাউজের

ভিতরে হিরোইন পাচার করে, তাহলে কি সকল মহিলার বুক খুলে রাখা জরুরী হবে?

কদর্য বোরকা পরার রীতি নয় যুক্তিবাদী সাহেব! কদর্য হল তোমার কর্দমময় মস্তিষ্ক। কদর্য হল তোমার কর্দমময় পরিবেশ। তোমার ভিতরে ঈমানী সভ্যতা না থাকলে তোমাকে কি বুঝানো যাবে সভ্যতার সংজ্ঞা?

বোরকা জাতির মহিলাদের মাঝে বর্ণ-বৈষম্য সৃষ্টি করে

অনেক ধর্মনিরপেক্ষবাদী মানুষ বলে থাকে, 'বোরকা জাতির মহিলাদের মাঝে বর্ণ-বৈষম্য সৃষ্টি করে।'

অতএব সর্বশ্রেণীর মহিলাদের জমায়েত-ক্ষেত্রে, স্কুল-কলেজে তা চলবে না। এমনকি মাথার ওড়নাটাও ব্যবহার করতে পারবে না!

কেন তা পারবে না? কেন পারবে না 'তৃণারণিমণি'র ন্যায় দেশের কাজ করতে? 'নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান' থাকলে কেন পারবে না? কেন শিখ পাগড়ী ও দাড়ির মাধ্যমে নিজের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখতে পারবে না? কেন মুসলিম দাড়ি ও পর্দার মাধ্যমে নিজের স্বকীয়তা বজায় রাখতে পারবে না? কেন বিবাহিত হিন্দু মহিলা মাথায় সিঁদুর পরে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারবে না?

নাকি যত দোষ, নন্দঘোষ? 'সবাই কৃষ্ণের নাম করে, আমি বললেই ধরে মারে। সব শালাকে ছেড়ে দিয়ে বেঁড়ে শালাকেই ধর?'

মনের মাঝে শত শ্রেণীর বিশ্বাসের পার্থক্য রেখে যদি 'মহান মিলন' বজায় থাকে, উঁচু-নিচু জাতিভেদ সত্ত্বেও যদি 'মহান মিলন' বজায় থাকে, নানান ধরনের লেবাসের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যদি 'মহান মিলন' বজায় থাকে, ইউরোপীয় পোশাক পরেও যদি জাতির 'মহান মিলন' বজায় থাকে, ছেলেরা মেয়েদের মতো এবং মেয়েরা ছেলেদের মতো পোশাক পরেও যদি জাতির 'মহান মিলন' বজায় থাকে, তাহলে মুসলিম মহিলাদের বোরকা পরার ফলে সে 'মহান মিলন'-এ ফাটল ধরবে কেন? কেবল মুসলিম মহিলাদের সভ্য লেবাসেই বর্ণ-বৈষম্য সূচিত হবে কেন? মুসলিমদের পার্শন্যাল ল' নিয়ে প্রচার-মাধ্যমগুলোতে এত হৈচৈ হয় কেন?

যেহেতু সভ্যতার ভোট কম তাই না? ইসলাম 'শ্রেষ্ঠ ধর্ম' তাই না?

ভালর হিংসা কে না করে? তাই তারাও করে। তারা তো আসলে চায়, মুসলিমরা সব কিছুতে তাদের মতো হোক।

[وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاء] (٨٩) سورة النساء

অর্থাৎ, তারা চায় যে, তারা যেরূপ অবিশ্বাস করেছে, তোমরাও সেরূপ অবিশ্বাস কর; ফলে তারা ও তোমরা একাকার হয়ে যাও। *(নিসা ঃ ৮৯)*

[أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُم وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ] (٢١) سورة الجاثية

অর্থাৎ, পাপাচারীরা কি মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে ওদেরকে তাদের সমান গণ্য করব, যারা ঈমান রাখে এবং সৎকাজ করে? ওদের ফায়সালা কত নিকৃষ্ট। *(জাষিয়াহ ঃ ২১)*

কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে, মুসলিম দেশেও বহু ধর্মনিরপেক্ষ (?) মানুষ আছে, যাদের দ্বারা পর্দা উচ্ছেদের দাবী উঠছে! মুসলিমরাই ইসলামের আদর্শকে অপছন্দ করছে। যেহেতু তারা নামধারী মুসলমান। কেউ আবার নাস্তিক মুসলমান!

পর্দা মহিলার ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণ করে

অনেক মহিলা ধারণা করে যে, পর্দা মহিলার ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণ করে এবং তাকে তার ইচ্ছামতো বেশভূষা গ্রহণে বাধা প্রদান করে।

ব্যক্তি-স্বাধীনতা কথাটি প্রয়োগ করা হলেও তার যথার্থ আমল ব্যক্তি-জীবনে দেখা যায় না। যেহেতু কোন মানুষ নিজ ইচ্ছামতো খেতে পারে না, ইচ্ছামতো পরতে পারে না, ইচ্ছামতো ঘুমাতে পারে না, ইচ্ছামতো আচরণ করতে পারে না। নচেৎ আমরা হত্যা, চুরি-ডাকাতি, ধর্ষণ, দুর্নীতি, অরাজকতা, মাতলামি প্রভৃতি অপরাধকে ব্যক্তির 'ব্যক্তি-স্বাধীনতা' মনে করে উপেক্ষা করতাম।

ডাক্তারী উপদেশ না মেনে পছন্দমতো পানাহার ক'রে অকাল মৃত্যু ডেকে আনতাম।

কিন্তু তা করা হয় না। সুতরাং একচ্ছত্র ব্যক্তি-স্বাধীনতা কারো নেই। তবে নিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খলিত ব্যক্তি-স্বাধীনতা অবশ্যই আছে। আর মানুষের আচরণে নিয়ন্ত্রণ ও সুশৃঙ্খলা সম্বন্ধে একমাত্র মানুষের সৃষ্টিকর্তাই বেশি জানেন। তিনিই ভাল বুঝেন মানুষের প্রকৃতি ও প্রবণতা। সুতরাং তিনিই তার নিয়ন্ত্রণের অধিকার রাখেন এবং সেটাই হয় সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ।

[أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ] (١٤) سورة الملك

অর্থাৎ, যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত। *(মুলক ঃ ১৪)*

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মুসলিম হয়, সে আত্মসমর্পণকারী হয়। মুসলিম মানেই আত্মসমর্পণকারী। আর অপরের নিকট আত্মসমর্পণকারীর নিশ্চয় কোন ব্যক্তি-স্বাধীনতা থাকতে পারে না। কারণ সে জানে যে, যাঁর নিকট সে আত্মসমর্পণ করেছে, তিনি তার মঙ্গলামঙ্গলের ব্যাপারে বেশি বুঝেন।

নিশ্চয় তিনি মানুষের জন্য যা কল্যাণকর, তাই বিধিবদ্ধ করেন। আর তখন তা মেনে নেওয়া ব্যতীত আত্মসমর্পণকারীর নিকট অন্য কোন পথ খোলা থাকে না।

[إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٥١) وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَآئِزُونَ] (٥٢) سورة النور

অর্থাৎ, যখন মু'মিনদেরকে তাদের মধ্যে মীমাংসা ক'রে দেওয়ার জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের দিকে আহবান করা হয়, তখন তারা তো কেবল এ কথাই বলে, 'আমরা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম।' আর ওরাই হল সফলকাম। যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি হতে সাবধান থাকে, তারাই হল কৃতকার্য। *(নূরঃ ৫১-৫২)*

[وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا] (٣٦) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন বিশ্বাসী পুরুষ কিংবা বিশ্বাসী নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের অবাধ্য হলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে। *(আহযাবঃ ৩৬)*

[وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ]

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, এতে ওদের কোন এখতিয়ার নেই। আল্লাহ পবিত্র, মহান এবং ওরা যাকে অংশী করে, তা হতে তিনি ঊর্ধ্বে। *(ক্বাস্বাসঃ ৬৮)*

মানুষ যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন কোন ভাল ডাক্তারের কাছে যায় চিকিৎসার জন্য। ডাক্তার তাকে ওষুধ দেন, সে ওষুধ তেঁতো এবং রুচি-বিরুদ্ধ হলেও খেতে হয়। কিছু অতিরিক্ত পথ্য দেন এবং নির্দিষ্ট এমন জিনিস খেতে বলেন, যা তার পছন্দের বাইরে। কিছু এমন জিনিস খেতে নিষেধ করেন, যা তার একান্ত পছন্দের। তখন মানুষ সুস্থতা লাভের জন্য ডাক্তারের পরামর্শ মেনে চলতে বাধ্য হয়। তখন তার কোন ব্যক্তি-স্বাধীনতা থাকে না। আর তা থাকলে বা রাখলে সুস্থতার নাগাল পায় না।

অনুরূপ সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ আমাদের জন্য শৃঙ্খলিত জীবন দান করেছেন, সেই জীবনের বাস্তবতা মেনে নিতেই হবে, যদিও তা আমাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা-বিরোধী। আমাদের শরীরে যতটুকু লবণ লাগে, যতটুকু চিনি লাগে, যতটুকু লোহা লাগে, তার কমবেশি নিজের ইচ্ছামতো গ্রহণ করতে

পারি না। করলে জীবন বাঁচাতে পারব না। তিনি লেবাস-পোশাক দিয়েছেন মানুষের ইজ্জত-সম্ভ্রম বাঁচানোর জন্য। আমরা তা ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারি না, করলে নিজেদের ইজ্জত-সম্মান রক্ষা করতে পারব না।

সভ্য মানুষের জীবনে কোন অবাধ ব্যক্তি-স্বাধীনতা নেই। যদি কারো থাকে, তবে একমাত্র পাগলের আছে। আর পাগলের জীবন আমরা কেউই চাই না।

দুনিয়ার অধিকাংশ মহিলারাই পর্দা করে না

অনেক মহিলা বলে, 'কে আর মানছে ভাইয়া! অধিকাংশ মেয়েরাই তো পর্দা মানে না।'

তার মানে, তুমিও মানবে না। তুমিও গড্ডলিকা-প্রবাহে গা ভাসাতে চাও, তুমিও গতানুগতিক চরিত্রের মহিলা হতে চাও। তুমি মনে কর, সংখ্যাগরিষ্ঠ মহিলা যেটা করে, সেটা নিশ্চয় উত্তম। তোমার এ যুক্তি এক প্রকার গণতান্ত্রিক। অথচ তুমি এ কথা জানো যে, সংসারের অধিকাংশ মানুষ ভাল নয়। অধিকাংশ মানুষ জাহান্নামে যাবে। সুতরাং সংখ্যায় কম হলেও তোমাকে ভাল মানুষদের আদর্শ গ্রহণ করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

[قُل لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُواْ اللهَ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ] (١٠٠) سورة المائدة

অর্থাৎ, বল, 'অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয়; যদিও অপবিত্রের আধিক্য তোমাকে চমৎকৃত করে। সুতরাং হে বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।' *(মাইদাহঃ ১০০)*

ইবনে মাসঊদ ﵁ বলেছেন, 'তোমরা পরানুগামী (ইয়েস-ম্যান) হয়ো না।' লোকেরা বলল, 'পরানুগামিতা কী?' তিনি বললেন, 'এই বলা যে, আমরা লোকেদের অনুগামী। তারা সৎপথে থাকলে আমরা আছি এবং তারা পথভ্রষ্ট হলে আমরাও পথভ্রষ্ট। বরং প্রত্যেকের মনকে প্রস্তুত রাখা উচিত যে, লোকে কাফের হলে, সে হবে না।' *(ত্বাবারানী)*

পুরুষের উপর পর্দা ফরয নয় কেন?

পর্দার আসল উদ্দেশ্য যদি ইজ্জত-রক্ষা হয়, তাহলে পুরুষকে পর্দা করতে বলা হয় না কেন?

যেহেতু প্রকৃতিগতভাবে পুরুষের বাহ্যিক দেহ মহিলার চোখে ততটা বা মোটেই আকর্ষণীয় ও বাঞ্ছনীয় নয়, যতটা মহিলার বাহ্যিক দেহ পুরুষের চোখে আকর্ষণীয় ও বাঞ্ছনীয়। মহিলার বাহ্যিক দেহ দেখে পুরুষের মনে যে কামনা ও বাসনার সৃষ্টি হয়, পুরুষের বাহ্যিক দেহ দেখে মহিলার মনে সে

কামনা ও বাসনার সৃষ্টি হয় না। তাই যা লোভনীয়, তাকেই গোপন থাকতে বলা হয়েছে। তাছাড়া পুরুষকে তার চক্ষু সংযত করতে বলা হয়েছে। যেমন সে কথা অন্য স্থানে আলোচিত হয়েছে।

নারী হল ফুল স্বরূপ। আর পুরুষ হল ভ্রমর। দুনিয়ার সবারই ফুলের প্রতি আকর্ষণ থাকে, ভ্রমরের প্রতি আকর্ষণ থাকে না। সুতরাং ভ্রমরকে পর্দা করতে বলার কোন যৌক্তিকতাই নেই।

তাছাড়া পুরুষ উপার্জন ও পরিশ্রমশীল। সৃষ্টিকর্তা তার দেহকে সেইভাবে সুঠাম ক'রে সৃষ্টি করেছেন। নারী তা নয়, তার দেহকে তিনি বড় কোমল ও কমনীয় ক'রে সৃষ্টি করেছেন। নারী অল্প পরিশ্রমে কাতর হয়ে পড়ে। তার ভূমিকা পরিশ্রম করা নয়। পরন্তু পরিশ্রমীকে যদি পর্দার হুকুম দেওয়া হয়, তাহলে মানুষের পেট চলবে কীভাবে?

۞ আল্লাহ সৌন্দর্য পছন্দ করেন, তাহলে তা গোপন করার নির্দেশ কেন?

অনেকে বলে, 'আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। তাহলে মহিলার সে সৌন্দর্য গোপন করা কেন?'

মহান আল্লাহ সৌন্দর্য পছন্দ করেন। কিন্তু যে সৌন্দর্য ফিতনা সৃষ্টি করে, তা প্রকাশ ক'রে বেড়ানোকে অপছন্দ করেন। তিনি নারী-দেহের যে সৌন্দর্য তার স্বামীর জন্য সৃষ্টি করেছেন, তার কাছে প্রকাশ করলে এবং সেই দেহ-সুষমা ও ভালবাসার মাধ্যমে স্বামীকে খোশ রাখলে তার জন্য পুরস্কার রেখেছেন জান্নাত। আর এমন স্বামী বড় সৌভাগবান।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সৌভাগ্যের স্ত্রী সেই; যাকে দেখে স্বামী মুগ্ধ হয় এবং সংসার ছেড়ে বাইরে গেলে স্ত্রী ও তার সম্পদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকে। আর দুর্ভাগার স্ত্রী হল সেই; যাকে দেখে স্বামীর মন তিক্ত হয়, যে স্বামীর উপর জিভ লম্বা করে (লানতান করে) এবং সংসার ছেড়ে বাইরে গেলে ঐ স্ত্রী ও তার সম্পদের ব্যাপারে সে নিশ্চিন্ত হতে পারে না।" *(ঐ ১০৪৭নং)*

তিনি আরো বলেন, "শ্রেষ্ঠ রমণী সেই, যার প্রতি তার স্বামী দৃক্পাত করলে সে তাকে খোশ করে দেয়, কোন আদেশ করলে তা পালন করে এবং তার জীবন ও সম্পদে স্বামীর অপছন্দনীয় বিরুদ্ধাচরণ করে না।" *(ঐ ১৮৩৮নং)*

তিনি আরো বলেন, "স্ত্রীর জন্য স্বামী তার জান্নাত অথবা জাহান্নাম।" *(ইবনে আবী শাইবাহ,নাসাঈ, ত্বাবারানী, হাকেম প্রমুখ)*

۞ পর্দা না করেও সতী হলে

'আমি পর্দা না করলেও আমার উদ্দেশ্য কোন পুরুষকে আকর্ষণ করা নয়। তাতেও কি আমার গোনাহ হবে। আমি সতী থাকলে এবং পাপের উদ্দেশ্য না থাকলেও কি পাপ হবে?'

পাপের উদ্দেশ্য না থাকলে পাপ হয় না ঠিকই। কিন্তু ক্ষতি তো হয়। আর যে ক্ষতির জন্য তুমি দায়ী, তার দায়িত্ব তো বহন করতেই হবে। এই ধর, যারা গাড়ি অথবা গুলি চালাতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে মানুষ খুন করে, তাদেরকেও ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। তুমি সিগারেট পছন্দ কর না। একজন যদি তোমার পাশে বসে সিগারেট টানতে লাগে এবং তার ধোঁয়া তোমার নাকে-মুখে লাগে, তাহলে তাতে কি তুমি ক্ষতিগ্রস্ত ও বিরক্ত হবে না? যদিও তার উদ্দেশ্য তোমার ক্ষতি করা নয়।

অনুরূপ তুমি সতী থেকে পর্দা না করলে এবং তার পশ্চাতে কোন ফিতনা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য না থাকলেও ফিতনা হবে। এক শ্রেণীর যুবক তোমার দেহ-কান্তি দর্শন ক'রে তৃপ্তি অনুভব করবে, আর তাতে তাদের ক্ষতি হবে এবং তার জন্য দায়ী হবে তুমি।

তাছাড়া ক্ষতি তোমারও হতে পারে। লকলকে সবুজ ফসলের যদি বেড়া দিয়ে হিফাযত না করা হয়, তাহলে গরু-ছাগল এসে সে ফসল নষ্ট করতে পারে। দামী জিনিস ঠিকমতো নিরাপদ জায়গায় না রেখে যেখানে-সেখানে ফেলে রাখলে, চোর তা তুলে নিয়ে যেতে পারে। সুতরাং নিজের শৈথিল্যের কারণে নিজের বিপদ আনা মহিলার উচিত নয়। নিজে অযত্ন ও উন্নাসিকতা প্রদর্শন ক'রে নিজের অমূল্য রত্ন হারিয়ে ফেলা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

۞ সাদা-মাঠা পোশাক পরলেও কি পর্দা জরুরী?

'আমি পর্দা না করলেও আকর্ষণীয় প্রসাধন ও সাজগোজ ক'রে নিজেকে প্রদর্শন করি না। খুব স্বাভাবিকভাবে বাইরে যাই। তাতেও কি পাপ হবে?'

অবশ্যই। নারীর দেহটাই পুরুষের নজরে বড় আকর্ষণীয়। নারী নিজে তা অনুভব নাও করতে পারে। সাজগোজে আকর্ষণ বেশি বাড়ায় তাই। তাছাড়া বিনা সাজেও মহিলার দেহ কমনীয় ও রমণীয়। আর মহানবী ﷺ বলেছেন, "রমণী গুপ্ত জিনিস; সুতরাং যখন সে (বাড়ি হতে) বের হয়, তখন শয়তান তাকে পুরুষের দৃষ্টিতে রমণীয় ক'রে দেখায়।" *(সহীহ তিরমিযী ৯৩৬নং)*

۞ পাপী মহিলার পর্দায় কী লাভ?

অনেকে বলে, 'আমি অন্য পাপ বর্জন করতে পারি না, তাহলে পর্দা করেই বা কী হবে?'

আমরা বলব, পর্দা ক'রে অন্ততঃ একটি অতিরিক্ত পাপ থেকে তো বাঁচা

যাবে। সেই সাথে চেষ্টা রাখতে হবে, যাতে সকল পাপ থেকে দূরে থাকা যায়। আর যদি তোমার চরিত্রে পুরনো কলঙ্কও থাকে, তবুও পর্দা না করে কলঙ্কের কালিমার পরিসরকে বাড়িয়ে তুলো না। আল্লাহর কাছে সঠিকভাবে তওবা কর। তওবা তোমার সকল পাপকে পুণ্যরাশিতে পরিণত ক'রে দেবে। শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে পানাহ চাও, কারণ সে তোমাকে সৎপথে ফিরে আসতে বাধাদান করবে। সমাজের কথাকে পরোয়া করো না, সমাজ তোমার হয়ে হিসাব দেবে না।

শৈথিল্য করো না বোনটি! এখনও সময় আছে। পাপের বোঝা হাল্কা কর, নচেৎ তার শাস্তি বড় কঠিন! মহান আল্লাহর এই বাণী পাঠ ক'রে একান্তে একটু চিন্তা কর,

[وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ] (٣٧) فاطر

অর্থাৎ, সেখানে (জাহান্নামে) তারা আর্তনাদ ক'রে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে (এখান হতে) বের কর, আমরা সৎকাজ করব; পূর্বে যা করতাম, তা আর করব না।' আল্লাহ বলবেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এত দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে চাইলে উপদেশ গ্রহণ করতে পারত? তোমাদের নিকট তো সতর্ককারীও এসেছিল। সুতরাং শাস্তি আস্বাদন কর; সীমালংঘনকারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।' *(ফাত্বির ঃ ৩৭)*

পর্দা করলে আপন পর হয়ে যায়

অনেকে বলে, 'আমি পর্দা করলে অনেক আত্মীয় পর হয়ে যাবে। আর সেটা আমার জন্য ক্ষতিকর হবে।'

খালাতো ভাইকে পর্দা করলে, সে ভাই তো রাগ করেই, খালাও রাগ করে এবং সেই জেরে মাও রাগ করে! নন্দাইকে পর্দা করলে ননদ ও শ্বাশুরী রাগ করে! যাদেরকে পর্দা করি, তারা আমাদের বাড়ি আসাই বন্ধ ক'রে দেয়।

আমরা বলি, আল্লাহর আনুগত্য করলে যে আত্মীয় পর হয়ে যায়, সে আত্মীয় তোমার আত্মীয় থাকাই ভাল নয়। ভাল কাজ করলে যে তোমাকে ভালবাসে এবং খারাপ কাজ করলে যে তোমাকে ঘৃণা করে, সেই হল পরম আত্মীয়; যদিও তার সাথে তোমার কোন রক্তের সম্পর্ক নেই।

ধৈর্য ধর বোনটি আমার! আর জেনে রেখো, যারা ভাল কাজ করে, তাদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন। আর যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন, তারা অন্য কারো ভালবাসার মুখাপেক্ষী নয়। তবুও মহান আল্লাহ বলেছেন,

[إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا] (٩٦) سورة مريم

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, পরম দয়াময় তাদের জন্য (পারস্পরিক) সম্প্রীতি সৃষ্টি করবেন। *(মারয়্যাম ঃ ৯৬)*

অর্থাৎ, পৃথিবীতে মানুষের অন্তরে সৎকর্ম ও পরহেযগারীর জন্য ভালবাসার সৃষ্টি করবেন। যেমন হাদীসে এসেছে, "যখন আল্লাহ কোন বান্দাকে নিজের প্রিয় করে নেন, তখন তিনি জিবরীল ﷺ-কে বলেন যে, আমি অমুক বান্দাকে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাস। সুতরাং জিবরীল ﷺও তাকে ভালবাসতে শুরু করেন। অতঃপর তিনি সারা আকাশে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, তোমরাও তাকে ভালবাস। সুতরাং আকাশের সমস্ত ফিরিশ্তা তাকে ভালবাসতে শুরু করেন। তারপর পৃথিবীতে তার বরণ ও গ্রহণযোগ্যতা স্থাপন করা হয়। *(বুখারী)*

আস্থা রাখো, তুমি যদি সত্যিসত্যিই ভাল কাজ কর এবং শরয়ী পর্দা করার মতো জিহাদী ভাল কাজ কর, তাহলে তোমার আত্মীয়-পর সকলে তোমাকে ভালবাসবে।

তবে একটি কথা মনে রেখে সান্ত্বনা নিয়ো, সবচেয়ে বেশি ভাল কাজ যিনি ক'রে গেছেন, সবচেয়ে বেশি আল্লাহর ভালবাসা যিনি লাভ করেছেন, তাঁরও শত্রু ছিল। আর তুমি কে?

ভাল লোকের হিংসুক থাকে। তুমি পর্দানশীন বলে তোমারও হিংসুক থাকতে পারে। হিংসুককে নিজের জ্বালায় পুড়ে মরতে দাও। সে যত জ্বলে, তত তার জ্বালায় আরো ঘি ঢালো।

যদি তুমি তাদের হিংসায় কষ্ট পাও, তাহলে ধৈর্য ধরো এবং পর্দা বর্জন করো না। মানুষের সাময়িক কষ্টদানকে আল্লাহর আযাবের মতো ভেবো না। কারণ সে আযাব আরো কঠিন। মহান আল্লাহ বলেন,

[وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللهِ]

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে কিছু লোক বলে, 'আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি'; কিন্তু আল্লাহর পথে যখন ওদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়, তখন ওরা মানুষের পীড়নকে আল্লাহর শাস্তির মত গণ্য করে। *(আনকাবূত ঃ ১০)*

তুমি যদি তোমার আত্মীয়কে খোশ করতে গিয়ে পর্দার ফরয বর্জন কর, তাহলে শত ধিক্ তোমাকে। সর্বনাশ তোমার!

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি লোকেদেরকে অসন্তুষ্ট করেও আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, সে ব্যক্তির জন্য লোকেদের কষ্টদানে আল্লাহই যথেষ্ট হন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট ক'রে লোকেদের সন্তুষ্টি খোঁজে, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ লোকেদের প্রতিই সোপর্দ ক'রে দেন।" *(তিরমিযী,*

সিলসিলাহ সহীহাহ ২৩১১নং)

"যে ব্যক্তি লোকেদেরকে অসন্তুষ্ট করেও আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, সে ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হন এবং লোকদেরকেও তার প্রতি সন্তুষ্ট করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট ক'রে লোকদের সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, সে ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন এবং লোকদেরকেও তার প্রতি অসন্তুষ্ট ক'রে দেন।" *(ইবনে হিব্বান প্রমুখ)*

পর্দা কেবল নবী-পত্নীদের জন্য

কিছু শিক্ষিত মহিলার ধারণা যে, পর্দার আয়াতগুলিতে কেবল নবী-পত্নীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর তার মানে পর্দার বিধান কেবল তাঁদের জন্য ছিল। সাধারণ মহিলাদের জন্য তা নয় এবং তাদের জন্য তা বড় কঠিনও বটে! যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

"হে নবী-পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়। আর তোমরা সদালাপ কর। (স্বাভাবিকভাবে কথা বল।) তোমরা স্বগৃহে অবস্থান কর এবং (প্রাক-ইসলামী) জাহেলী যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়িয়ো না। তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর ও যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুগতা হও; হে নবী-পরিবার! আল্লাহ তো কেবল তোমাদের মধ্য থেকে অপবিত্রতা দূর করতে চান এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে চান।" *(আহযাব ঃ ৩২-৩৩)*

"তোমরা তার পত্নীদের নিকট হতে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল হতে চাও। এ বিধান তোমাদের এবং তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র। তোমাদের কারও পক্ষে আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেওয়া অথবা তার মৃত্যুর পর তার পত্নীদেরকে বিবাহ করা কখনও সঙ্গত নয়। নিশ্চয় আল্লাহর দৃষ্টিতে এ ঘোরতর অপরাধ।" *(ঐ ঃ ৫৩)*

কিন্তু মহিলার উক্ত ধারণা সঠিক নয়। তার কারণ প্রণিধানযোগ্য ঃ-

(ক) নবী-পত্নীগণ সবচেয়ে বেশি ঈমানদার, সৎশীল ও পবিত্র মহিলা হওয়া সত্ত্বেও যদি ঐ হুকুম হয়, তাহলে সাধারণ মহিলাদের ক্ষেত্রে কী হুকুম হওয়া উচিত? পর্দার হুকুম কি সাধারণ মহিলাদের জন্য বেশি যথোপযুক্ত নয়?

(খ) পর্দার হুকুম সকল মহিলাদের জন্য। যেহেতু উক্ত আয়াতেই বলা হয়েছে, "তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর ও যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুগতা হও।" আর এ হুকুম কেবল নবী-পত্নীদের জন্য নয়।

(গ) পর্দার বিধান যে আমভাবে সকল মুসলিম নারীদের জন্য তার প্রমাণ অন্য আয়াতে রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

[يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا] (٥٩) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মু'মিনদের রমণীগণকে বল, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের (মুখমন্ডলের) উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে; ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। *(আহযাব ঃ ৫৯)*

(ঘ) পর্দার হুকুম নবী-পত্নীদের জন্য হলেও তাঁদের অনুসরণ করা সকল মুসলিম নারীর কর্তব্য। মহান আল্লাহ বলেন,

[لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا] (٢١) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর (চরিত্রের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। *(আহযাব ঃ ২১)*

(ঙ) পর্দার হুকুম সকল মহিলার জন্য ব্যাপক বলেই উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হলে (মদীনার) আনসারদের মহিলারা যখন বের হল, তখন তাদের মাথায় (কালো) চাদর (বা মোটা ওড়না) দেখে মনে হচ্ছিল যেন ওদের মাথায় কালো কাকের ঝাঁক বসে আছে!' *(আবূ দাঊদ ৪১০১ নং)*

আল্লাহ তাআলার আদেশ, "মুমিন মেয়েরা যেন তাদের ঘাড় ও বুককে মাথার কাপড় দ্বারা ঢেকে নেয়---।" *(নূর ঃ ৩১)* আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'পূর্বের মুহাজির মহিলাদের প্রতি আল্লাহ রহম করেন। উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হলে তারা তাদের পরিধেয় কাপড়সমূহের মধ্যে সবচেয়ে মোটা কাপড়টিকে ফেড়ে মাথার ওড়না বানিয়ে মাথা (মুখ-ঘাড়-গলা-বুক) ঢেকেছিল।' *(আবূ দাঊদ ৪১০২নং)*

(চ) "হে নবী-পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও"---এর অর্থ এই নয় যে, তাঁদের প্রকৃতি ও চরিত্র অন্য মহিলাদের থেকে ভিন্নতর।

উদ্দেশ্য হল, তোমরা আদর্শ মহিলা। তোমাদেরকে আল্লাহর আদেশ সবার আগে ও সবচেয়ে বেশি মানতে হবে। যেমন সাধারণতঃ প্রত্যেক নেতৃস্থানীয় ও ইমাম-আলেমগণের জন্য বলা হয়, আমলে তাঁরা জনসাধারণের আদর্শ হবেন। আর তার মানে এই নয় যে, তাঁরা যা করবেন, তা অন্যকে করতে হবে না।

দ্বিতীয় খলীফা উমার বিন খাত্ত্বাব ﷺ নিজের পরিবার-পরিজনকে বলতেন, 'তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোন অপরাধে আমার কাছে আনীত হবে, আমি তাকে ডবল শাস্তি দেব। যেহেতু লোকেরা তোমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে, যেমন চিল-শকুনি গোশ্তের দিকে তাকিয়ে থাকে। তোমরা অপরাধে পতিত হলে, তারাও পতিত হবে।'

অর্থাৎ, তোমরা আদর্শ হয়ে যদি পাপ কর, তাহলে তা দেখে সাধারণ মানুষ পাপে বেশি দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করবে।

(ছ) শরীয়তের যে হুকুম নবী ﷺ বা তাঁর পত্নী অথবা কোন সাহাবীকে সম্বোধন ক'রে অবতীর্ণ হয়, তা আসলে তাঁদের জন্য খাস হয় না। তবে খাস হওয়ার যদি দলীল থাকে, তাহলে তা খাস মানতে হবে। আর পর্দার বিধান যে কেবল নবী-পত্নীদের জন্য খাস, তার কোন দলীল তো নেইই, বরং দলীল আছে তার বিপরীত।

(জ) মহান আল্লাহ পর্দার বিধানের যৌক্তিকতা ও উপকারিতা বর্ণনা করেছেন। আর তা হল এই যে, "এ বিধান তোমাদের এবং তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র।" সুতরাং কেউ এ কথা বলতে পারে না যে, সাধারণ মুসলিম পুরুষ-মহিলাগণ সে পবিত্রতার মুখাপেক্ষী নয়। এ থেকেও স্পষ্ট হয় যে, এ বিধান সকলের জন্য।

পাশ্চাত্যের মহিলাদের পর্দা

যৌন-স্বাধীনতার ইউরোপ-আমেরিকাতে পর্দার কথা হাস্যকর। যেখানে পর্দানশীন মহিলা হাসির পাত্রী। সেখানকার সমাজে বোরকা-ওয়ালী মহিলা এক আজীব মহিলা, এক বিরল মহিলা।

নারী-স্বাধীনতা তথা যৌন-স্বাধীনতার পরিবেশে পর্দা মেনে চলা মহিলার জন্য বড় কঠিন। যে পরিবেশে আইন ক'রে পর্দা নিষিদ্ধ ঘোষণা হয়। যেখানে পর্দা দেখে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হয়। ভোগবাদী সে সমাজে পর্দাকে 'সেকেলে' মেয়েদের চিহ্ন মনে করা হয়।

এই শ্রেণীর দুনিয়াদার বেদ্বীন মানুষদের আচরণ ও পরিণাম সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেছেন,

[إِنَّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا وَرَضُواْ بِالْحَياةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّواْ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ (٧) أُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمُ النُّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ] (٨) سورة يونس

অর্থাৎ, যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না এবং পার্থিব জীবন নিয়েই পরিতৃপ্ত থাকে এবং এতেই যারা নিশ্চিন্ত থাকে এবং যারা আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে উদাসীন; এই লোকদের নিজেদের কৃতকর্মের ফলে ঠিকানা হবে জাহান্নাম। *(ইউনুসঃ ৭-৮)*

ইউরোপ তার ভুয়ো সভ্যতা নিয়ে গর্বিত। পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে স্বেচ্ছাচারিতায় মত্ত। যে দেশের পরিবেশে ১২-১৪ বছরে কেউ কুমারী থাকে না। যে পরিবেশের মহিলারা স্বামী ও বন্ধুর মাঝে কোন পার্থক্য বুঝে না। যে দেশের ঘরে ঘরে অবিবাহিত মেয়েরা তাদের বন্ধুদেরকে নিয়ে মা-বাপ-ভাইদের সাথে এক টেবিলে বসে পানাহার করে। বন্ধুর সাথে একান্তে সহাবস্থান ও সহবাস করে!

যে পরিবেশে 'নারী-স্বাধীনতা'র অর্থ হল, নারী মুক্ত দেহে রাস্তা-ঘাটে ও হাটে-বাজারে চলাফেরা করবে। ইচ্ছামতো পুরুষ বন্ধু গ্রহণ করবে। ইচ্ছামতো বাড়ির বাইরে থাকবে, তাতে কেউ বাধা দেবে না, কেউ কৈফিয়ত নেবে না। যেখানে নগ্নতাই হল নারী-স্বাধীনতা।

স্বাধীন নারী সেই, যে বিভিন্ন হোটেল ও বারে নাচ-গান ক'রে বেড়ায়।

স্বাধীন নারী সেই, যে বিভিন্ন ফ্যাশন-শোয়ে মডেল হয়ে নিজেকে অর্ধ নগ্নাবস্থায় প্রদর্শন করে।

আলোকপ্রাপ্ত মহিলা সেই, যার দেহের সিংহভাগ অংশে সূর্যের আলো লাগে!

এমন দেশে, এমন পরিবেশে কি পর্দার কথা ভাবাও যায়? মোটেই না।

যে দেশে মুসলিম দেশের পর্দানশীনরা সফর করলে এয়ারপোর্টে বোরকা ব্যাগে ভরে নেয়। যে দেশে পৌঁছে গিয়ে মুসলিম মহিলা এই কামনা করে যে, তাকে যেন কোন ইউরোপিয়ান অন্য জাতির মহিলা বলে চিনতে না পারে!

কিন্তু সত্যের একটা তেজষ্ক্রিয়তা আছে। যে সত্যকে গোপন রাখা যায় না। সেই নগ্ন দেশের বহু মহিলা এখন সেই সত্য উপলব্ধি করেছে, যে সত্যের আলো থেকে অনেক পর্দানশীন বের হয়ে বাঁচতে চাচ্ছে, সেই সত্যের আলোর পিপাসায় ইউরোপের অনেক মহিলা জিহাদ ক'রে যাচ্ছে।

এক সঊদী মহিলা স্বামীর সাথে তওহীদ ও পর্দার দেশ থেকে যৌন-স্বাধীনতার এক দেশ প্যারিস সফর করল। স্বামীর ইচ্ছানুসারে প্লেনেই তার বোরকা খুলে ফেলে দিল। প্লেন ফিরে গেল সঊদিয়ায়। সেই সাথে বোরকাও

ফিরে গেল পর্দার দেশে। ফিরে গেল ঈমানের পরিবেশে। ফিরে গেল সেই হেরেমে, যেখানে মহিলার যথার্থ কদর করা হয়।

মহিলা স্বামী-সন্তানের সাথে ইউরোপে বসবাস করতে লাগল। প্রয়োজনে ইটালি, হলান্ড, বেলজিয়াম, জার্মানি, স্পেন প্রভৃতি জায়গায় সফর করতে থাকল। সে সব দেশের চিড়িয়া-ঘর, জাদু-ঘর, পার্ক, সমুদ্র-সৈকত, থিয়েটার, বার, হোটেল, মার্কেট প্রভৃতি বেড়াবার জায়গাগুলি দেখতে লাগল। বিনা পর্দায় পুরুষদের সাথে মিশতে লাগল। ইউরোপের অভিজাত পোশাক পরে, নানা প্রসাধনের সাথে বাজারে ফিরতে লাগল। ভুলে গেল নিজের দেশের কথা, ভুলে গেল পর্দার কথা।

ধীরে ধীরে নামাযও ছুটতে লাগল। বিউটি-পার্লারে গিয়ে আধুনিকা সেজে আসতে দেখে তার স্বামীও বড় খোশ ছিল। জীবনের পরম আনন্দ ও চরম সুখ তারা উপভোগ করতে লাগল।

সতীত্ব বাঁচিয়ে চললেও নিজ দেহের রূপ-লাবণ্য দ্বারা দর্শন-তৃপ্তি উপভোগ করেছে বহু পুরুষে। মনে পড়ে নিজের দেশের কথা, যেখানে পুরুষেরা সেই তৃপ্তি উপভোগ করতে পারে না। যেখানে মহিলাকে পুরুষের কামদৃষ্টি থেকে বড় হিফাযতে রাখা হয়।

ধীরে ধীরে শয়তানী জীবন শুরু হতে লাগল। পাশ্চাত্যের স্বাধীন জীবনে পূর্ণ ছায়া তাদের উপর পড়তে লাগল। নারী-দেহ নিয়ে ব্যবসা, প্রতিযোগিতা ও সুখ-ভোগের সকল আড্ডা ও পদ্ধতি স্বচক্ষে পরিদর্শন করতে লাগল।

একদিন সে দেশে বেড়াতে আসার প্রস্তুতি স্বরূপ স্বামীর সঙ্গে 'গিফ্ট' ক্রয় করতে লন্ডনের এক বাজারে বের হল। ঘুরতে ঘুরতে লক্ষ্য করল একটি দোকানে ভিন্ন প্রকৃতির একটি মহিলা কিছু কেনাকাটা করছে। তার দেহ আপাদমস্তক ঢাকা। এমনকি হাতে হাত-মোজা, পায়েও পা-মোজা পরে আছে সে।

মহিলাকে দেখে মনে হল ঈমানী মেঘ যেন তাকে ছায়া ক'রে আছে। তার চলনে-বলনে নম্রতা ও ভদ্রতা রয়েছে। এমন বিরল মহিলার আচরণে যেন হিদায়াতের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

সঊদী মহিলাটির যেন হুঁশ হারিয়ে গেল। তার মনের ভিতরে আজীব কম্পন শুরু হল। ভাবল, হয়তো সে কোন আরবী মহিলা। অথবা অনারবী মুসলিম মহিলা। হৃদয়ে তার পরিচয় জানার আগ্রহ সৃষ্টি হল। বিদ্যুত-বেগে তার নিকটবর্তী হয়ে হতবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। সেও তার দিকে

নির্নিমেষ তাকিয়ে রইল। কোন অজানা এক সম্পর্ক যেন উভয়কে কাছাকাছি ক'রে দিল।

সঊদী মহিলাটি কথার সূত্রপাত ক'রে বলল, 'আস্-সালামু আলাইকুম অরাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহ।'

বোরকা-ওয়ালী মহিলাটি সুন্দরতর ভাষায় সালামের জবাব দিল।

বলল, 'আপনি কি কোন আরবী মহিলা?'

---না।

---আপনি কি ব্রিটেনের মহিলা?

---হ্যাঁ। আলহামদু লিল্লাহ। আমি ও আমার স্বামী ছেলেমেয়ে নিয়ে দু'বছর আগে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমার নাম খাদীজা। পূর্ব নাম ক্যাটরীনা। আমরা প্রায়টোন শহরের বাসিন্দা। বর্তমানে আমরা লন্ডনের বাৎসরিক সেমিনারে যোগ দিতে এসেছি। আপনি কি আরবী মুসলিম মহিলা?

---হ্যাঁ। আমার বাড়ি সঊদিয়ায়।

---ওহো! আমাদের রসূলের দেশ। সে দেশ তো পর্দার দেশ। আপনার পর্দা কোথায়?

---আপনি ব্রিটেনে থেকে এইভাবে পর্দার পোশাক কীভাবে ব্যবহার করছেন?

---যেভাবে আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। আশ্চর্য যে, আপনি আসল মুসলিম হয়েও নকল দেশে এসে নিজের আসলত্ব হারিয়ে ফেলেছেন? আপনি মক্কা-মদীনার দেশের মহিলা। ছোটবেলা থেকে ইসলামী পরিবেশে মানুষ হয়ে পাশ্চাত্যের চকচকে সভ্যতায় ধোঁকা খেয়েছেন? আমরা জানি, সে পরিবেশের মূল্য। আল্লাহর শত প্রশংসা ও শুক্র যে, তিনি আমাদেরকে ইসলামের প্রতি পথ-প্রদর্শন করেছেন এবং যার ফলে পূর্বের অসভ্য ও কদর্য জীবন থেকে বের হয়ে আসতে পেরেছি। সেই জীবন থেকে মুক্তিলাভ করেছি, যে জীবনে নারীর কোন মূল্য নেই। যে জীবনে নারী খুবই সস্তা ভোগপণ্য। ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর আমি নারীত্বের মর্যাদা পেয়েছি, মানবতার অধিকার পেয়েছি। খুব ভালভাবেই অনুভব করেছি, নারীকে মর্যাদা দিয়েছে ইসলাম। জীবনের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা শিখিয়েছে ইসলাম। মহিলার আসল কর্ম ও অবস্থান-ক্ষেত্র শিখিয়েছে ইসলাম। স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র বন্ধনের মর্যাদা শিখিয়েছে ইসলাম। ফিরে যান বোনটি নিজ পর্দার দিকে। ফিরে যান নিজ ইসলামী পরিবেশের দিকে। ফিরে যান এ

অন্ধকার ভুবন থেকে আলোকময় পৃথিবীতে। ফিরে যান নিজ মর্যাদার দিকে। ফিরে যান নিজ ঈমানী সংসারের দিকে।

এ দীর্ঘ উপদেশের সাথে কুরআনের আয়াত ও হাদীসও শুনাতে লাগল। সে বোরকা-ওয়ালী যেন মায়ের কাছে মামার বাড়ির গল্প বলছিল। কিন্তু সে মায়ের কাছে যে নিজ মায়ের বাড়ি বিস্মৃত হয়েছিল!

পরিশেষে সে বিদায় নিল। যাবার সময় সালাম দেওয়ার আগে বলে গেল, 'আল্লাহর কাছে আপনার জন্য তওফীক কামনা করি, আপনি যেন আপনায় পর্দায় ফিরে আসতে পারেন।'

উচ্চ শিক্ষিত মহিলা। তার কথার ঝড়ে হৃদয়-বনে হুল্লোড় সৃষ্টি ক'রে গেল। কিন্তু সে খর্জুর বৃক্ষের ন্যায় হতবাক দাঁড়িয়ে থাকল। তৎক্ষণাৎ তার দুই চক্ষু বেয়ে অশ্রুর স্রোতধারা বইতে লাগল। পর্দার দেশের এক মেয়েকে নসীহত ক'রে গেল বেপর্দা দেশের এক মেয়ে! বড় আত্মসম্মানেরও ব্যাপার ছিল। সেই মেয়ে, যে তার জীবন যৌন-স্বাধীনতার পচা পুকুরে কচুরিপানার ফুলের মতো কাটিয়েছে, যে প্রতিপালিত হয়েছে ভুয়ো সভ্যতা ও নকল সংস্কৃতির পানি ও বাতাসে, সে তাকে শিক্ষা দিল, যে ইসলামী সভ্যতার ছায়াতলে সুদর্শন গোলাপরূপে প্রতিপালিত হয়েছে। যে সেই দেশে মানুষ হয়েছে, যে দেশে ইসলামী আলো আছে, সভ্যতার পর্দা আছে, ইসলামী জীবন-ধারা আছে, সৎ কাজে আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দেওয়ার মতো বিশেষ অফিস ও কর্মচারী আছে। প্রত্যেক স্কুল-কলেজে ইসলামী শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। যেখানে ছেলে ও মেয়েদের পৃথক পৃথক স্কুল-কলেজ আছে। যেখানে বেনামাযী ও বেদ্বীন মহিলারাও পর্দা করে।

মহিলা বড় লজ্জিতা ও অনুতপ্তা হল। অশ্রু-সজল নয়নে বাসায় ফিরে এসে স্বামীকে বলল, 'ঐ ইংরেজ মহিলাটা আমার চোখ খুলে দিয়েছে। আমার হারিয়ে যাওয়া চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছে। আমি দেশে ফিরে যেতে চাই। আমি বোরকা পরতে চাই।'

স্বামী তার এ কথা শুনে 'হো-হো' ক'রে হাসতে লাগল। হাসি থামিয়ে বলল, 'ও তো একটা সেকেলে মেয়ে। ওর কথায় তুমি গলে গেলে?'

স্ত্রী বলল, 'আমি গলে যায়নি। আমি এখন শক্ত হয়েছি। গলে তো তোমার কথাতেই গিয়েছিলাম। তুমি এমন স্বামী যার মধ্যে কোন আত্মমর্যাদাবোধ ও ঈর্ষা নেই। পর-পুরুষকেও স্ত্রীর রূপের অংশী কর। তুমি অযোগ্য স্বামী। তুমি হয় আমাকে দেশে পাঠাও, নচেৎ তালাক দাও!!!'

পরিশেষে মহিলা স্বামীর কাছে বিজয়িনী হল। ফিরে এল নিজ দেশে, হারামাইনের দেশে। ফিরে এল অন্ধকার থেকে আলোর পৃথিবীতে। ফিরে এল পর্দা-পুশিদার জীবনে। ফিরে এল পবিত্রতা ও সতীত্বের জীবনে। ফিরে এল আয়েশা, হাফসা, যয়নাব, ফাতেমা প্রমুখদের পর্দার পরিবেশে। ফিরে এল নিজ মর্যাদায়, নারীত্বের গর্ব ও গৌরবে। *(আইনা হিজাবী দ্রঃ)*

(মিসরী মহিলা) সূযী মাযহার বলেন, 'বিবাহের পর আমরা স্বামী-স্ত্রী মিলে হ্যানিমুনে প্যারিস গেলাম। এক (জুমআয়) শহরের মসজিদে নামায আদায়ের পর মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগে মাথার ওড়না খুলে ব্যাগে ভরলাম। তা দেখে এক ফরাসী যুবতী বড় আদবের সাথে আমাকে বলল, 'মাথার কাপড় খুলে ফেললেন কেন?'

আমি বললাম, 'যেহেতু নামায শেষ ক'রে ফেলেছি তাই।'

সে বলল, 'আপনি কি জানেন না, পর্দা সর্বাবস্থায় আল্লাহর হুকুম?'

সেই সময় তার সাথে আমার কথা বলার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। যেহেতু তখন আমি হ্যানিমুনে ছিলাম। আর আমার নিকট যথেষ্ট দ্বীনী জ্ঞানও ছিল না। কিন্তু সে আমাকে ছাড়ল না। বড় আদবের সাথে মসজিদে একটু বসতে বলল। সত্যিই সে দাওয়াতের কাজে সুদক্ষ মহিলা ছিল। বসার পর সে আমাকে বলল, 'আপনি কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য দেন এবং হৃদয়ে তার মানে বুঝেন?'

আমি বললাম, 'অবশ্যই। আমি একজন মুসলিম আরবী মহিলা।'

তখন সে কুরআনের এই আয়াত পাঠ করল,

[قُلْ إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ] (١٥) سورة الأنعام، الزمر ١٣

অর্থাৎ, বল, 'আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি, তবে আমি ভয় করি যে, মহা দিনের শাস্তি আমার উপর আপতিত হবে। *(আনআম ঃ ১৫, যুমার ঃ ১৩)*

আমি চুপ থাকলাম। সে আবার বলল, 'অবাধ্যাচরণ নেয়ামত ধ্বংস হওয়ার কারণ হতে পারে। আশা করি আমার কথাটা ভেবে দেখবেন।' তারপর সে আমার হাতে হাত মিলিয়ে মুসাফাহা করল। আমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলাম। অতঃপর জীবনের প্রথমবারের মতো বড় ভাবনায় পড়লাম আমি।

আমি বড় অবাক হলাম। ফরাসী মহিলা এমন যৌন-স্বাধীনতার পাপময় পরিবেশে থেকেও ইসলামের খবর রাখে, পর্দা মেনে চলে। অথচ আমি ইসলামী পরিবেশে থেকে তা পারি না!

অতঃপর রাত্রে হোটেলের নগ্ন পরিবেশে আমার স্বামী তার সঙ্গ দিতে বলল। কিন্তু অর্ধনগ্ন যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামিশার নোংরা পরিবেশ আমাকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলল। আমি তার সামনে কেঁদে ফেললাম। সে কারণ জিজ্ঞাসা করলে আমি সব কথা খুলে বললাম। সে আর আমাকে জোর করল না।

বারবার ঐ ফরাসী যুবতীর উক্তিটি আমার কর্ণকুহরে পুনরাবৃত্ত হতে লাগল, 'অবাধ্যাচরণ নেয়ামত ধ্বংস হওয়ার কারণ হতে পারে।'

আমার সবচেয়ে বড় নেয়ামত আমার সুস্বাস্থ্য ও রূপ-লাবণ্য। তা যদি চলে যায়? আমার দাদীজান প্যারালাইসিসের রোগী ছিলেন। যদি আমিও তাই হই?

সুতরাং ইসলামী বই-পুস্তক পড়াশোনা করতে শুরু করলাম। এক সময় মহান আল্লাহ আমাদের উভয়কে পবিত্রতার পথ প্রদর্শন করলেন। *(আল-হিজাব অল-ইকতিআব ২৫-২৬পৃঃ সংক্ষেপিত)*

মুসলিম মহিলারা ইউরোপিয়ান মহিলাদের অনুকরণ করতে পেরে গর্ব অনুভব করে। তাদের মতো খোলামেলা পোশাক পরে নিজেদেরকে 'ভদ্র-মহিলা' সাজায়। তাদের মতো অর্ধনগ্ন হয়ে 'আলোকপ্রাপ্তা' সাজে। কিন্তু সেটা যে ভুল, তা সেখানকার বহু জ্ঞানী মহিলা বুঝতে পেরেছে। বুঝতে পারছে না আমাদের মুসলিম পরিবেশের হতভাগ্য মহিলারা।

মহানবী ﷺ-এর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, "অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির পথ অনুসরণ করবে বিঘত-বিঘত এবং হাত-হাত (সম) পরিমাণ। এমনকি তারা যদি গো-সাপের (সান্ডা)র গর্তে প্রবেশ করে, তাহলে তোমরাও তাদের পিছনে পিছনে যাবে। (এবং তাদের কেউ যদি রাস্তার উপর প্রকাশ্যে সঙ্গম করে, তাহলে তোমরাও তা করবে!)" সাহাবাগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি ইয়াহুদ ও নাসারার অনুকরণ করার কথা বলছেন?' তিনি বললেন, "তবে আবার কার?" *(বুখারী, মুসলিম ২৬৬৯, হাকেম, আহমাদ, সহীহুল জামে' ৫০৬৭ নং)*

তিনি আরো বলেছেন, "পূর্ববর্তী জাতির সকল আচরণ এই উম্মত গ্রহণ ক'রে নেবে।" *(সহীহুল জামে' ৭২১৯ নং)*

জাতির যুবক-যুবতী যাদের অনুকরণ ক'রে জাতে উঠতে চাচ্ছে, তাদেরই জ্ঞানীরা সেই ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে চাচ্ছে, যা তারা নিজেদের দেশে বড় সহজে শুনে ও জেনে থাকে। তবুও কি তাদের সুমতি হবে না?

পর-পুরুষের সাথে নির্জনবাস

পর্দায় গোপনে থাকলেও যেখানে আর কেউ নেই, সেখানে মহিলার কোন পুরুষের সাথে একান্তে অবস্থান করা বৈধ নয়। কোন পথে বা পার্কে, কোন রুমে বা গাড়িতে, কোন সাব-ওয়ে, সিঁড়ি বা লিফটে, আরো যে কোন স্থানে গায়র মাহরাম নারী-পুরুষের নির্জনবাস অতি সামান্য ক্ষণের জন্য হলেও বড় বিপজ্জনক।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মাহরামের উপস্থিতি ছাড়া কোন পুরুষ যেন কোন মহিলার সাথে নির্জনবাস না করে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

তিনি আরো বলেন, "তোমরা এমন মহিলাদের নিকট গমন করো না, যাদের স্বামী বর্তমানে উপস্থিত নেই। কারণ শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের রক্ত-শিরায় প্রবাহিত হয়।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ১৭৭৯, সহীহ তিরমিযী ৯৩৫নং)*

তিনি আরো বলেন, "যখনই কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনতা অবলম্বন করে, তখনই শয়তান তাদের তৃতীয় সাথী (কোটনা) হয়।" *(তিরমিযী, সহীহ তিরমিযী ৯৩৪নং)*

সাহাবী ﷺ বলেন, "আল্লাহর নবী ﷺ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন যে, আমরা যেন মহিলাদের নিকট তাদের স্বামীদের বিনা অনুমতিতে গমন না করি।" *(সহীহ তিরমিযী ২২৩০নং)*

একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা (বেগানা) নারীদের নিকট (একাকী) যাওয়া থেকে বিরত থাক।" (এ কথা শুনে) জনৈক আনসারী নিবেদন করল, 'স্বামীর আত্মীয় সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?' তিনি বললেন, "স্বামীর আত্মীয় তো মৃত্যুসম (বিপজ্জনক)।" *(বুখারী ৫২৩২, মুসলিম ২১৭২, তিরমিযী ১১৭১ নং)*

স্বামীর বাড়িতে স্বামীর আত্মীয় বলতে সেই সকল পুরুষ, যাদের সাথে কোনও কালে মহিলার বিবাহ বৈধ। (যেমন স্বামীর ভাই, ভাইপো, চাচা প্রভৃতি।) আর তাদের মধ্যে সবচেয়ে কাছের হল স্বামীর ছোট ভাই।

স্বামীর বড় ভাইকে পরিবেশে 'ভাসুর' বলে শ্রদ্ধা করলেও তার সাথে নির্জনতা অবলম্বন বৈধ নয়, সে আল্লাহর অলী হলেও নয়।

আর ছোট ভাইকে তো বিজাতির পরিবেশ গুণে 'দেওর' বা 'দেবর' বলাই হয়। যার অর্থ হল দ্বিতীয় বর। তার মানে স্বামী হল প্রথম বর এবং তার ছোট ভাই হল দ্বিতীয় বর অথবা নায়েব বর! আর সে জন্যই ভাবী-দেওরে যে আচরণ চলে, তা সত্যই স্বামীর সাথে আচরণের কাছাকাছি। নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক। অথচ মুসলিম মহিলার 'বর' একটাই। তার কেউ 'দেবর' হতে পারে না।

এরই বিপরীত হল মহিলার নিজের বাড়িতে তার দোলাভাই বা বুনাই। শালীও স্ত্রীর বিকল্প অথবা দ্বিতীয় স্ত্রী বা 'দেবউ'। তার এক নাম 'কেলিকুঞ্চিকা'। কেলি মানে প্রেমখেলা। আর কুঞ্চিকা মানে চাবি। পরিবেশে শালী হল প্রেমকেলির চাবি। বউ তো আছেই, শালী 'ফাউ' আর কী? এ জন্যই এমন পরিবেশে প্রবাদ প্রচলিত আছে,

'বাগানে কখনো ফোটে না ফুল যদি না থাকে মালী,
বিয়ের আসরে বলো না কবুল যদি না থাকে শালী।'

প্রবাদটিকে এভাবেও বলা যায়,

'বাগানে কখনো ফোটে না ফুল যদি না থাকে মালী,
বিয়ের বাসরে জমে না মজা যদি না থাকে শালী।'

এ জন্যই শালীর সাথে ভাব জমে ভাল। এ জন্যই অনেকের 'বাপের বেটি মুড়কি পায় না মোন্ডা শালীর পাতে, সহোদরের মুখ দেখে না সখ্য শালার সাথে!'

অনেক সময় স্বামী জেনেশুনে স্ত্রীকে নিজের ভাইয়ের সাথে হৃদ্যতার সুযোগ দেয় এবং স্ত্রীও জেনেশুনে স্বামীকে নিজের বোনের সাথে হৃদ্যতার সুযোগ দেয়। ফলে নিজের মাথায় হাঁড়ি ভাঙ্গে উভয়ে। বেপর্দা পরিবেশে 'দেওর ও শালী' ঘটিত বহু দুর্ঘটনা সমাজে চাপা থাকে। অনেক সময় শাক দিয়ে মাছ ঢেকে রাখতে পারা যায় না। কিন্তু তা দেখেশুনেও মুসলিমরা উপদেশ গ্রহণ করে না।

হাদীসে কেন বলা হল, "স্বামীর আত্মীয় তো মৃত্যুসম"?

যেহেতু সে মৃত্যুর মতো বিপজ্জনক। অতিরিক্ত ভোল্টেজের কারেন্ট্ হলে তার খুঁটিতে (☠) মৃত্যুচিহ্ন অঙ্কিত থাকে। তার মানে সাবধান! এর কাছে যাবে না অথবা একে স্পর্শ করবে না, নচেৎ তোমার মৃত্যু অনিবার্য!

নতুবা তার অর্থ এই যে, মানুষ যেমন অন্যান্য বিপদের তুলনায় মৃত্যুকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে, তেমনি স্বামীর ভাইকে অন্যান্য পুরুষদের তুলনায় বেশি ভয় করা উচিত।

নতুবা তার অর্থ এই যে, মৃত্যুর হাত থেকে যেমন বাঁচার উপায় নেই, তেমনি ভাবী-দেওরের ফিতনা থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। ভাবী-দেওর এক বাড়িতে নির্জনতা অবলম্বন করলেই বিপদ দুর্দম মৃত্যুর মতো এসে উপস্থিত হবে।

নতুবা তার অর্থ এই যে, মহিলার মৃত্যুবরণ করা ভাল, তবুও স্বামীর বেগানা কোন আত্মীয়র সাথে নির্জনতা অবলম্বন করা ভাল নয়।

প্রকাশ থাকে যে, বাগ্দত্ত বা ভাবী স্বামীর সাথেও প্রেমালাপ, নির্জনবাস বা একান্তে ভ্রমণ বৈধ নয়, কুরআন শিক্ষা দিতে অথবা উমরাহ আদায় করতেও নয়।

আর মাহরাম যদি নাবালক হয়, তাহলে তাতে উভয়ের নির্জনতা কাটে না। কারণ তার থাকা-না থাকায় দুর্ঘটনায় কোন প্রভাব পড়ে না।

বড় দুঃখের বিষয় যে, পাশ্চাত্য-ঘেষা বহু পরিবারে তাদের ছেলে-মেয়েদেরকে বন্ধুত্বের সুযোগ দেওয়া হয়। সুতরাং ছেলে ইচ্ছা ও পছন্দমতো 'যুবতী' বন্ধু এবং মেয়ে ইচ্ছা ও পছন্দমতো 'যুবক' বন্ধু গ্রহণ করে এবং আপোসে নির্জন বাস ও ভ্রমণ করে। প্রাইভেট মাস্টারের সাথে নির্জনতা অবলম্বনের সুযোগ দেওয়া হয়। মনে-ধরা ছেলের সাথে মেয়েকে পরিকল্পিত ভ্রমণে পাঠানো হয়। অনেকে রোমান্টিক স্থান পার্ক ও নদী বা সমুদ্র-সৈকতে নির্জনে ভ্রমণে বা বনভোজনে যায়, অনেক প্রেমিক-প্রেমিকা একান্তে ভ্রমণে সেখানে যায়, যেখানে গেলে তারা ধারণা করে যে, প্রেম পাকা ও অনির্বাণ হয়। অভিভাবক চোখ-কান করে না অথবা জেনেশুনেও কিছু বলে না।

এ হল 'ঘটে তো ঘটে যাক, পটে তো পটে যাক'-এর নীতি, নাকি প্রগতির সভ্য নীতি! অথচ এমন আচরণ প্রগতি নয়, বরং নেহাতই দুর্গতি।

অবাধ মেলামেশার কুফল

মহানবী ﷺ বলেন, "মাহরাম ছাড়া কোন পুরুষ যেন কোন মহিলার সাথে নির্জনতা অবলম্বন না করে এবং মাহরাম ছাড়া যেন কোন মহিলা একাকিনী সফর না করে।" এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার স্ত্রী (একাকিনী) হজ্জ করতে বের হয়েছে। আর আমি অমুক অমুক যুদ্ধের জন্য নাম লিখিয়ে ফেলেছি। (এখন আমি কী করতে পারি?)' তিনি বললেন, "তুমি ফিরে যাও এবং তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ কর।" *(বুখারী ৩০০৬, মুসলিম ১৩৪১নং)*

নবী ﷺ বলেছেন, "যে নারী স্বগৃহ, স্বামীগৃহ বা মায়ের বাড়ি ছাড়া অন্য স্থানে নিজের পর্দা রাখে (কাপড় খোলে), আল্লাহ তার পর্দা ও লজ্জাশীলতাকে বিদীর্ণ ক'রে দেন। (অথবা সে নিজে করে দেয়।) *(সঃ জামে' ২৭০৮নং)*

নবী ﷺ বলেছেন, "যে মহিলা নিজের স্বামীগৃহ ছাড়া অন্য গৃহে নিজের কাপড় খোলে, সে আল্লাহ আয্যা অজাল্ল ও তার নিজের মাঝে পর্দা বিদীর্ণ ক'রে ফেলে।" *(সঃ জামে' ২৭১০নং)*

"যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার স্ত্রীকে সাধারণ হামামে (গোসলখানায়) যেতে না দেয়।" *(আহমাদ, হাকেম, তিরমিযী, নাসাঈ)*

উম্মে দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি সাধারণ গোসলখানা হতে বের হলাম। ইত্যবসরে নবী ﷺ-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি আমাকে বললেন, "কোত্থেকে, হে উম্মে দারদা?!" আমি বললাম, 'গোসলখানা থেকে।' তিনি বললেন, "সেই সত্তার শপথ; যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! যে কোনও মহিলা তার কোন মায়ের ঘর ছাড়া অন্য স্থানে নিজের কাপড় খোলে, সে তার ও দয়াময় (আল্লাহর) মাঝে প্রত্যেক পর্দা বিদীর্ণ করে ফেলে।" *(আহমাদ, ত্বাবারানীর কাবীর, সহীহ তারগীব ১৬২নং)*

উপর্যুক্ত হাদীসসমূহে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, যেখানে নারী-পুরুষে মেলামিশা হওয়ার আশঙ্কা আছে, সেখানে মহিলা যেতে পারে না। এমন জায়গা কোথাও যাওয়া জরুরী হলে সঙ্গে যাবে তার স্বামী অথবা কোন মাহরাম পুরুষ। অবশ্য পোশাক খুলে রাখা বা পরিবর্তনের ব্যাপারটা আরো গুরুতর। তাতে সে আল্লাহর রোষের শিকার হয়।

লক্ষণীয় যে, মহিলা সাধারণ হামাম বা পুকুর, নদী বা সমুদ্র-ঘাটে গোসল করতেও পারে না। কারণ যতই সে নিজের দেহকে গোপন করার চেষ্টা করুক, পর-পুরুষের দৃষ্টিতে প্রকাশ পেয়ে যাওয়া স্বাভাবিক।

তদনুরূপ বাসে-ট্রেনে, হাটে-বাজারে, হাসপাতালে-অফিসে, কারখানা এবং নানা কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে পাশাপাশি বসে কাজ করা বৈধ নয়। বৈধ নয় পাশাপাশি বসে স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করা। পর্দায় আপাদ-মস্তক সারা দেহ আবৃত থাকলেও পাশাপাশি অবস্থান ও কথাবার্তার ফলে মনের আঙ্গিনা খুলে যায়। আর তার ফলে যা ঘটে, তারই জন্য উক্ত অবৈধতা।

নেট ও মোবাইলের যুগে তরুণ-তরুণীর অবাধ মিলামেশা চলে। পরিচয়ের পর হৃদয়-বিনিময় হয়। তরুণীদের একাধিক মোবাইল থাকে। প্রেমিকের নিকট থেকে মোবাইল 'গিফ্ট' পায়। 'ব্যালেন্স' উপহার আসে। বিনা পয়সায় কথা বলে অদৃশ্য ও দূরে থেকেও 'প্রেম-বিনিময়' হয়।

আগুনের প্রকৃতি এই যে, পাশে যা পায়, তাই জ্বালিয়ে দেয়। আগুনের পাশে মোম গলে যায়। গ্যাস বা পেট্রল জ্বলে আরো দ্রুততার সাথে।

যুবক-যুবতীর ও যৌবনের প্রকৃতি এই যে, প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় মন মজে, প্রাণ ভিজে। বাঁধ না থাকলে বন্যা আসে। উভয়ের আকর্ষণে মন জ্বলে ওঠে, প্রাণ জ্বলে ওঠে। বাধা না থাকলে সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

মানুষের প্রকৃতি এই যে, সামনে তেঁতুল ঘুলতে দেখলে অথবা লেবু কাটতে

দেখলে জিভে পানি আসে। আলো চাল দেখলে ভেঁড়ার মুখ চুলকায়। যুবতীর রূপ দেখলে যুবকের মনে প্রকৃতিগত আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। মনে যৌন-বাসনা জাগে, প্রেমের কামনা-বীজ অঙ্কুরিত হয়। বারবার কাছে এলে তা সিঞ্চন পায়। অতঃপর ধীরে ধীরে তা ডাল-পালা, পাতা-ফুল-ফলে সুশোভিত হয়। অবৈধ প্রণয়ের বাঁশির সুর ব্যভিচারের পথে আসতে আহবান করে। তাই মহিলাদের কর্মক্ষেত্র পুরুষদের কর্মক্ষেত্র থেকে পৃথক হওয়া ওয়াজেব। কিশোরী-তরুণীদের শিক্ষাক্ষেত্র কিশোর-তরুণ থেকে পৃথক হওয়া জরুরী। নচেৎ তা-ই হতে বাধ্য, যা হচ্ছে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে।

সেখানে তরুণ-তরুণীর অবাধ মেলামিশার ফলে নৈতিকতার প্রাসাদ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। আখলাক-চরিত্রের কোন আদর্শই সেখানে অবশিষ্ট নেই। যৌন-স্বাধীনতার দুর্দম তুফান সেখানে সচ্চরিত্রতার বিপুল বিনাশ সাধন করেছে। সেখানে অবৈধ প্রেমে কোন লুকোচুরি নেই, কোন লাজ-লজ্জা নেই। গুরুজনদের সামনেও সেই অসভ্য আচরণে কোন দোষ নেই। কারণ সেটাই তাদের সভ্যতা।

যার ফলে অনেক দাম্পত্যে সুখ নেই, অনেক দাম্পত্যে বৈধ বন্ধন নেই। পিতার পরিচয়হীন সন্তানের সংখ্যা কম নয়। কুমারী মায়ের সংখ্যাও নগণ্য নয়।

তারা যৌন-স্বাধীনতায় বাধা দেয় না, তারা স্কুলে যৌন-শিক্ষা দিয়ে ব্যভিচারে উদ্বুদ্ধ করে। তারা ব্যভিচারে বাধা দেয় না, তারা গর্ভধারণে বাধা দেয়, ভ্রূণ হত্যা করে। চরিত্রহীন সমাজের নিত্যকার সংসার সুখের নয়। লাগামহীন পরিবেশের যৌথ-পরিবার শান্তির নয়। যেখানে পিতামাতার মর্যাদা নেই, স্বামীরও কদর নেই। স্ত্রীও যথার্থ মর্যাদা পায় না। সবাই যেন লাগাম-ছাড়া, বাঁধন-হারা। কেউ কারো মন রাখে না, কেউ কারো বাধা মানে না---এরই নাম 'স্বাধীনতা'।

নারী-দেহ সেখানে সস্তা ভোগপণ্য। নারী সেখানে পুরুষের সাথের সাথী। স্বামীর অধিকার আছে একাধিক গার্লফ্রেন্ড গ্রহণ করার এবং স্ত্রীরও অধিকার আছে একাধিক বয়ফ্রেন্ড গ্রহণ করার। স্বামী কারো কাছে রাত্রিবাস করলে স্ত্রীর কৈফিয়ত নেওয়ার অধিকার নেই। স্ত্রী কারো সাথে রাত কাটালে স্বামীরও বাধা দেওয়ার অধিকার নেই। এরই নাম স্বাধীনতা।

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বা কর্মক্ষেত্রে পাশাপাশি অবস্থান ক'রে অথবা অবাধ মিলামেশা ক'রে নারী-পুরুষের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সে কি আর নিষ্কাম থাকে? যুবক-যুবতীর নিষ্কাম বন্ধুত্ব কি কোন জ্ঞানী বিশ্বাস করতে পারে?

একটি লোক পিপাসায় কাতর হলে তাকে যদি চিনি খেতে দেওয়া হয়,

তাহলে কি পিপাসা আরো বর্ধন করবে না? একটি যুবতীর মনে স্বামী পাওয়ার পিপাসা থাকলে তাকে যদি এক বা একাধিক যুবক বন্ধু দেওয়া হয় এবং একটি যুবকের মনে স্ত্রী পাওয়ার কামনা থাকলে তাকে যদি এক বা একাধিক যুবতী বন্ধু দেওয়া হয়, তাহলে পিপাসা ও কামনার মাত্রা কি আরো বৃদ্ধি পাবে না?

ইসলাম নারীকে মর্যাদা দিয়েছে, তার ইজ্জত-সম্মানের হিফাযত করেছে। মুসলিমদের চরিত্রকে উন্নত করেছে। সেই পরিবেশের মেয়েরা বিজাতির নোংরা পরিবেশের মেয়েদের অন্ধানুকরণ করতে পারে না। ইসলামের সভ্যতা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সভ্যতা। আর পাশ্চাত্যের ঐ সভ্যতা তাদের ধর্মীয় সভ্যতাও নয়।

সমাজে কিছু মহিলা আছে, যারা সত্যই নির্যাতিতা। যাদের যালেম স্বামীরা তাদের হক আদায় করেনি। যারা পণ ও যৌতুকের দায়ে শ্বশুর-বাড়িতে পজিশন পায়নি। যাদের উপার্জন ক'রে খাওয়াবার মতো কেউ নেই। যারা সুখী সংসার-রাজ্যে রানী হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তারাই তাদের অধিকার পেতে সোচ্চার হয়। তারাই চাকরি করতে চায়। তারাই পুরুষদের পাশাপাশি সমান অধিকার লাভের দাবী জানায়।

যে সমাজে এমন অসহায় নারীদের কোন সুব্যবস্থা নেই, যে রাজ্যে এমন বঞ্চিতদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার মতো কোন সঠিক উপায়-উপকরণ নেই, যে দেশে সহায়-সম্বলহীনদের প্রতি ন্যায়ানুগ কোন ব্যবস্থা নেই, সে সমাজ, রাজ্য ও দেশে নারী-স্বাধীনতার দাবী তো উত্থাপন হবেই। পুরুষের সমান অধিকার পাওয়ার যোগ্যতা তো প্রমাণ করবেই। তাসলিমাদের মতো তিক্ত অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞ লেখিকাদের বিষ-কলম তো বিষোদ্গার করবেই। নাপাক অবস্থায় এক হাতে কুরআন, অন্য হাতে কলম এবং মুখে সিগারেট নিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে লেখার নির্লজ্জ ধৃষ্টতা তো প্রদর্শন করবেই।

পক্ষান্তরে তাদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগে 'ইসলাম' অভিযুক্ত নয়। অভিযুক্ত উক্ত সমাজের সমাজ-ব্যবস্থা। ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থায় কোন যুলুম নেই। যুলুম থাকতে পারে ব্যবস্থাপকদের মধ্যে। অবশ্য যদি তাদের অধিকার বলতে অর্ধ শরীর নগ্ন রাখা ও দাঁড়িয়ে পেশাব করা হয়, তাহলে ইসলামের দোষ বলতে হবে। কারণ তাসলিমা অর্ধ শরীর খুলে রাখলে সালমান রুশদীর লাভ, তাতে ইসলামের কোন লাভ নেই, লোভও নেই।

ইসলাম নারীকে বঞ্চিতা করতে চায় না। ইসলাম নারীকে মায়ের মর্যাদা তথা বাপ থেকে তিন গুণ বেশি মর্যাদা দান করে। ইসলাম নারীর হিফাযত

করে। কিন্তু

'গোবুরে পোকা কি থাকে দুধেতে কখন?
গু ও গোবর ভাল খসলত যেমন।'

তাতে কার কী বলার থাকতে পারে?

নানা উপাদেয় খাদ্যে সুসজ্জিত হোটেলে বাস করতে দিয়ে ক্ষুধার্তকে 'খেয়ো না' বললে কি মানবে?

সুপেয় জলাধারের পাশে বাস করতে দিয়ে পিপাসার্তকে 'পান করো না' বললে কি বাধা মানবে?

সন্নিপাতের রোগীর সামনে পানি রেখে কি পানে বাধা দেওয়া যাবে?

মুখে চলে আসা হাই কি কেউ বাধা দিতে পারবে?

নাকে চলে আসা হাঁচি কি কেউ রোধ করতে পারবে?

মানবের প্রকৃতি এটা। মন বড় মন্দ-প্রবণ। প্রতিপালক রহম করলে ভিন্ন কথা। আর শয়তান যুবক-যুবতীর মনে কামনা সৃজন করে, নিদ্রিত বাসনা-দেবীকে জাগ্রত করে।

নারীবাদী পুরুষদের কত দয়া নারীদের প্রতি? মাছ মরেছে বিড়াল কাঁদে শান্ত কল্লে বকে, ব্যাঙের শোকে সাঁতার পানি দেখি সাপের চোখে!

নারীদেরকে পুরুষদের চাকরি দিয়ে বড় উপকার করেছে। অন্য দিকে তাদেরই বাপ-ভাই-ছেলেকে সেই চাকরি থেকে বঞ্চিত করেছে। অনেক স্বামী-স্ত্রী উভয়ে চাকরি করে। অনেকের নারী-পুরুষ কেউই চাকরি পায় না। অনেকের নারী ছাড়া কোন পুরুষ উপার্জনশীল নেই, তাদের কোন নারী চাকরি পায় না। তাহলে ইনসাফ কোথায়?

কিন্তু ইসলাম ও পর্দায় সে ব্যবস্থা আছে। মহিলা মহিলা-মহলে চাকরি করতে পারে। মহিলা খাস প্রতিষ্ঠানে ডক্টরেট করতে পারে, ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিক হতে পারে। অনেক মুসলিম দেশে তার ব্যবস্থা আছে।

বাকী থাকল, মহিলার পাইলট হয়ে কোন গর্ব নেই ইসলামে। মাউন্ট এভারেষ্ট জয় ক'রে মহিলার কোন গর্ব নেই, জাহাজের নাবিক হয়ে মহিলার কোন গর্ব নেই। অবশ্য অর্থ-সঞ্চয়ে গর্ব আছে। তবে তা হতে হবে নারীত্ব, সতীত্ব ও দ্বীনদারিত্ব বজায় রেখে।

আর পুরুষ-মহলে চাকরিতে অধিকাংশ মহিলার এ তিনের কোনটাই যে অবশিষ্ট থাকে না, সে কথা অভিজ্ঞ ও ভুক্তভোগীরা জানে।

এতদ্‌সত্ত্বেও যে মুসলিম মহিলা নারী-দরদী (আসলে নারীদেহ-প্রেমী) পুরুষদের 'প্রগতি, নারী-স্বাধীনতা, নারী-অধিকার, মানবাধিকার' প্রভৃতির চিত্তাকর্ষী আহবান শুনে সকল ময়দানে পুরুষের সমান অধিকার দাবী করতে

চায়, সে আসলে শরীয়তের দৃষ্টিতে একাধিক নিষেধাজ্ঞায় পতিত হয়ঃ-

১। সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছে অভিশপ্ত হয়। যেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ নারীর বেশ ধারণকারী পুরুষদেরকে এবং পুরুষের বেশ ধারণকারী মহিলাদেরকে অভিশাপ করেছেন।

অন্য বর্ণনায় আছে, আল্লাহর রসূল ﷺ মহিলাদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষদেরকে এবং পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী মহিলাদেরকে অভিশাপ করেছেন। *(বুখারী)*

২। পুরুষ-মহলে চাকরির ফলে তার নারীত্ব ও মর্যাদার লজ্জাশীলতা বিনষ্ট হয়ে যায়। অথচ লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।

৩। পুরুষদের মাঝে অবস্থানের ফলে সে তার দেহ-সৌন্দর্যকে পুরুষ-চোখের কামদৃষ্টির লক্ষ্যবস্তু বানায়। পুরুষরা বিনা পয়সায় ও বিনা অধিকারে দর্শন-তৃপ্তি লাভ করে। 'প্রগতি' নামক এই ছিদ্র পথ দিয়ে সে দুর্গতির অন্ধকারাচ্ছন্ন নোংরা গলিতে গিয়ে পৌঁছে।

৪। যে নারী স্বাধীন ও সুরক্ষা-বেষ্টিত মুক্তাসদৃশ সংসারের রানী ছিল, সে নারী বাড়ির বাইরে গিয়ে পুরুষ-মহলে চাকরি ক'রে চাকরানী হয়ে যায়।

৫। সন্তান-প্রতিপালন ও তরবিয়তে ত্রুটি হয়। সন্তান মায়ের পরিপূর্ণ স্নেহ থেকে বঞ্চিত থাকে। অনেক সময় অযোগ্য পালয়িত্রীর হাতে পড়ে সন্তানের আক্বীদা ও আমল বিগড়ে যায়।

যার ফলে ইসলাম নারীর কর্ম পুরুষ-মহলে হারাম ঘোষণা করে।

উল্লেখ্য যে, মক্কার মাসজিদুল হারামের নারী-পুরুষের ভিড় কিন্তু সাময়িকভাবে পর্দার সাথে নামাযের জন্য হয়ে থাকে। সুগন্ধি ব্যবহার না ক'রে পর্দার সাথে মসজিদে নামায আদায় করার তুলনাও পুরুষ-মহলে চাকরি করার সাথে হয় না।

মসজিদে নামায পড়ার অনুমতি আছে মহিলার, মহানবী ﷺ-এর যুগে মহিলারা একই মসজিদে নামায পড়ত। তবুও বলা হয়েছে,

"পুরুষদের কাতারের মধ্যে সর্বোত্তম কাতার হল প্রথম কাতার, আর নিকৃষ্টতম কাতার হল শেষ কাতার। আর মহিলাদের সর্বোত্তম কাতার হল পিছনের (শেষ) কাতার এবং নিকৃষ্টতম কাতার হল প্রথম কাতার।" *(মুসলিম)*

"আল্লাহর বান্দীদেরকে মসজিদে আসতে বারণ করো না, যদিও তাদের ঘরই তাদের জন্য উত্তম।" *(আহমাদ, আবূ দাঊদ ৫৬৭, হাকেম, সঃ জামে' ৭৪৫৮নং)*

অভিভাবকের কর্তব্য

পর্দার বিধান মানবে মহিলা। এ বিধান ফরয করা হয়েছে তারই উপর। কিন্তু তার অভিভাবকের উপর ফরয করা হয়েছে অভিভাবকত্বের দায়িত্ব। তার তত্ত্বাবধানে সকল মহিলা যাতে পর্দা করে, সে ব্যবস্থা করতে হবে তাকেই। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ] (٦) التحريم

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম-হৃদয়, কঠোর-স্বভাব ফিরিশ্তাগণ, যারা আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয়, তাই করে। *(তাহরীমঃ ৬)*

আর মহানবী ﷺ বলেছেন, "প্রতিটি মানুষই দায়িত্বশীল। সুতরাং প্রত্যেকেই অবশ্যই তার অধীনস্থদের দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। দেশের শাসক জনগণের দায়িত্বশীল। সে তার দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে জবাবদিহী করবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল। অতএব সে তার দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামী ও সন্তানের দায়িত্বশীল। কাজেই সে তার দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিতা হবে। তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। অতএব প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্থের দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

মেয়েদের মনে থাকে প্রকৃতিগতভাবে লজ্জাশীলতা, তার মন চায় নিজেকে গোপন রাখতে। কিন্তু সে প্রকৃতিকে অনেকাংশে পুরুষই নষ্ট ক'রে দেয়। অনেক পুরুষের কারণেই তার পরিবারের মহিলারা বেপর্দা হয়। পুরুষের মন থেকে যখন মহিলার ব্যাপারে ঈর্ষা ও আত্মমর্যাদাবোধের অনুভূতি নষ্ট হয়ে যায়, তখনই তার স্ত্রী-কন্যা বেপর্দা হয়। তারই মৌন-সম্মতিক্রমে বাড়ির মেয়েরা শরয়ী পর্দা ছিঁড়ে টিভি ও সিনেমার পর্দার কাছে শিক্ষা নেয়। তার আমানতে খিয়ানত করার ফলেই সে বাড়ির মেয়েদের চরিত্র ঢিলা হয়ে যায়। ধীরে ধীরে সে হয়ে ওঠে 'দাইয়ুস' বা 'মেড়া' পুরুষ।

আর মহানবী ﷺ বলেন, "তিন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকিয়ে দেখবেন না; পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, পুরুষবেশিনী বা পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারিণী মহিলা এবং দাইয়ূস (মেড়া) পুরুষ; (যে তার স্ত্রী, কন্যা ও বোনের চরিত্রহীনতা ও নোংরামিতে চুপ থাকে এবং বাধা দেয় না।) *(আহমাদ, নাসাঈ, সহীহুল জামে' ৩০৭১নং)*

তিনি আরো বলেছেন, “তিন ব্যক্তি বেহেশ্তে যাবে না; পিতা-মাতার অবাধ্য ছেলে, মেড়া পুরুষ (যে তার স্ত্রী-কন্যার অশ্লীলতায় সম্মত থাকে) এবং পুরুষের বেশধারিণী মহিলা।” *(নাসাঈ, হাকেম ১/৭২, বাযযার, সহীহুল জামে’ ৩০৬৩নং)*

সুপুরুষ এমন হয় না যে, সে বাড়িতে বা গাড়িতে বসে থাকবে। আর তার বাড়ির মহিলাকে বাজার করতে পাঠাবে। ‘মিনসের কোলে ছেলে দিয়ে, মাগী যায় বাজারে ধেয়ে।’

সুপুরুষ ‘গাঁড়ল’ হয় না। কারণ, ‘মিনসে গাঁড়ল, মাগী মোড়ল’ হয়।

সুপুরুষ তার স্ত্রী-কন্যাকে কোন বেগানা পুরুষের সাথে অবাধ মিলামেশা বা নির্জনতা অবলম্বন করার সুযোগ দেয় না। দেবরের ‘দেবউ’ বানায় না। বুনাইয়ের সাথে একা ছাড়ে না। ‘দোলামিঞা’র ‘দোলাবিবি’ বানায় না। সহপাঠী বা গৃহশিক্ষকের সাথে নির্জনতা অবলম্বনের সুযোগ দেয় না। বিবাহ-প্রস্তাব পাকা হলে বরের সাথে আর কাউকে পাত্রী দেখতে অনুমতি দেয় না।

পুরুষ পরিবারের দায়িত্বশীল শাসক। সে তার দায়িত্বশীলতার আমানতে খিয়ানত করতে পারে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “কোন বান্দাকে আল্লাহ কোন প্রজার উপর শাসক বানালে, যেদিন সে মরবে সেদিন যদি সে প্রজার প্রতি ধোঁকাবাজি ক’রে মরে, তাহলে আল্লাহ তার প্রতি জান্নাত হারাম ক’রে দেবেন।” *(বুখারী ও মুসলিম)*

সুতরাং পর্দার বিধান যদি পুরুষ তার নিজের পরিবার রাজ্যে বহাল না করে এবং তার ফলে যদি তার পরিবারের মহিলারা বেপর্দা হয়ে মরে, তাহলে তার জবাবদিহি তাকে করতে হবে। ‘পাঁকের গোঁজ’ হলে মহান আল্লাহ তাকে ছাড়বেন না। পটের ‘বিবির গোলাম’ হয়ে আল্লাহর গোলামি ছাড়লে তার পরিণাম হবে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা ও আখেরাতে জাহান্নাম।

আল্লাহ মুসলিম জাতির নারী-পুরুষ সবাইকে সুমতি দিন। আমীন।

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

সমাপ্ত